পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 361 Tuesday, 25 November, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ৩৬১ সংখ্যা ✱ ৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, মঙ্গলবার, ২৫ নভেম্বর ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

এসআইআর মামলা

অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ নভেম্বরঃ এসআইআর ইস্যুতে দায়ের হওয়া মামলা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি করল কলকাতা হাইকোর্ট। সুপ্রিম কোর্টে এমনিতেই এসআইআর ইস্যুতে মামলা চলছে। হাইকোর্টগুলোতে এই একই ইস্যুতে মামলা গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্কতা নিতে বলেছে শীর্ষ আদালতের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চ। আপাতত হাইকোর্ট এই মামলা গ্রহণ না করে সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী রায়ের জন্য অপেক্ষা করবে। উল্লেখ্য, কলকাতা হাইকোর্টে এসআইআর নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। মামলাকারী পিন্টু করারের বক্তব্য ছিল, ২০০২ সালকে কেন এসআইআর-এর ভিত্তিবর্ষ করা হয়েছে। পাশাপাশি এসআইআরের সময়সীমা বৃদ্ধিরও দাবি জানানো হয় এই মামলায়। এর আগে, কলকাতা

হাইকোর্ট নির্বাচন কমিশনের কাছে হলফনামা দিয়ে তাদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছিল। তবে তার আগে থেকেই সুপ্রিম কোর্টে তৎকালীন বিচারপতি সূর্য কান্ত (বর্তমানে তিনি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি) ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি এসভিএন ভাট্টির বেঞ্চে এসআইআর দায়ের হয়েছে। কেরলের তরফ থেকে একটি মামলা, উত্তরপ্রদেশের একটি মামলা বিচারাধীন। কেরল সরকারের হয়ে মামলা শোনেন আইনজীবী কপিল সিব্বল। কেরলে পুরসভা এবং পঞ্চায়েত ভোট রয়েছে। তাই এই সময়কালে এক সঙ্গে নির্বাচন ও ভোটার তালিকার নিবিড় পরিমার্জনের কাজ চলা কঠিন বলেই যুক্তি দেন সিব্বল। কেরলে এক বিএলও-র আত্মহত্যার ঘটনার পর থেকে সে রাজ্যে সুর চড়িয়েছে সব পক্ষ। ঘটনার দিন এসআইআর বয়কটের ডাক দেয় বেশ কয়েকটি সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন। তখন এসআইআর স্থগিতের আর্জি জানানো হয়। সুপ্রিম কোর্ট এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য জানতে চেয়েছে। অন্যদিকে এদিন সিইও দফতরে স্মারকলিপি জমা দিতে গিয়েছিলেন বিএলও-রা। সোমবার বিকেলে সেখানেই ঘটে গেল ধুন্ধুমার কাণ্ড। সিইও দেখা তো করেননি উল্টে তাঁর কর্মচারীরা গরু, ছাগলের মতো আচরণ করেছেন অভিযোগে সিইও দফতরের মেঝেতে বসে বিক্ষোভ শুরু করেন রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা, যাঁরা বর্তমানে কমিশনের বিএলও হিসেবে নিযুক্ত। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর আকার নেয় যে পুলিশ ডেকে তাঁদের টেনে হিঁচড়ে বের করে দেন কমিশনের আধিকারিকেরা। তাতে ঘৃতাহুতি পড়ে। কমিশনের দরজার বাইরে অবস্থানে বসেন বিএলও-রা।

চিরবিদায় বলিউডের 'হি-ম্যান' ধর্মেন্দ্র

মুম্বই, ২৪ নভেম্বরঃ শোকস্তব্ধ বলিউড। নাহ, এবার আর মিরাকেল ঘটল না। ১১ নভেম্বর একইভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল ধর্মেন্দ্রর মৃত্যু সংবাদ। তবে গোটা দেশের প্রার্থনায় সেবার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছিলেন তিনি। তবে এবার আর ফেরা হল না। সোমবার বেলায় গোটা ভারতের বুকে নেমে এল অন্ধকার। এদিন সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র। এ যেন এক যুগের অবসান। একের পর এক হিট, মোটের ওপর ২৪৭টি ছবি। আজও জয়-ভিরু জুটি। চিরনিদ্রার দেশে ধর্মেন্দ্র গত কয়েকমাস ধরেই বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ ছিলেন অভিনেতা। শেষ সময় থাকছিলেন প্রথম পক্ষের স্ত্রী প্রকাশ কৌরের সঙ্গেই। ধীরে ধীরে সুস্থও হচ্ছিলেন তিনি। তবে কয়েকদিন আগেই খবর মেলে

হাসপাতালে ভর্তি কিংবদন্তি অভিনেতা। শোনা গিয়েছিল, কিন্তু রুটিন চেকআপের জন্যেই এই সিদ্ধান্ত। তবে সোমবার বেলা গড়াতেই মেলে খারাপ খবর। শোনা যায় বর্ষীয়ান অভিনেতাকে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে আইসিইউতে রাখা হয়েছে। ছিলেন ভেন্টিলেশনে। ধর্মেন্দ্রর চিকিৎসার জন্য আলাদা মেডিক্যাল বোর্ডও তৈরি করা হয়েছিল। প্রতিটা মুহূর্তে কড়া নজর রাখছিলেন চিকিৎসকেরা। আগামী ডিসেম্বর মাসে ৯০ বছরে পা রাখতেন ধর্মেন্দ্র। ৮৯ বছর বয়স হলেও, বলিউডে এখনও দাপটের সঙ্গে কাজ করে চলেছিলেন। জয়া বচ্চন ও শাবানা আজমির সঙ্গে জুটি বেঁধে করণ জোহরের 'রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি' ছবিতে তাঁর অভিনয় সিনেমার পর্দায় ম্যাজিক তৈরি করেছিল। এমনকী, সদ্য প্রকাশ্যে এসেছিল তাঁর পরবর্তী ছবির ঝলক। তবে সেই ছবির মুক্তি আর দেখা হল না। সোমবার বিকেল থেকে হাসপাতাল চত্বরে বেড়েছিল তৎপরতা। হুড়মুড়ি ধর্মেন্দ্রকে দেখতে ছুটেছিলেন হেমা মালিনিও। গোটা ভারত তখন তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনায় প্রার্থনা করছিল। তবে শেষ রক্ষা হল না। সকলকে কাঁদিয়ে চির বিদায় নিলেন রুপালি পর্দার হি-ম্যান ধর্মেন্দ্র ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের এক অধ্যায়ের অবসান।

ধর্মেন্দ্রর প্রয়াণে শোকের ছায়া দেশজুড়ে। সোমবার তাঁর মৃত্যুর পর টলমল হয়ে উঠেছে কোটি ভক্তের হৃদয়মঞ্চ। সেই শোকেই সহমত দেশের শীর্ষ নেতৃত্বও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু- দুই রাষ্ট্রনায়কই এক আবেগঘন বার্তায় কিংবদন্তির প্রয়াণে গভীর শ্রদ্ধা ও শোক প্রকাশ করেছেন। শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। প্রধানমন্ত্রী তাঁর শোকবার্তায় লেখেন, 'ধর্মেন্দ্রর মৃত্যু ভারতীয় সিনেমায় এক যুগের অবসান। তাঁর কথায়, পর্দায় যেমন সোজা-সরল চরিত্রে অভিনয়ের দৃঢ়তা ও প্রাণশক্তি ছিল, বাস্তব জীবনেও ধর্মেন্দ্র ছিলেন নম্রতা, আন্তরিকতা ও উষ্ণ মানবিকতার প্রতীক। তাঁর অভিনয় একাধিক প্রজন্মের দর্শকের হৃদয়ে যে সংযোগ তৈরি করেছে, তা ভারতীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসে অনন্য। কঠিন সময়ে দেওল পরিবারের পাশে থাকার বার্তাও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী- এই শোকের ঘড়ায় আমি সানি, ববি, ঈশা এবং সমস্ত দেওল পরিবার ও কোটি ভক্তের প্রতি সমবেদনা জানাই। ওম শান্তি।' শোকপ্রকাশে দ্রৌপদী মুর্মু লেখেন, 'ভারতীয় চলচ্চিত্রের জন্য বিরাট ক্ষতি।' তাঁর মতে, তাঁর ক্যারিয়ার শুধু সুপারহিট ছবির সমাহার নয়- বরং কয়েক দশকজুড়ে নির্মিত এক শিল্পযাত্রা, যা হিন্দি সিনেমার গতিপথ বদলে দিয়েছে। স্মরণ করিয়েছেন 'শোলে', 'চুপকে চুপকে', 'ধরম বীর', 'মেরা গাঁও মেরা দেশ', 'ড্রিম গার্ল' - সহ বহু কালজয়ী ছবিকে। রাষ্ট্রপতির স্পষ্ট বক্তব্য- ধর্মেন্দ্রর রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার আগামীর চলচ্চিত্রশিল্পীদের পথ দেখিয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মেন্দ্রর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি এক্স-এ লিখেছেন, 'মুম্বইয়ে কিংবদন্তি অভিনেতা-নায়ক ধর্মেন্দ্রজির মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। ভারতীয় চলচ্চিত্রে তাঁর অবদান প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। তাঁর পরিবার, ভক্ত ও অনুসারীদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। হেমা মালিনীজি ও তাঁর পুত্র-কন্যারা এখন তাঁর সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার বহন করবেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।'

তামিলনাড়ুতে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা

সংবাদ সংস্থা, চেন্নাই, ২৪ নভেম্বরঃ তামিলনাড়ুর তেনকাসি জেলায় ভয়াবহ বাসদুর্ঘটনা। সোমবার সকালে মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ গেল কম করে ছ'জনের। জখম অন্তত ২৮ জন। দুর্ঘটনার তীব্রতায় দু'টি বেসরকারি বাসই দুমড়ে-মুচড়ে চুরমার হয়ে যায়। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে উদ্ধারকাজ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মাদুরাই থেকে সেঙ্কোট্টাইগামী একটি বেসরকারি বাস এবং তেনকাসি থেকে কোভিলপট্টির দিকে যাওয়া আরেকটি বাসের মধ্যে ভয়াবহ ধাক্কা লাগে। স্থানীয় প্রশাসন ও দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। এক জন সিনিয়র পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তে স্পষ্ট- মাদুরাই থেকে সেঙ্কোট্টাই যাচ্ছিল যে কেসার বাসটি, সেটির বেপরোয়া গতিই বিপদের কারণ। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ''গাড়িটির অতিরিক্ত গতি এবং চালকের অবহেলাই সংঘর্ষের প্রধান কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।'' আহত ২৮ জনকে নিকটবর্তী হাসপাতালগুলিতে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, কয়েক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনাটির বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে সিসিটিভি ফুটেজ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সপ্তাহ খানেক আগে কাকভোরে সৌদি আরবের মক্কা থেকে মদিনা রওনা হয়েছিল তীর্থযাত্রীবাহী একটি বাস। গন্তব্যের থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে মুফরিহাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় বাসের ৪৫ ভারতীয় যাত্রীর। মৃতদের

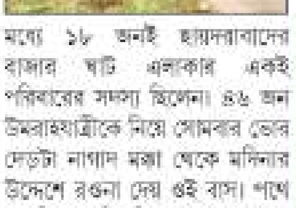

মধ্যে ১৮ জনই হায়দরাবাদের বাজার ঘাট এলাকার একই পরিবারের সদস্য ছিলেন। ৪৬ জন উমরাহযাত্রীকে নিয়ে সোমবার ভোর দেড়টা নাগাদ মক্কা থেকে মদিনার উদ্দেশে রওনা দেয় ওই বাস। পথে বাসটি একটি ডিজেল ট্যাঙ্কারকে ধাক্কা মারে। এরপরই বাস ও ট্যাঙ্কারে আগুন লেগে যায়। ঘুমের মধ্যেই ঝলসে মৃত্যু হয় পুণ্যার্থীদের। সেই ঘটনায় সরকারের পক্ষ থেকে মৃতদের পরিবারগুলিকে এককালীন ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তারও ঘোষণা করা হয়। হায়দরাবাদের সাংসদ তথা মিম নেতা আসাদউদ্দিন ওয়েইসি জানিয়েছেন, দু'টি ভ্রমণ সংস্থার থেকে যাত্রীদের সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য ভারতীয় দূতাবাসের হাতে তুলে দিয়েছেন তিনি। জেড্ডায় ভারতীয় কনস্যুলেট জেনারেলের পক্ষ থেকেও চব্বিশ ঘণ্টার জন্য একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর জানান, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে পূর্ণ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

'কীভাবে লোক নিচ্ছেন?'

রাজ্যের সিইও-কে কাঠগড়ায় টেনে জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ নভেম্বরঃ মাঝে কয়েকদিনের ব্যবধান। দেশের নির্বাচন কমিশনকে ফের চিঠি লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ডেটা এন্ট্রি অপারেটর এবং আবাসনে ভোটকেন্দ্রের মতো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সরব হলেন তিনি। পাশাপাশি, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের উদ্দেশে দেওয়া চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'চুক্তিভিত্তিক ডেটা এন্ট্রি অপারেটরদের দিয়ে কাজ করানো যাবে না বলে জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এমনকি, বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের কর্মীদের দিয়েও কাজ না করানোর স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও রাজ্যের সিইও অফিস কীভাবে ১ হাজার ডেটা এন্ট্রি অপারেটর এবং ৫০ জন সফটওয়্যার ডেভেলপার নিয়োগের প্রস্তাব দিল?' এই প্রসঙ্গে রাজ্যের

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। দফতরের এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে 'রাজনৈতিক প্ররোচনা' থাকতে পারে বলেই চিঠিতে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন মমতা। তিনি লিখেছেন, 'বাইরের কোনও সংস্থাকে দিয়ে এই কাজ করানোর কেন প্রয়োজন পড়ল? কোনও রাজনৈতিক দলের স্বার্থপূরণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি তো?' এখানেই কিন্তু ক্ষান্ত হননি মমতা। কীভাবে কমিশন কোনও বেসরকারি আবাসনে ভোটকেন্দ্র তৈরির সিদ্ধান্ত নিতে পারে, সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন তিনি। চিঠিতে লিখেছেন, 'আমি জানতে পারলাম, নির্বাচন কমিশন বেসরকারি আবাসনগুলিতে ভোটকেন্দ্র তৈরির কথা ভাবছে। ডিইও-দের কাছে এই নিয়ে পরামর্শও চেয়েছে তাঁরা।' কিন্তু এই প্রস্তাব যথার্থ নয় বলেই দাবি তাঁর। মমতার কথায়, 'কোনও সরকারি বা আধা-সরকারি জায়গাতেই ভোটকেন্দ্র হওয়া প্রয়োজন। বেসরকারি কোনও ক্ষেত্র সাধারণ ভাবেই এই কাজের জন্য উপযুক্ত নয়। এর নেপথ্যে একটি যুক্তিযুক্ত কারণও রয়েছে। মূলত, এই সকল জায়গাগুলিতে নিয়ম লঙ্ঘনের সম্ভাবনা বেশি থাকে।' কিন্তু এরপরেও কেন কমিশন কীভাবে বেসরকারি আবাসনে ভোটকেন্দ্র তৈরির কথা ভাবছে, তা নিয়েই চিন্তিত মুখ্যমন্ত্রী। দাবি জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় আধিকারিকদের হস্তক্ষেপের।

জিহাদে মদত দিচ্ছে তৃণমূল! অভিযোগ করে শুভেন্দু বললেন, 'এই দলকে আমি ছুড়ে ফেলে এসেছি'

নিজস্ব প্রতিনিধি, মথুরাপুর, ২৪ নভেম্বরঃ দুর্নীতি, নারী সুরক্ষা, অনুপ্রবেশকারী এবং এসআইআর ইস্যুতে ফের একবার রাজ্য সরকার তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তৃণমূল কংগ্রেসকে বিঁধলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর কথায়, তৃণমূল আসলে কোনও দলই নয়। এমন কথা বলে ঠিক কী বোঝাতে চাইলেন তিনি? মথুরাপুরে বিজেপির সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই সভামঞ্চ থেকেই তিনি বলেন, এক সময় তৃণমূল দলকে ছুড়ে ফেলে এসেছেন তিনি। এটা কোনও দলই নয়! শুভেন্দুর কথায়, ''আমি যদি সেদিন নন্দীগ্রামের মানুষকে নিয়ে লড়াই না করতাম তাহলে দিদি থেকে দিদিমা হয়ে যেতেন। মুখ্যমন্ত্রী হতে হত না।'' স্পষ্টত এই মন্তব্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেছেন তিনি। এর আগে 'ল্যান্ড জিহাদ' নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন শুভেন্দু। দাবি করেছিলেন, তৃণমূলের মদতে অনুপ্রবেশকারী, রোহিঙ্গারা ঢুকে জনজাতিদের জমি দখল করে নিচ্ছে। এটাই ল্যান্ড জিহাদ! সোমবারের সভা থেকে আরও বিভিন্ন রকম জিহাদের উদাহরণ টানেন বিরোধী দলনেতা। তার মধ্যে অন্যতম, ধর্ম জিহাদ, খাদ্য জিহাদ। শুভেন্দুর কথায়, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী এবং রোহিঙ্গারা ঢুকে ন্যায্যদের রেশন ছিনিয়ে নিচ্ছে। এটাই খাদ্য জিহাদ। তারা পরপর জমি দখল করে নিচ্ছে, ল্যান্ড জিহাদ।'' বিধায়কের বক্তব্য, ''এইভাবে চলতে থাকলে গোটা রাজ্যটাই এদের দখলে চলে যাবে। তাই সকলের উচিত, একজোট হয়ে এসআইআর-কে সমর্থন করা এবং তৃণমূল সরকারের অবসান ঘটাতে সাহায্য করা।'' প্রথম থেকেই শুভেন্দু তথা বিজেপির নেতারা অনুপ্রবেশকারী এবং রোহিঙ্গা ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করে আসছে। এর আগে বিরোধী দলনেতা এটাও বলেছিলেন - এসআইআর হলে ১ কোটির বেশি অবৈধ ভোটারের নাম বাদ যাবে যা আদতে তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্ক। তিনি চান ভারতীয়রা তাঁকে ভোট দিয়ে বিধায়ক করুন। অ-ভারতীয়রা কেন ভোট দেবে? প্রশ্ন তোলেন তিনি। এই কারণে নির্বাচন কমিশনকে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করার ডাক দেন শুভেন্দু। বিজেপি আগে থেকেই দাবি করে আসছে যে, এসআইআর হলে মৃত এবং ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ যাবে যা আদতে তৃণমূল ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে কাজে লাগিয়েছে। যদিও তৃণমূল পাল্টা দাবি করেছে, বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে ন্যায্য ভোটারদের নাম বাদ দিচ্ছে শুধু নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক মজবুত করতে। এই ইস্যু নিয়েই এখন রাজ্য-রাজনীতিতে তরজা জারি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই মুখ্যমন্ত্রী হবেন, তবে আত্মতুষ্টিতে ভুগলে হবে না | অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ নভেম্বরঃ এসআইআর নিয়ে উত্তাল বাংলার রাজনীতি। ঠিক সেই সময়েই সংগঠনের রণকৌশলকে আরও ধারাল করতে সোমবার ফের বুথ স্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলএদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বৈঠকের শুরুতেই তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন-কমিশন যতই বিজেপির বি টিম হয়ে কাজ করুক না কেন, ছাব্বিশের ভোট জিতে ফের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। তবে এ ব্যাপারে কর্মীদের আত্মসন্তুষ্টিতে না ভোগার বার্তা দিয়ে বলেন, ''এসআইআরের নামে বিহারের কায়দায় বাংলাতেও প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। তাই মনে রাখতে হবে, গণতন্ত্র রক্ষা করতে এখন এক একটা দিন যুদ্ধের মতো।'' এরপরই কর্মীদের টাস্ক জানিয়ে দেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। বলেন, ''আগামী ১৫০ দিনই ঠিক করবে বাংলার আগামী ২০ বছরের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ, তাই কোনও শৈথিল্যের জায়গা নেই।'' অভিষেক বলেন, ''আমাদের হাতে সময় কম। এই ১৫০ দিনে কর্মীদের উৎসাহে ভাটা পড়লে চলবে না। সংগঠনের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে ভোটার তালিকা সংশোধন ও এনুমারেশন প্রক্রিয়া নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করা।'' বিএলও-অ্যাপে প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য নেই, জানিয়ে অভিষেক বলেন, ''এই গাফিলতির খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। দিন আনা দিন খাওয়া মানুষকে কেন হাজিরা দিতে হবে? এটা কমিশনের ভুল। ওদের চেপে ধরতে হবে।'' বিধায়কদের প্রতি নির্দেশ-

প্রতিটি বুথের অন্তত ১৫ জন বিএলএকে আগামী ১০ দিনের মধ্যে ভিডিও কলে বা বাড়ি গিয়ে সক্রিয় করতে হবে। অভিষেকের সতর্কবার্তা, ''একটা দিন চলে গেলে আর ফেরত আসে না।'' লোকসভা ও রাজ্যসভা সাংসদদের জন্যও স্পষ্ট রূপরেখা দেন অভিষেক। রাজ্যসভার সদস্যদের প্রতি নির্দেশ-প্রতিদিন অন্তত ৫০টি ফোন করে কর্মীদের উৎসাহ দিতে হবে। লোকসভা সাংসদরা শহর এলাকায় একই কাজ করবেন। সংসদ অধিবেশন শুরু হওয়ার আগের দিন পর্যন্ত মাঠে থেকে ক্যাম্পে যাওয়ার পরামর্শও দেন তিনি। তিনি জানান, ইতিমধ্যেই সাংসদ-বিধায়কদের কাজে সক্রিয়তা নিয়ে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। ৫ ডিসেম্বর ফের রিপোর্ট চাইতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ৬ ডিসেম্বর অভিষেক সেই রিপোর্ট পাঠাবেন। কিন্তু বিধানসভায় মাত্র ১৫-২৫ শতাংশ ফর্ম জমা পড়েছে-এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে অভিষেক দাবি করেন, ড্রাফট রোল থেকেই বিজেপি ও কমিশন ইচ্ছাকৃতভাবে নাম বাদ দিতে চাইছে। তাঁর অভিযোগ, যেভাবে বিহারে ২০ হাজার নাম বাদ দিয়ে ২০ হাজার যোগ করা হয়েছিল, বাংলায়ও সেই অপচেষ্টা চলছে। অভিষেক অভিযোগ করেন, এসআইআর ঘোষণার পর থেকেই আতঙ্কে প্রাণ হারিয়েছেন ৩৫ জন মানুষ, যার মধ্যে রয়েছেন তিনজন বিএলও। তাঁর দাবি, এটা মানুষের অধিকারের উপর নির্লজ্জ আঘাত। এনুমারেশন ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে, ৯ ডিসেম্বর ড্রাফট রোল প্রকাশ এবং ৭ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ-এই সময়সীমা সামনে রেখে তৃণমূল সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ভোট রক্ষা শিবির চলবে আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। তিনি আরও বলেন, ''আমাদের লক্ষ্য ১০০ ফর্ম সাবমিশন। ৯৯ নয়-১০০।'' অভিষেকের কথায়, ''এখন প্রতিটি কর্মীর দায়িত্ব- একজন যোগ্য ভোটারের নামও যাতে বাদ না যায়, তার সুনিশ্চিত করা। এটাই লড়াই। এটাই ভবিষ্যৎ রক্ষার সংগ্রাম।''

২৫ নভেম্বর শীতের মরশুমের জন্য বন্ধ হবে বদ্রীনাথ মন্দিরের দরজা

চামোলি, ২৪ নভেম্বর ঃ ভক্তদের জন্য পবিত্র ভূ-বৈকুন্ঠ বদ্রীনাথ মন্দির শীতকালীন মরশুমের জন্য বন্ধ হওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছে। মন্দিরের দরজা ২৫ নভেম্বর শীতকালীন মরশুমের জন্য বন্ধ করা হবে। দরজা বন্ধের আচার অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল ২১ নভেম্বর। সোমবার ২৪ নভেম্বর, মা লক্ষ্মীকে ভোগ অর্পণ করা হবে এবং তাঁকে মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশের আমন্ত্রণ জানানো হবে। ২৫ নভেম্বর মা লক্ষ্মী ও লক্ষ্মী-নরায়ণকে শীতবস্ত্র দিয়ে ঢেকে, দুপুর ২ঃ৫৬ মিনিটে মন্দিরের দরজা বন্ধ করা হবে।মন্দির ফুল ও সাজসজ্জায় সু ন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। স্থানীয় পুরোহিত এবং জনসাধারণ এই প্রস্তুতিতে অংশ নিচ্ছেন। দরজা বন্ধ হওয়ার পর, ২৬ নভেম্বর সকালে শ্রী কুবের ও উদ্ধবজি পাণ্ডুকেশ্বর ও শঙ্করাচার্যের গদী নিয়ে নৃসিংহ মন্দির, জ্যোতির্মঠ যাওয়ার জন্য যাত্রা করবেন। রবিবার বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির কমিটির সভাপতি হেমন্ত দ্বিবেদী জানিয়েছেন, দরজা বন্ধের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন এবং ভক্তদের জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

রাজভবনে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন, ছবি আঁকায় অংশ নিলেন রাজ্যপাল

কলকাতা, ২৪নভেম্বর ঃ রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোসের চতুর্থ বর্ষের কার্যকাল রবিবার থেকে শুরু হয়েছে। গত তিন বছরের বিভিন্ন স্মৃতি ও মুহূর্ত এদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজভবনে উদযাপন করা হয়। সকালে যোগচর্চার আয়োজন হয়। দুপুরে দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান শুরু হয় স্কুল পড়ুয়া প্রান্তিক শিশু এবং ভারতীয় জাদুঘরের আধিকারিকদের সঙ্গে কেক কাটার মধ্য দিয়ে। ভারতীয় জাদুঘরের বিশেষ প্রদর্শনীর সূচনা করেন রাজ্যপাল।এরপর তাঁর স্বপ্নের ক্যানভাস চিত্রশিল্পী প্রতিযোগিতার সূচনা করেন তিনি। তিনি নিজেও ছবি আঁকায় অংশ নেন। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও পুরস্কার প্রাপকদের হাতে রাজ্যপাল পুরস্কার তুলে দেন। বন্দে মাতরম-এর সার্ধ শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে বন্দে মাতরম পুরস্কার প্রদান করা হয় প্রথম শ্রেণীর ছাত্র চিরাগ হালদারকে।

প্রকাশিত হলো ম্যাজিকাল ওয়ালেট ছবির প্রথম পোস্টার

মুম্বই , ২৪ নভেম্বর ঃ আগেই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা হয়েছিল 'ম্যাজিকাল ওয়ালেট' ছবির বিষয়ে। আর এবার প্রকাশিত হলো ছবির প্রথম পোস্টার। ছবিতে রয়েছেন অভিনেতা জিমি শেরগিল। আসন্ন কমেডি ছবির প্রথম পোস্টার সমাজমাধ্যমে প্রকাশিত হতেই দর্শকদের মধ্যে শুরু হয়েছে জল্পনা। জিমির সঙ্গে পর্দায় দেখা যাবে প্রবীণ অভিনেতা সঞ্জয় মিশ্র এবং 'ইওর অনার' খ্যাত আঁচল সিং-কে। ছবিটি পরিচালনায় মুজাফফরনগর (২০১৭) ছবির সহ-পরিচালক নীতিন এন. কুশওয়াহা। ছবির প্রযোজনায় রয়েছেন নরেশ কুশওয়াহা।সোমবার সমাজমাধ্যমে ছবির প্রথম পোস্টারের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে ক্যাপশন ,শীঘ্রই আসছে । ছবি জুড়ে রয়েছে একটি জাদু মানিব্যাগের (ম্যাজিকাল ওয়ালেট) গল্প। ছবির শুটিং শুরু হবে ২০২৬ এ , তীর্থশহর বারাণসীতে। শহরের প্রাচীনত্ব ও আধ্যাত্মিকতা পৌরাণিক দিকটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করবে ছবিটিতে, এমনিই আশা রাখছেন পরিচালক ও প্রযোজক মহল । জিমি শেরগিল এবং সঞ্জয় মিশ্রের যৌথ অভিনয় এবং আঁচল সিং-এর বিশেষ উপস্থিতি ছবিটির মো। ঘোরাবে , সেবিষয়ে সন্দেহ নেই দর্শকদের। এখন শুধুই ছবি মুক্তির অপেক্ষা।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

শান্তি, প্রেম ও নিঃস্বার্থ সেবার চিরন্তন প্রতীক সত্য সাই বাবা-পুট্টাপার্থীর শতবর্ষ উদযাপনে বললেন উপরাষ্ট্রপতি

অন্ধ্রপ্রদেশ,২৪ নভেম্বরঃঅন্ধ্রপ্রদেশের পুট্টাপার্থীতে শ্রী সত্য সাই বাবার জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে এক বিশাল আয়োজনের সাক্ষী থাকল এসএসএস হিল ভিউ স্টেডিয়াম। রবিবার সেখানে অনুষ্ঠিত হয় শতবর্ষ উদযাপনের মূল অনুষ্ঠান, যেখানে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণণ নিজে হাজির থেকে শ্রদ্ধা জানালেন মহান আধ্যাত্মিক গুরু সত্য সাই বাবাকে। এই উপলক্ষে তাঁর ভাষণে উঠে এল সত্য সাই বাবার জীবনদর্শন, মানবিক মূল্যবোধ, প্রেম ও সেবার আদর্শ, যা আজও বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষের প্রেরণার উৎস।উপরাষ্ট্রপতি এদিন সত্য সাই বাবাকে বর্ণনা করেন শান্তি, প্রেম ও নিঃস্বার্থ সেবার বিশ্বব্যাপী প্রতীক হিসেবে। তিনি বলেন, সত্য সাই বাবার বাণী-সকলকে ভালোবাসো, সকলের সেবা করো ও সর্বদা সাহায্য করো, কখনও কষ্ট দিও না-শুধু ধর্মীয় শিক্ষাই নয়, মানবসমাজের পথপ্রদর্শক হিসেবে বহুকাল ধরে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে এসেছে। সামাজিক বিভাজন, সংঘাত ও অনিশ্চয়তায় ভরা পৃথিবীতে এই বাণীগুলি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর মতে, আজকের দিনে মানবিক মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবন, আন্তরিকতার বিকাশ এবং পারস্পরিক সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠায় সত্য সাই বাবার শিক্ষা বহুল প্রাসঙ্গিক।উপরাষ্ট্রপতি তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন, সত্য সাই বাবা জাতিগত, ধর্মীয় কিংবা জাতীয়তার সীমানায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর কাছে মানবতা ছিল এক ও অভিন্ন। মানুষের উন্নতি, শান্তি ও কল্যাণই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ, দরিদ্র শিশু, অসহায় রোগী থেকে শুরু করে প্রতিটি মানুষের জন্য সেবা, সহানুভূতি ও মমত্ববোধের যে দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করে গেছেন, তা আজও অনুকরণীয়।তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন সত্য সাই সেন্ট্রাল ট্রাস্টের অসামান্য অবদানের কথা। স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ-প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই সংস্থা যে সেবা দিয়ে চলেছে, তা স্মরণযোগ্য। বিনামূল্যে বিশ্বমানের শিক্ষা, গ্রামীণ অঞ্চলে উন্নত স্বাস্থ্যসেবার প্রসার, বিশুদ্ধ জল প্রকল্প, এবং সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন উদ্যোগ আজও অসংখ্য মানুষের জীবন বদলে দিচ্ছে। উপরাষ্ট্রপতির মন্তব্য, শ্রী সত্য সাই সেন্ট্রাল ট্রাস্ট সমাজের সর্বস্তরের মানুষের উন্নতিতে যে ভূমিকা রেখেছে, তা অনবদ্য ও অনন্য। মানবিক মূল্যবোধকে অক্ষুণ্ণ রেখে তারা যেভাবে কাজ করে চলেছে, তা সত্যিই অনুকরণীয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডুও। তিনি সত্য সাই বাবার দর্শন ও তাঁর প্রতিষ্ঠানের কাজকে রাজ্যের উন্নয়নের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুট্টাপার্থী শুধু আধ্যাত্মিক রাজধানী নয়, বরং মানবসেবার এক বিশ্বমানের কেন্দ্র। সত্য সাই বাবার জন্ম শহর হিসেবে পুট্টাপার্থীর পরিচয় আজ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। এখানকার হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক প্রকল্পগুলি বিশ্বের সর্বাধুনিক সুবিধাসম্পন্ন এবং মানবসেবার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখে।অনুষ্ঠানজুড়ে ছিল আধ্যাত্মিক সংগীত, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, বক্তৃতা ও প্রার্থনা। শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে হাজির হয়েছিলেন বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আগত ভক্ত, অনুসারী, গবেষক ও সমাজসেবীরা। হিল ভিউ স্টেডিয়ামজুড়ে ছিল উৎসবের রেশ, শ্রদ্ধার আবহ ও আত্মিক শান্তির পরশ।পুট্টাপার্থীর আকাশে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল একটাই অনুভূতি-যে মানুষটি সারাজীবন ভালোবাসা, শান্তি ও সেবার বার্তা দিয়ে গেছেন, তাঁর শতবর্ষেও সেই আলো অটুট। সত্য সাই বাবার জীবনদর্শন কেবল আধ্যাত্মিক পথনির্দেশ নয়, বরং মানবতার চিরন্তন শিখা, যা আগামী প্রজন্মকেও পথ দেখাবে।শতবর্ষের এই উদযাপন তাই শুধু একটি জন্মদিন পালন নয়-এ এক মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ, মানবতার পুনর্নিবেদন, এবং শান্তি ও প্রেমময় পৃথিবী গঠনের অঙ্গীকার।

তিন দফা দাবিতে অটল ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের কর্মীরা, সতর্ক করলেন রাজ্যজুড়ে গণআন্দোলনের

ত্রিপুরা,২৪নভেম্বরঃত্রিপুরায় রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশনের (টিআরএলএম) চুক্তিবদ্ধ কর্মীরা তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণের দাবিতে আরও একবার সরব হলেন। আগরতলা প্রেসক্লাবে শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে তাঁরা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন-অবিলম্বে তিন দফা দাবি বাস্তবায়িত না হলে রাজ্যজুড়ে বৃহত্তর গণআন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন। সংগঠনের কর্মীদের বক্তব্যে ক্ষোভ, হতাশা ও তীব্র বঞ্চনার সুর স্পষ্ট হয়ে উঠল। সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আকাশ চক্রবর্তী জানান, বহুদিন ধরে তাঁরা প্রকল্প আধিকারিকের কাছে দাবি জানালেও কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে বাধ্য হয়ে আন্দোলনের পথে নামতে হচ্ছে। তিন দফা দাবি-ইপিএফ চালু, আউটসোর্সিং নিয়োগ নীতি বাতিল এবং আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত শ্রমিকদের ডিপার্টমেন্টাল স্টাফ হিসেবে স্বীকৃতি-এগুলি শুধু ন্যায্যই নয়, মানবিকও। কিন্তু সরকার এখনও পর্যন্ত নীরব।আকাশ চক্রবর্তী অভিযোগ তোলেন, কর্মীদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হচ্ছে। সামাজিক ও আর্থিক সুরক্ষার অন্যতম ভিত্তি ইপিএফ, অথচ কর্মীরা সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত। পাশাপাশি, আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে নিয়োজিত শ্রমিকদের স্থায়িত্বহীন অবস্থায় রেখে দেওয়া অন্যায়। সরকারি প্রকল্পে কাজ করলেও তাঁদের সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা বা সুরক্ষা প্রদান করা হয় না।এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি পলাশ রুদ্র পাল ও ভারতীয় মজদুর সংঘের প্রদেশ কমিটির সহকারী অফিস সম্পাদক তন্ময় সূত্রধর। তন্ময় সূত্রধর জানান, শ্রমিকস্বার্থ রক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। গত শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের ২৯টি শ্রম আইনকে একত্রিত করে চারটি শ্রম সংহিতা হিসেবে প্রয়োগ করেছেন, যা তাঁর মতে শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে একটি ঐতিহাসিক উদ্যোগ। কিন্তু রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পে নিযুক্ত শ্রমিকরা সেই সুফল পাচ্ছেন না বলেই অভিযোগ।তন্ময় সূত্রধর স্পষ্ট বলেন, যদি কর্মীদের ন্যায্য দাবি অবিলম্বে না মানা হয়, তবে রাজ্যব্যাপী বৃহত্তর গণআন্দোলন ছাড়া আর কোনও পথ থাকবে না। তিনি জানান, শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় ভারতীয় মজদুর সংঘ প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁদের পাশে থাকবে।টিআরএলএম-এর কর্মীরা আরও জানান, তাঁদের ওপর কাজের চাপ বিপুল হলেও মানদণ্ড অনুযায়ী আর্থিক সুবিধা দেওয়া হয় না। প্রকল্পের সাফল্য তাঁদের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ওপর নির্ভর করলেও চাকরির নিরাপত্তা নেই, ভবিষ্য অনিশ্চিত। এ অবস্থায় মানবিকতার খাতিরেই তাঁদের দাবি পূরণ করা উচিত বলে মত সংগঠনের। সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মচারীদের মুখে স্পষ্ট শোনা যায় একটাই বার্তা-তাঁরা আর কোনও আশ্বাসে বিশ্বাস করতে রাজি নন। দাবি পূরণের সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ না দেখা গেলে আগামী দিনে আরও তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। রাজ্য সরকারের প্রতি তাঁদের আবেদন, দ্রুত আলোচনায় বসে সমাধান খুঁজে বের করা হোক, কারণ এই আন্দোলন শুধুমাত্র কয়েকজন কর্মীর নয়, রাজ্যের পল্লি উন্নয়ন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হাজারো পরিবারের প্রয়োজন ও ভবিষ্যতের সঙ্গেও জড়িত।এখন দেখার বিষয়, সরকারের তরফে এই সতর্কবার্তাকে কত দ্রুত গুরুত্ব দেওয়া হয়। ত্রিপুরার গ্রামীণ জীবন ও উন্নয়নের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত এই কর্মীদের দাবি পূরণে ইতিবাচক উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা, সেদিকেই তাকিয়ে আছে রাজ্যবাসী।

অসুস্থ খালেদা জিয়া, হাসপাতালে ভর্তি বিএনপি সভানেত্রী

ঢাকা, ২৪ নভেম্বর ঃ ফের অসুস্থ বিএনপি সভানেত্রী খালেদা জিয়া। রবিবার রাতেই তাঁকে ভর্তি করানো হয়েছে ঢাকার এক হাসপাতালে। ৮০ বছর বয়সি খালেদার ফুসফুস এবং হৃদ্যন্ত্রে সংক্রমণ ধরা পড়েছে বলে জানা যাচ্ছে। তাঁর চিকিৎসার জন্য রাতেই একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়। রবিবার রাতে হাসপাতালে ভর্তি করানোর পরে মেডিক্যাল বোর্ড জানায়, প্রথম ১২ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রাখা হবে খালেদাকে।রবিবার রাতে ঢাকার ওই হাসপাতালের মেডিক্যাল বোর্ডের চিকিৎসক এফএম সিদ্দিকী জানান, প্রথম ১২ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রাখা হবে খালেদাকে। তিনি বলেন, ওনার (খালেদার) চেস্টে ইনফেকশন হয়েছে। হার্টের সমস্যা আগে থেকেই ছিল। পরবর্তী ১২ ঘণ্টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও জানান, হৃদ্যন্ত্র এবং ফুসফুসে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার কারণেই খালেদাকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

আগামী কয়েকদিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কেরলের বিস্তীর্ণ এলাকায়

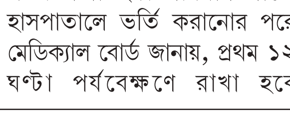

তিরুবনন্তপুরম, ২৪ নভেম্বর ঃউত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে সোমবার সকাল থেকে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে কেরলে। সপ্তাহের শুরুতেই তাই বিপর্যস্ত জনজীবন। দক্ষিণী ওই রাজ্যের সাতটি জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। কেরলের বিস্তীর্ণ এলাকায় আগামী কয়েক দিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে বলে সতর্ক করা হয়েছে রাজ্যবাসীকে।একই সঙ্গে এ দিন সকাল থেকে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে পুদুচেরি এবং করাইকল এলাকাতেও। গত শনিবার থেকেই ওই দুই এলাকায় বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। এ দিন সকাল থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বেড়েছে। বহু এলাকা জলমগ্ন। পুদুচেরির শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, সোমবার ওই দুই এলাকার সব স্কুল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

'পশ্চিমবঙ্গ বারুদের স্তূপের উপর বসে আছে'- আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে তীব্র উদ্বেগ শমীক ভট্টাচার্যের

কলকাতাঃরাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ফের সরব হল রাজ্য বিজেপি। দলের রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য সোমবার কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলেন-পশ্চিমবঙ্গ আজ বারুদের স্তূপের উপর বসে আছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন প্রান্তে যেভাবে আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা এবং বিস্ফোরক উদ্ধার হচ্ছে, তা নিয়ে শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, এই পরিস্থিতি যে কোনও সময় বৃহত্তর অশান্তির দিকে রাজ্যকে ঠেলে দিতে পারে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শমীক ভট্টাচার্য জানান, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, সামসেরগঞ্জ, সুতি-প্রায় প্রতিদিনই কোনও না কোনও অঞ্চল থেকে বোমা, বন্দুক বা গুলি উদ্ধার হচ্ছে। পুলিশ নৈশ অভিযান চালিয়ে অল্পমাত্রায় যা উদ্ধার করছে, তার বহুগুণ বেশি অস্ত্র মজুত রয়েছে বলেই তাঁর দাবি। তাঁর কথায়, এই রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছে। অপরাধীরা সর্বত্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। রাজ্যজুড়ে সম্পূর্ণ অরাজকতা চলছে।তিনি আরও অভিযোগ করেন, অবৈধ অনুপ্রবেশের কারণে রাজ্যের জনবিন্যাস বিপন্ন হয়ে পড়েছে। শমীকের কথায়, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ-সর্বত্র নিজেদের আস্তানা বানিয়ে ফেলেছে। এরা সংগঠিতভাবেই রাজ্যে সন্দেহজনক কাজকর্ম চালাচ্ছে। শুধু তাই নয়, তিনি দাবি করেন যে পশ্চিমবঙ্গ রোহিঙ্গাদের জন্য ' হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর জেরে বহিরাগতদের আগমনে বিহার ও ঝাড়খণ্ডের সীমানা এলাকাগুলির জনবিন্যাসও নাকি দ্রুত বদলাচ্ছে।রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ আজ বিপদের মধ্যে রয়েছে। এই অবস্থার জন্য পুরোপুরি দায়ী রাজ্যের শাসক দল। পুলিশ প্রশাসন রাজনৈতিক চাপে কাজ করতে পারছে না। তাই অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাঁর দাবি, রাজ্যের শাসক দল রাজনৈতিক স্বার্থে অপরাধী ও অসামাজিক উপাদানদের প্রশ্রয় দিচ্ছে।শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্যে উঠে আসে রাজ্যের রাজনৈতিক সহিংসতার প্রসঙ্গও। তাঁর অভিযোগ, ভোটকে ঘিরে হোক বা সাধারণ পরিবেশ-যে কোনও ভিন্ন রাজনৈতিক মতের মানুষকে রাজ্যে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে থাকতে হচ্ছে। বিজেপি নেতার অভিযোগ, রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।তবে শুধু অভিযোগেই থেমে থাকেননি তিনি। রাজ্যের মানুষকে দায়িত্বশীল হয়ে পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান শমীক। তাঁর বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করতে হলে আইনের শাসন ফিরিয়ে আনতেই হবে। রাজ্যের সাধারণ মানুষকে সচেতনভাবে সামনে আসতে হবে।রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে শমীক ভট্টাচার্যের এই মন্তব্য ইতিমধ্যেই তীব্র আলোচনার জন্ম দিয়েছে। রাজ্যের বিরোধী রাজনীতিতে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে সমালোচনা নতুন নয়, তবে মুর্শিদাবাদ-সহ একাধিক জেলার সাম্প্রতিক বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনাকে সামনে রেখে বিজেপির এই কঠোর আক্রমণ যে আগামী দিনে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও বাড়াবে, তা বলাই যায়।এখন রাজ্য সরকারের প্রতিক্রিয়ার দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল। শাসকদল এই অভিযোগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উড়িয়ে দেবে, নাকি সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি নিয়ে ব্যাখ্যা দেবে-সেই দিকেই নজর রাজ্যের মানুষজনের।

গাভাইয়ের উত্তরসূরি সূর্য কান্ত, শপথ নিলেন সুপ্রিম কোর্টের নতুন প্রধান বিচারপতি

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর ঃ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে শপথ নিলেন বিচারপতি সূর্য কান্ত। বিদায়ী প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই অবসর নেওয়ার পর ৫৩-তম প্রধান বিচারপতি পদে শপথ নিলেন তিনি। রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সূর্য কান্তকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এর আগে বিদায়ী প্রধান বিচারপতি গাভাইয়ের প্রস্তাব অনুসারে রাষ্ট্রপতিই বিচারপতি সূর্য কান্তকে পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন।বিচারপতি সূর্য কান্ত শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতির পদে থাকবেন ২০২৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। তাঁর অবসরের পরে দেশের প্রধান বিচারপতি হওয়ার কথা বিচারপতি বিক্রম নাথের। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রমুখ।উল্লেখ্য, ১৯৬২ সালে হরিয়ানার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মেছিলেন বিচারপতি কান্ত। ১৯৮৪ সালে আইনজীবী হিসাবে শুরু হয় তাঁর কর্মজীবন। পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে প্র্যাকটিসের প্রয়োজনে তিনি চণ্ডীগড়ে চলে গিয়েছিলেন। ২০০০ সালে হরিয়ানার কনিষ্ঠতম অ্যাডভোকেট জেনারেল হন বিচারপতি কান্ত। পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের স্থায়ী বিচারপতি হিসাবে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছিল ২০০৪ সালের ৯ জানুয়ারি। পরে হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ সামলেছেন ২০১৮ সালের অক্টোবর থেকে ২০১৯ সালের মে মাস পর্যন্ত। ওই বছরের ২৪ মে বিচারপতি কান্ত চলে আসেন সুপ্রিম কোর্টে। ২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে দেশের শীর্ষ আদালতের লিগ্যাল সার্ভিসেস কমিটির চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন তিনি। এবার দেশের প্রধান বিচারপতি হলেন তিনি।

জি-২০ শিখর সম্মেলন ফলপ্রসূ, প্রতিক্রিয়া প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৪নভেম্বর ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত জি-২০ শিখর সম্মেলনকে ফলপ্রসূ আখ্যা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ একটি ভিডিও আপলোড করে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, জোহানেসবার্গে গত রবিবারের জি-২০ শিখর সম্মেলন ফলপ্রসূ হয়েছে। আমি দু'টি অধিবেশনে অংশ নিয়েছি এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে নিজের মতামত ভাগ করে নিয়েছি। এছাড়াও অনেক বিশ্বনেতার সঙ্গে ফলপ্রসূ বৈঠক করেছি।জোহানেসবার্গে জি-২০ শিখর সম্মেলনের সময় সে দেশের রাষ্ট্রপতি সিরিল রামাফোসার সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই সাক্ষাতের বিষয়টি এক্স-এ ভাগ করে নিয়েছেন মোদী। তিনি জানান, দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে চমকার বৈঠক হয়েছে। আমরা ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা অংশীদারিত্বের সম্পূর্ণ পরিসর পর্যালোচনা করেছি, বিশেষ করে বাণিজ্য, সংস্কৃতি, বিনিয়োগের সংযোগ বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তি, দক্ষতা, এআই, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে সহযোগিতার বৈচিত্র্য আনার ক্ষেত্রে। দক্ষিণ আফ্রিকার সফল জি-২০ সভাপতিত্বের জন্য রাষ্ট্রপতি রামাফোসাকে অভিনন্দন।

শক্তি বাড়ল ভারতের, নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত আইএনএস মাহে

মুম্বই, ২৪ নভেম্বর ঃআরও শক্তি বাড়ল ভারতের। সোমবার ভারতীয় নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হল রণতরী আইএনএস মাহে। সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী এদিন নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেন আইএনএস মাহে রণতরীকে। ৮০ শতাংশের বেশি স্বদেশী সামগ্রী-সহ মাহে রণতরীর নকশা, নির্মাণ এবং একীকরণে ভারতের ক্রমবর্ধমান দক্ষতা প্রদর্শন করে।সেনাপ্রধান এদিন বলেন, কোচি শিপইয়ার্ড লিমিটেড কর্তৃক আইএনএস মাহে-র সফল সরবরাহ শ্রেষ্ঠত্ব ও পেশাদারিত্বের এক উদাহরণ। দেশ শান্তিতে ঘুমাবে, কারণ আইএনএস মাহে সজাগ থাকবে এবং ভারতের তেরঙ্গা সমুদ্রের ওপারে উঁচুতে উড়বে কারণ আইএনএস মাহে তা রক্ষা করবে। সশস্ত্র বাহিনীর শক্তি সমন্বয়ের মধ্যে নিহিত। সমুদ্র, স্থল এবং আকাশ জাতীয় নিরাপত্তার এক ধারাবাহিকতা গঠন করে। সমুদ্রের গভীর থেকে সর্বোচ্চ সীমান্ত পর্যন্ত সমন্বিতভাবে কাজ করার আমাদের ক্ষমতা আমাদের দেশের নিরাপত্তা নির্ধারণ করবে। অপারেশন সিঁদুর ছিল সেই সমন্বয়ের একটি উপযুক্ত উদাহরণ।

পাকিস্তানের আধা সামরিক বাহিনীর সদর দফতরে হামলা, আত্মঘাতী বিস্ফোরণে নিহত ৩

পেশোয়ার, ২৪ নভেম্বর ঃপাকিস্তানের পেশোয়ারে আধা সামরিক বাহিনী 'ফ্রন্টিয়ার কোর'-এর সদর দফতরে হামলা চালাল বন্দুকধারী আততায়ীরা আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণে বাহিনীর অন্তত তিন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকালে পাকিস্তানের পেশোয়ারে আধা সামরিক বাহিনীর দফতরে হামলা চালায় দুই হামলাকারী। আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় তারা। বিস্ফোরণের জেরে অন্তত তিন জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে।পাকিস্তানের আধা সামরিক বাহিনী ' ফ্রন্টিয়ার কোর'-এর সদর দফতরটি রয়েছে পেশোয়ারের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায়। কাছেই রয়েছে পাক সেনার ক্যান্টনমেন্ট। তাই ওই এলাকায় এই ধরনের ঘটনায় চিন্তিত পাক পুলিশ-প্রশাসনও। আপাতত এলাকাটি ঘিরে রেখেছে সেনা ও পুলিশ বাহিনী।

ওজনে কারচুপির অভিযোগ, কিষান মান্ডিতে বিক্ষোভ চাষিদের

বীরভূম, ২৪ নভেম্বর ঃ ওজনে কারচুপির অভিযোগে তুলে কিষান মান্ডিতে বিক্ষোভ দেখালেন চাষিদের একাংশ। পাশাপাশি সরকারি আধিকারিককে হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে চাষিদের একাংশের বিরুদ্ধে। সোমবার দুপুরে বোলপুর কিষান মান্ডির ঘটনা।গত কয়েকদিন ধরে কিষান মান্ডিতে ধান কেনাবেচা চলছে। প্রতিদিনের মতো এ দিনও বিভিন্ন এলাকা থেকে ধান বিক্রির জন্য কিষান মান্ডিতে নিয়ে এসেছিলেন চাষিরা। তাঁদের অভিযোগ, ধান বিক্রি করতে এসে তাঁরা দেখেন ওজনে চার থেকে পাঁচ কেজি কারচুপি করা হচ্ছিল।এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন চাষিদের একাংশ। তাঁরা কিষান মান্ডির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বিক্ষোভকারীরা কিষান মান্ডিতে থাকা এক কৃষি আধিকারিককে হেনস্থা করা হয় বলেও অভিযোগ। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

রাশিফল

মেষঃমেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের সৃজনশীলতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকবে, তাই আপনার ধারণা প্রকাশের কোনও সুযোগ হাতছাড়া করা চলবে না। কাজে মনোনিবেশ করতে হবে এবং আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। ব্যক্তিগত জীবনে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর একটি ভাল সুযোগ রয়েছে। পারস্পরিক যোগাযোগ সহজ করার চেষ্টা করতে হবে।

বৃষঃ মানসিক শান্তির জন্য আপনার উত্তেজনার সমাধান করুন। নিকটাত্মীয়দের বাড়িতে বেড়ানো আপনার আর্থিক ঝামেলাগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

মিথুনঃ এই দিনটি মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের কর্মক্ষেত্রে উপস্থিতি এবং চিন্তাভাবনা আপনার দলকে অনুপ্রাণিত করবে। তবে কোনও কিছুতে তাড়াহুড়ো না করার বিষয়ে সতর্ক থাকা আবশ্যক।

কর্কট রাশি ঃ আপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। এই রাশিচক্রের বিবাহিত স্থানীয়রা আজ তাদের শ্বশুরবাড়ির কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা পাবে বলে মনে হচ্ছে। পরিবারের সদস্যদের সাথে সামাজিক জমায়েত প্রত্যেককে এক ভালো মেজাজে রাখবে।

সিংহঃ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের ক্যারিশম্যাটিক ব্যক্তিত্বে মানুষ মুগ্ধ হবে, যা সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করবে।

কন্যা ঃ আপনার প্রেমিকার সাথে প্রতিশোধপরায়ণ হওয়ায় কোন ফল পাবেন না- পরিবর্তে আপনার উচিত মাথা ঠান্ডা রাখা এবং আপনার প্রেমিকার কাছে আপনার সত্য অনুভূতিগুলি ব্যাখ্যা করা।

তুলাঃঅন্যদের প্রতি আপনার অন্তর্দৃষ্টি এবং সংবেদনশীলতা আপনাকে তাদের বুঝতে সাহায্য করবে এবং এই ভাবে খোলামেলা কথোপকথনের পথ প্রশস্ত করবে।

বৃশ্চিকঃ জীবন নিয়ে হেলাফেলা করবেন না, জানবেন জীবনে যত্নই আসল অঙ্গীকার। আপনি আজ আপনার মায়ের পক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন। শুভদিন।

ধনুঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য মাঝারি ফলপ্রসূ দিন হবে। আপনাকে ব্যবসায়িক ভ্রমণে যেতে হতে পারে, তবে সাবধানতার সঙ্গে এগিয়ে যাওয়াই ভাল। শুভদিন।

মকরঃ আপনার পরিবার আপনার কাছ থেকে অনেক আশা করতে পারে যা আপনার কাছে জ্বালাতনের বিষয় হতে পারে। আজ অর্থের আগমন আপনাকে অনেক আর্থিক ঝামেলা থেকে মুক্তি দিতে পারে। বন্ধু এবং আত্মীয়রা আপনাকে সুনজরে দেখবে এবং আপনি তাদের সঙ্গে যথেষ্ট খুশি হবেন।

কুম্ভঃ কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় থাকবে এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কাটানো সময় আপনার মনকে সুখে ভরিয়ে দেবে। আলাপ-আলোচনার জন্য এটি একটি ভাল সময়, তাই আপনার বন্ধু বা প্রিয়জনের সঙ্গে কথা বলার সুযোগটি হাতছাড়া করা চলবে না। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে।

মীনঃ আপনার আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি আজ খুব বেশী হবে। আজ, আপনার পিতা-মাতার একজন আপনাকে অর্থ সাশ্রয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে পারেন। আপনার তাদের খুব মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে, অন্যথায়. আপনি আসন্ন সময়ে. সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। আপনার

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে ফের পারদ-পতনের পূর্বাভাস। আপাতত হালকা শীতের আমেজই থাকবে, জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা নেই। আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই, আবহাওয়া থাকবে শুষ্কই। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৮.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে সামান্য বেশি।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দক্ষিণ আন্দামান সাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের কোনও প্রভাব পড়বে না পশ্চিমবঙ্গে। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। আগামী দুই-তিন দিনে সামান্য কমতে পারে তাপমাত্রা। শুষ্ক হাওয়ায় শীতের আমেজ বজায় থাকবে। রাতে শিশির এবং খুব সকালে দু-এক জায়গায় হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গেও আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। বৃষ্টির সম্ভাবনা শুধুমাত্র পার্বত্য এলাকায়। স্বাভাবিকের কাছেই থাকবে তাপমাত্রা। শীতের আমেজ চলবে। তাপমাত্রার বড়সড় কোনও পরিবর্তন হবে না।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ১১মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। ভাটা-দুপুর ১২টা ৫৫মনিট এবং রাত ০২টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৫৫মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫৫মিনিটে হতে পারে।

কলকাতায় স্বাস্থ্য বন্ধু সম্মান প্রদান

অভিজিৎ ব্যানার্জি, কলকাতা, ২৪ নবেম্বর ঃ আর্ত মানুষের কাছে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও পরিষেবার দেওয়ার লক্ষ্যে তৈরী হয়েছে স্বাস্থ্য বন্ধু স্বেচ্ছা সেবী সংস্থার। কলকাতার এক তারকা খচিত সমারোহে স্বাস্থ্য বন্ধুসম্মান তুলে দেওয়া হল শহরের প্রাসাদোপম হোটেলে।

স্বাস্থ্য পরিসেবার সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট গুনীজনদের মর্যাদা দিতে ও স্বাস্থ্য বন্ধু সংস্থার সক্রিয় কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে এই অনুষ্ঠান জানালেন স্বাস্থ্য বন্ধু সংগঠনের সভাপতি কার্তিক ব্যানার্জি ও সহ সভাপতি গৌতম সরকার । সম্মান তুলে দিলেন শান্তি নিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সভাপতি মলয় পিট। এদিন মুর্শিদাবাদ, পূর্ব বর্ধমান,কোচবিহার,মালদা, হাওড়া ও কলকাতা সহ স্বাস্থ্য বন্ধুদের পাশাপাশি অভিনেত্রী দেবশ্রী রায় কে তাঁর দীর্ঘ দিনের পশুপ্রেমী সংগঠন দেবশ্রী রায় ফাউন্ডেশন এর জন্য স্বাস্থ্য বন্ধুসম্মান তুলে দিলেন রাজ্য সরকারের রাজস্ব বিভাগের যুগ্ম অধিকর্তা অনুপম হালদার ও প্রাণী সম্পদ সম্পদ বিভাগের আধিকারিক পুলক ব্যানার্জি। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের আধিকারিক তপন কুমার ঘোষ ,অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তী,অভিনেত্রী দেবশ্রী রায়, ইন্দ্রাণী দত্ত , সঙ্গীত শিল্পী ইন্দ্রাণী সেন, দাবাড়ু দিব্যেন্দু বড়ুয়া,সাহিত্যিক নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুরি , সহ বিশিষ্ট জনেরা। সঞ্চালনা করেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। আগামীতে জেলায় জেলায় স্বাস্থ্য বন্ধু চিকিৎসক ও রুগীদের সমন্বয় ও সচেতনতা বিষয়ক সেমিনার করবে জানালেন সংস্থার পক্ষে সাবের আলী ও কালীপদ পাল।

জয়নগরে ড্রাই ফ্লাওয়ার্সের দোকান ও গোডাউনে বিধবংসী আগুন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২৪ নভেম্বর ঃ জয়নগরে ড্রাই ফ্লাওয়ার্স দোকান ও গোডাউনে বিধ্বংসী আগুন, দমকলের দুটো ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রনে। রবিবার ভোর রাতে বিধ্বংসী আগুনে ভষ্মিভূত হয়ে গেল ড্রাই ফ্লাওয়ারসের দোকান এবং একটি গোডাউন। সোমবার ভোরের দিকে স্থানীয় পথ চলতি মানুষ দক্ষিণ বারাশত স্টেশনে ট্রেন ধরার জন্য আসার পথেই তাদের নজরে আসে যে গোঁড়েরহাটের কাছে রায়নগরে রাস্তার পাশেই নারায়ণ গায়েনের ড্রাই ফ্লাওয়ারসের দোকান এবং গোডাউন দু'তলা বিশিষ্ট বাড়িটি দাউদাউ করে আগুনে জ্বলছে। তাদের চিৎকারে আশেপাশে লোকজনের ঘুম ভেঙ্গে যায়। দ্রুত তারা বালতি দিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। সেই সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় জয়নগর মজিলপুর ও বারুইপুর দমকল কেন্দ্রে। ওই দুই দমকল কেন্দ্র থেকে দু'টি দমকলের ইঞ্জিন এসে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। শুকনো জাতীয় জিনিসপত্র থাকার কারণেই দ্রুত সেই আগুন দু'তলা বিশিষ্ট দোকান এবং গোডাউনে ছড়িয়ে পড়ে। দুঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রনে আসলেও ভস্মিভূত হয়ে যায় সব। এই অগ্নি কান্ডের ফলে বহু লক্ষ টাকার ক্ষয় ক্ষতির সম্ভবনা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় জয়নগর থানার পুলিশ। কিভাবে আগুন লাগলো তা খতিয়ে দেখছে দমকল ও পুলিশ।

চুঁচুড়ায় চোর সন্দেহে তরুণকে পোস্টে বেঁধে রেখে গণধোলাই

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ২৪ নভেম্বর (হি. স)ঃ চোর সন্দেহে এক তরুণকে পোস্টে বেঁধে রেখে গণধোলাই দিল উত্তেজিত জনতা। হুগলির চুঁচুড়ার মহেশতলা এলাকায় সোমবার সকালে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গত কয়েকদিন ধরেই চুরি হচ্ছিল এলাকায়। সোমবার ভোর রাতে ওই তরুণ একটি বাড়িতে ঢোকে। তালাবন্ধ সেই বাড়িতে বর্তমানে কেউ থাকেনা। বন্ধ বাড়ির দরজা ভেঙে ঢোকে অভিযুক্ত। অভিযোগ, সেখানেই একটি আলমারি ভাঙে সে। আলমারি ভাঙার শব্দ পান প্রতিবেশিরা। দ্রুত ওই বাড়িতে পৌঁছান তাঁরা। প্রতিবেশিরা আসতেই লুকিয়ে পড়ে অভিযুক্ত। স্থানীয় মানুষের অনুমান, তাঁর সঙ্গে আরও কেউ ছিলো ওই বাড়িতে। ধৃত তরুণের পকেট থেকে কিছু টাকা, চুরি এবং পলা উদ্ধার হয়। ফাঁকা বাড়িতে অভিযুক্তকে খুঁজে পেয়ে এলাকার বাসিন্দারা তাকে মারধর করে বলে জানা গিয়েছে। ইলেকট্রিক পোস্টে বেঁধে রেখে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। চুঁচুড়া থানার পুলিশ গিয়ে ওই যুবককে উদ্ধার করে। কী কারণে সে ওই এলাকায় ঢুকেছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মহেশতলার বাসিন্দারা এলাকায় পুলিশের টহল বাড়ানোর দাবি

সাত সকালে জয়নগরের ধানক্ষেত থেকে কঙ্কাল উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২৪ নভেম্বর ঃ সোমবার সাত সকালে কঙ্কাল উদ্ধার জয়নগরে,চাঞ্চল্য এলাকায়। জয়নগর থানার রাজাপুর করাবেগ অঞ্চলের একটি ধান জমিতে সোমবার সকালে একটি কঙ্কাল পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দরা। খবর দেওয়া হয় জয়নগর থানা ও স্থানীয় মহিষমারি পুলিশ ক্যাম্পে। খবর পেয়ে পুলিশ এসে কঙ্কাল টি উদ্ধার করেছে। জানা যায়,ঐ কঙ্কালটি পাশের এলাকার এক যুবকের,তার নাম সৌভিক হালদার ডাকনাম ভেলো,বাড়ি বকুলতলা থানার মায়াহাউড়ি পঞ্চায়েতের দারা এলাকায়। দুর্গা পুজোর কয়েকদিন আগে থেকেই সে নিখোঁজ ছিল। এদিন কঙ্কালের শরীরে থাকা জামাকাপড় দেখেই তার পরিবারের লোক সৌভিককে সনাক্ত করেন। তবে ঠিক কি কারণে মৃত্যু হয়েছে তা এখনো পরিষ্কার নয়।পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী শ্যামল মিত্রের ৩৮ বর্ষ প্রয়াণ দিবস পালন

মহন্ত দাশগুপ্ত ঃ প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী শ্যামল মিত্রের স্মরণে স্মরণানুষ্ঠান ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শম্ভু নাথ বিশ্বাস এবং নাট্যকর্মী অরূপ পালের স্মরণেও অনুষ্ঠিত হয় স্মরণ সভা। আশনি সংকেত পত্রিকার আয়োজনে এই স্বরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। পত্রিকা সম্পাদক কিশোর কুমার সাহা নাট্যকর্মী অরূপ পালের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এরপর কিশোর কুমার সাহা প্রবাদপ্রতিম সংগীত শিল্পী শ্যামল মিত্রের সম্পর্কে বক্তব্য রাখার আহ্বান জানান সমাজসেবী তথা সহ-প্রতি ঋত্বিক শারদ প্রভা কুন্ডু মহাশয়কে। প্রথিতযশা সংগীত শিল্পী শ্যামল মিত্র সম্পর্কে সমাজসেবী শারদ প্রভা কুন্ডু বলেন, দেখুন আমরা প্রবীণ হয়ে গেছি, শ্যামল মিত্র এবং সমরেশ বসু আমার নিজের চোখে দেখা, সমরেশদার বাড়িতে আমরা যেতাম, ওনার ছেলে নবকুমার বসু আমার কিশোর কালের বন্ধু, কৈশোরের বন্ধু একসাথে খেলাধুলাও করেছি,যেমন সমরেশদা আমার কাছে অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তিত্ব ঠিক তেমনিই ভাবে সংগীত শিল্পী শ্যামল মিত্র, কারণ শ্যামল মিত্রের বাবা ডাক্তার সাধন মিত্র ছিলেন আমাদের বাড়ির হাউজ ফিজিশিয়ান। সময়ে অসময়ে আমাদের বাড়ির যারা অসুস্থ হয়ে যেতেন,তাদের চিকিৎসার জন্য তাঁকে ডাকতে হতো। আমার বাবা ছিলেন রাজ্য সরকারের পদস্থ কর্মচারী, তিনি ডাক্তার বিধান রায় ও প্রফুল্ল সেন এদের সাথেও কাজ করেছেন তাঁদের কর্মজীবনে তাই আমাদের বাড়িটা ছিল বিশেষ চিহ্নিত একটি বাড়ি।

কলকাতার রাস্তায় রক্তাক্ত মৃৎশিল্পী উদ্ধার, অস্ত্রের কোপ-চাঞ্চল্যে রামগড় তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৪ নবেম্বর ঃ কলকাতার ব্যস্ত গাঙ্গুলিবাগান এলাকার রামগড়ে সোমবার সকালে হঠাই দেখা গেল এক আতঙ্কজনক দৃশ্য-রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন এক ব্যক্তি। স্থানীয়রা প্রথমে বিষয়টি লক্ষ্য করে ছুটে যান তাঁর দিকে। দেখা যায়, গলায় ধারালো অস্ত্রের গভীর কোপের দাগ। সঙ্গে সঙ্গেই খবর দেওয়া হয় পুলিশকে এবং তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় বাঘাযতীনের এক হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানেই চলছে চিকিৎসা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত ব্যক্তির নাম এখনও প্রকাশ করা হয়নি, তবে তিনি পেশায় মৃৎশিল্পী এবং রবীন্দ্রনগর এলাকার বাসিন্দা। গলার ক্ষত এতটাই গভীর যে চিকিৎসকেরা প্রথমেই তাঁকে আইসিইউ-তে ভর্তি করেন। তাঁর অবস্থা এখনও সংকটজনক বলেই জানা গেছে। স্থানীয়দের দাবি, ভোরবেলা তাঁরা রাস্তায় ওই ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখেন। তাঁর গায়ের জামা রক্তে ভিজে গিয়েছিল। কেউ কেউ প্রথমে দুষ্কৃতী হামলার আশঙ্কাও করেন। তবে কে বা কারা এই হামলা চালাল, কেন চালাল-তা এখনও স্পষ্ট নয়। পাটুলি থানার পুলিশ খবর পেয়েই পৌঁছে যায় ঘটনাস্থলে। শুরু হয় প্রাথমিক তদন্ত। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আহত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। তাঁরা কি কোনও শত্রুতার কথা জানেন? সম্প্রতি কি কারও সঙ্গে কোনো বিবাদ হয়েছিল? তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি রামগড় এলাকার আশপাশের দোকান, বাড়ি, রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজও পরীক্ষা করছেন তদন্তকারীরা। কোথাও কোনও সন্দেহজনক ব্যক্তি বা যানবাহন ধরা পড়ে কি না, সেদিকেই নজর। ঘটনার এই আকস্মিক চরিত্রে এলাকায় শুরু হয়েছে চাঞ্চল্য। বহু মানুষের প্রশ্ন-শহরের রাস্তায় এভাবে কেউ একজনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর সাহস পেল কীভাবে? এটা কি ব্যক্তিগত শত্রুতা, নাকি কোনও ছিনতাইয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর হামলা? পুলিশের একাংশের অনুমান, ঘটনাটি পরিকল্পিত হতে পারে। তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে আসতে নারাজ তারা। এই ঘটনার মধ্যে আবার পুরনো এক হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিও ফিরে এসেছে। ঠিক দুই-তিন দিন আগেই কসবার এক হোটেলের ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছিল বীরভূমের দুবরাজপুরের বাসিন্দা আদর্শ লোসাল্কারের দেহ। তিনজন হোটেলে ওঠার পর রহস্যমৃত্যু-আরেকটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা যা শহরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। আদর্শের সঙ্গে থাকা একজন যুবক ও তরুণীকে রবিবারই গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ মনে করছে, আদর্শের মৃত্যু খুন বলেই মনে হয়। এই পটপরিবেশে রামগড়ের ঘটনায় মানুষের আতঙ্ক আরও বাড়িয়েছে। একের পর এক হামলা, খুন, অজ্ঞাত কারণে রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার-এসব মিলিয়ে শহরে অস্বস্তি বাড়ছে নাগরিকদের মধ্যে। পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে, ঘটনাটি সম্পূর্ণ গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। সিসিটিভি ফুটেজ ও ফরেন্সিক রিপোর্ট পাওয়ার পরই হামলার প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও অপরাধীর পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এদিকে আহত মৃৎশিল্পীকে নিয়ে চিন্তায় তাঁর পরিবার।

উলুবেড়িয়ায় পুলকার উল্টে পুকুরে, মৃত ৩ শিশু

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ২৪ নভেম্বর ঃ বিদ্যালয় থেকে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে গেল স্কুল গাড়ি। মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাল তিন পড়ুয়া। জখম আরও দুই পড়ুয়া। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার হাওড়ার উলুবেড়িয়া থানার বহিরায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন অর্থাৎ সোমবার বিকেল তিনটে নাগাদ উলুবেড়িয়া জগদীশপুরের একটি বেসরকারি স্কুল থেকে ১০ জন পড়ুয়াকে নিয়ে স্কুল গাড়িটি বহিরা দাসপাড়ার দিকে যাচ্ছিল। সেই সময়ে বহিরা শ্মশানতলার কাছে ওই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার পরে স্থানীয় বাসিন্দারাই উদ্ধারকাজ শুরু করেন। গাড়ির ভিতর থেকে আহতদের উদ্ধার করে উলুবেড়িয়া মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তিনজনকে মৃত বলে জানান। মৃত শিশু ১০বসরের চতুর্থ শ্রেণীর শৌভিক দাসের, ৫ বৎসরের কেজি ওয়ানের ছাত্রী ঈশিকা মন্ডল ও ৯ বৎসরের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র অরিন দাসের বাড়ির সকলেই এই ঘটনায় বাকরুদ্ধ, এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনাস্থলে রয়েছে উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ তদন্ত করছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩৬১, সংখ্যা, মঙ্গলবার ৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

লতার কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম'

সঙ্গীত জগতের সীমানা ছাড়িয়ে দু'টি মানুষের সম্পর্ক যখন হৃদয়ের অন্দরমহলে প্রবেশ করে, তখন জন্ম নেয় এক অমর উপাখ্যান। লতা মঙ্গেশকর ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সম্পর্ক তেমনই এক বিরল রসায়ন। সালটা ১৯৪৫। মুম্বাইয়ের ফিল্মিস্তান স্টুডিওতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস অবলম্বনে হিন্দি ছবি তৈরির তোড়জোড় চলছে। পরিচালনার দায়িত্বে হেমেন গুপ্ত, আর সুরের জাদুকর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। রিহার্সালের জন্য হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে লতা মঙ্গেশকরের যাতায়াত শুরু হয়েছে। কিন্তু স্টুডিওতে রেকর্ডিংয়ের সময় বাধল বিপত্তি। পরিচালক হেমেন গুপ্তর কিছুতেই মনরক্ষা হচ্ছে না, একের পর এক রিটেক। ওদিকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় নিজের সুর ও গায়িকার গায়কিতে পরম তৃপ্ত। পরিচালকের এই অহেতুক খুঁতখুঁতানি তাঁকে ক্রমশ ক্ষুব্ধ করে তুলছিল। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, লতা ছিলেন সম্পূর্ণ শান্ত। শুধুমাত্র হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধার কারণে, বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হয়ে তিনি পরপর ২১টি টেক দিয়ে গেলেন। সেই সময় ফিল্মিস্তানের সঙ্গে লতার সম্পর্ক ছিল বেশ তিক্ত। প্রযোজক শশধর মুখোপাধ্যায় সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, লতা এই ছবিতে গাইবেন না। কিন্তু হেমন্ত মুখোপাধ্যায় নাছোড়বান্দা;'বন্দে মাতরম' লতাকে ছাড়া তিনি ভাবতেই পারেন না। তাই সমস্ত প্রটোকল ভেঙে তিনি নিজেই একদিন উপস্থিত হলেন লতার দ্বারে। সেই মুহূর্ত থেকেই দু'জনের মধ্যে গড়ে উঠল এক অবিচ্ছেদ্য শ্রদ্ধার সম্পর্ক। লতা সেদিন পারিশ্রমিক নিয়ে একটি শব্দও খরচ করেননি, শুধুমাত্র হেমন্তবাবুর অনুরোধে গানটি গাইতে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। হেমন্তবাবু তাঁর আত্মজীবনীতে কৃতজ্ঞচিত্তে সেই স্মৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। লতা বলেছিলেন, প্রযোজকদের সাথে আমার পারিশ্রমিক নিয়ে সমস্যা নেই, আমি শুধুমাত্র হেমন্তবাবুর জন্য গাইবো। গানের জগত থেকে এই সম্পর্কের উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়েছিল পারিবারিক পরিমণ্ডলেও। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তখন এক বন্ধুর বাড়িতে সপরিবারে থাকতেন। সেখানেই তাঁর সহধর্মিণী বেলা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে লতার সখ্যতা গড়ে ওঠে। হেমন্ত-বেলার দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের সময় তাঁরা মুম্বাইতেই ছিলেন। হেমন্ত তখন কাজে ব্যস্ত। একদিন হঠাৎ বেলা মুখোপাধ্যায়ের কাছে হাজির হলেন লতা। বললেন, বাঙালিদের মতো আমাদের মারাঠিদের মধ্যেও গর্ভবতী মহিলাদের পছন্দের খাবার খাওয়ানোর রীতি আছে। সেদিন তিনি মাতৃস্নেহে গর্ভবতী বেলাকে তাঁর 'সাধ' খাইয়ে ছিলেন। এ যেন এক আত্মীয়তার নিবিড় ছোঁয়া। 'আনন্দমঠ'-এর পর লতা-হেমন্ত জুটির বহু গান জনপ্রিয়তা পেলেও, পরপর বেশ কয়েকটি সিনেমা বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ভিতরে ভিতরে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। ১৯৫৪ সালে 'নাগিন' ছবির সময় তিনি লতাকে হতাশ হয়ে বলেছিলেন, এরপর হয়তো তাঁকে মুম্বাই ছাড়তে হবে। কিন্তু লতা ছিলেন অটুট আস্থার প্রতীক। তিনি সাহস জুগিয়ে বলেছিলেন, এবার অন্যরকম কিছু হবে। লতার ভবিষ্যদ্বাণী বিফলে যায়নি। প্রথমদিকে মুম্বাইয়ের হলগুলো ফাঁকা থাকলেও, খবর এল উত্তরপ্রদেশে 'হাউসফুল' চলছে। দেখতে দেখতে ভিড় উপচে পড়ল মুম্বাইয়েও। সাফল্যের সেই জোয়ারে আর পিছনে তাকাতে হয়নি। বাংলা গানের জগতেও লতা মঙ্গেশকরের প্রবেশ ঘটেছিল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরেই। ১৯৫২ সালে প্রথমবার কলকাতায় এসে তিনি উঠেছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতেই। এরপর ৪ বছর পর ফিরে এসে হেমন্তের সুরে রেকর্ড করলেন সেই কালজয়ী গান; 'প্রেম একবারই এসেছিল নীরবে'। বাঙালি শ্রোতারা মুগ্ধ হলো লতার কণ্ঠে।

বিপ্লবী উজ্জ্বলা মজুমদার

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কত শত নারী তাঁদের সাহস, বুদ্ধি, ত্যাগ আর দৃঢ়তার আলোয় ইতিহাসকে আলোকিত করেছেন, অথচ তাঁদের নাম আজও অজানার অন্ধকারে চাপা পড়ে আছে। এমনই এক বিস্ময়কর নারী, এক দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, একজন স্নিগ্ধ অথচ অগ্নিময় কন্যা। জমিদার পরিবারে ২১শে নভেম্বর ১৯১৪ সালে জন্ম নেওয়া এক অসাধারণ কন্যা, যার পিতা ছিলেন সুরেশচন্দ্র মজুমদার। ছোটবেলায় ঘোমটার আড়ালে বড় হওয়া সেই কচি মেয়েটিই পরে কোমরে লুকিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র বহন করেন, সহযোদ্ধাদের রক্ষা করেন, আর বারবার জীবন বাজি রেখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যান;তিনি আমাদের ইতিহাসের উজ্জ্বলা মজুমদার। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে যেখানে সাধারণ শিশু খেলাধুলা আর পাঠশালার সীমানায় আটকে থাকে, সেখানে উজ্জ্বলা মজুমদার নিঃশব্দে জড়িয়ে পড়েন গোপন সশস্ত্র বিপ্লবী দলে। বিপ্লবীরা কলকাতা থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নিতেন, তাঁর হাতেই অস্ত্র পৌঁছে যেত নির্দিষ্ট স্থানে। কোমরের কাছে কাপড়ের আড়ালে লুকিয়ে দেওয়া বন্দুক;আর সেই কোমল মুখে দৃঢ়তা ও নির্ভীকতার দীপ্তি, যা প্রতিটি বিপ্লবীর মনেই জন্ম দিত অটল আস্থা। বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। গভর্নর অ্যান্ডারসনকে হত্যা করার পরিকল্পনায় তিনি হয়ে ওঠেন এক অপরিহার্য অংশ। দার্জিলিংয়ে একটি হোটেলে তিনি থাকেন মনোরঞ্জন ব্যানার্জীর সঙ্গে;স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়ে। ৮ মে ১৯৩৪;ইতিহাসের এক সাহসিক দিনের ভোর। লেবং রেসকোর্সের মাঠে বিপ্লবী ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য গভর্নরকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন। গভর্নর অল্পের জন্য বেঁচে যান, ভবানী ধরা পড়েন;পরবর্তীতে তাঁকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। উজ্জ্বলা ও মনোরঞ্জন ছদ্মবেশে কলকাতায় পালিয়ে আসেন এবং আশ্রয় নেন বিপ্লবী শোভারানি দত্তের বাড়িতে। শোভারানি দত্তের বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল উজ্জ্বলা ১৪ বছরের কারাদণ্ড দেয়।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান।

সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে।

নিবেদিতা দর্শন

১৯০৪ সালে প্রকাশিক হল ভগিনীর নিবেদিতার আর একটি গ্রন্থ। সেই গ্রন্থে তিনি লিখলেন, আই মেড মাই এন্ট্রাস ইনটু হিন্দু লাইফ ইন দ্য সিটি অব ক্যালকাটা।' এই কথাটি তিনি লিখেছিলেন তাঁর রচিত গ্রন্থে ' দ্য ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ'। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন 'জীব সেবায় শিব'। জীবের সেবা করে ঈশ্বর সাধনা করতে হবে। মার্গারেট নোবেল বলেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভারতীয় যিশু। ভগিনী নিবেদিতা শুধু কালী সাধনায় নিজেকে যুক্ত রাখলেন না। তিন ভারতীয় দর্শন পড়তে থাকলেন। তিনি ঘরে বসে রামায়ণ মহাভারত পড়তে শুরু করলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র পড়তে থাকলেন। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত' পড়েন। চৈতন্য জীবন পড়েন। চৈতন্যদেব কীভাবে পরিশ্রম করে সেই সময়ে ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গিয়েছিলেন সেই সব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। সময় পেলে না ঘুমিয়ে বই পড়তেন। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র, ধর্মীয় শাস্ত্র, বৈষ্ণব সাহিত্য, ভারতের ইতিহহাস, সাহিত্য এমনকী সংস্কৃত পড়েন।

ভারত পথিক রাজা রামমোহন বুঝেছিলেন শিক্ষা শক্তিশালী হলেই সামাজিক কুসংস্কার দূরীভূত হবে

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলনকে ক্রমাগত পরিচালনা করার মধ্যে দিয়ে ১৯৪৭ সালে। কিন্তু সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা পূর্ণাঙ্গ রূপ পেল না। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করার পর প্রয়োজন ছিল সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অর্জন করার। তাহলে আজকে নারী সমজ যে স্বাধীনতার কথা উচ্চারিত করতে করতে কলকাতা তথা সারা বিশ্বের আকাশ

বাতাস মুখরিত করছে তা কিন্তু দেখতে পাওয়া যেত না। নারীরা সসম্মনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো ভারতের প্রতিটি স্থানে। নারীরা নিজেদের অধিকার বলে শক্তির বলে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো। যদিও ভারতের শাসন ব্যবস্থায় প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ইন্দিরা গান্ধি এসেছেন। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী পদে মাগারেট থ্যাচার। শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী পদে শ্রীমাভ বন্দরনয়েক। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী পদে গোল্ডা মেয়ার। কিন্তু আমেরিক, চিন এবং রাশিয়ার মতো বড় দেশে এখনও কোনও মহিলা দেশনেত্রীকে দেখতে পাওয়া যায়নি।

ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করার পরই প্রয়োজন ছিল সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা লাভ করার জন্য ব্যাপক আন্দোলন। সেটা না হওয়ার ফলে আজকে সংস্কৃতি বেশ বিতর্কের মুখে পড়ে রয়েছে। ভারতে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হলে তার সঙ্গে নারী মুক্তি আন্দোলন জোরদার হতো। তাহলে আজকে যে উদ্দেশ্যে নারীরা রাস্তায় নেমে পড়েছে সেটা সফল হতো। শিক্ষার সঙ্গে জাতীয়তবোধ মিশ্রিত হয়ে মহান ভারত গড়ে তোলা সম্ভব হতো। কিন্তু আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা চিন্তা করি। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা ভাবি না। তার ফলে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। নারী পুরুষ ক্ষমতার বিভাজন সৃষ্টি হচ্ছে। আপন অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বর্তমান যুগে মহিলারা আবার জাগ্রত হতে শুরু করেছে।

বাংলায় যে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল তার মূল লক্ষ্যই ছিল নারী জাতিকে সম্মানের সঙ্গে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। সেই লক্ষ্য নিয়ে রাজা রামমোহন রায় এগিয়ে গিয়েছিলেন। যদিও তাঁর আগে সতীদাহের মতো ধর্মীয় কুসংস্কারের হাত থেকে একটি ভারতীয় বিধবাকে শশ্মান থেকে রক্ষা করেছিলেন জব চার্নক। তিনি সতী হওয়া একটি মহিলাকে নিজস্ব শক্তি দিয়ে রক্ষা করে তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিলেন। তখন সমাজের নেতারা একটি কথাও ভয়ে উচ্চারণ করতে পারেনি। যদিও তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লক্ষ্য ছিল নেটিভদের ধর্মের ব্যাপারটাকে এড়িয়ে চলা। তারা কোনও রকমভাবে দেশিয় ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস পাচ্ছিল না। কারণ তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লক্ষ্যই ছিল ভারতীয়দের সঙ্গে সদভাব বজায় রেখে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি করা। এর বাইরে আর তাদের কোনও লক্ষ্য ছিল না। জব চার্নক কলকাতা শহর তৈরি করলে স্বাভাবিক ভাবে প্রশাসনিক দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। তার ফলে তারা শুধু মাত্র আইন শৃঙ্খলার দিকে নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু পলাশির যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লা পরাস্ত হলে বাংলার প্রশানিসক ভার ইংরেজরা পরোক্ষভাবে গ্রহণ করতে শুরু করে নবাব মির্জাফরকে সামনে রেখে। ইংরেজ সরকার সেই সময়ে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য উন্নতির করার দিকে লক্ষ্য রাখতে থাকে। কিন্তু পলাশির যুদ্ধের পর যখন সিপাহী বিদ্রোহ দেখা দিল ১৮৫৭ সালে তখন ইংরেজ শাসকেরা অনুভব করতে পারলেন যে আর নেটিভদের ওপরে আর ভরসা করে শাসন করা যাবে না ভারতে। সেই কারণে ইংল্যাণ্ডের রানি ভারতের শাসন ভার কোম্পানির হাতে না রেখে সরাসরি তিনি গ্রহণ করলেন। তার ফলে ভারতে ইউরোপীয় সভ্যতা এবং শিক্ষার প্রবেশ ঘটতে শুরু করে। বাংলায় শিক্ষার বিকাশের পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। এই কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরি ছিলেন আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশের প্রধান কারিগর। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন দেশিয় ভাষার ওপরে জোর দিয়ে তার বিকাশ ঘটাতে হবে। এই দায়িত্বভার গ্রহণ করে নিয়েছিল শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ। তারাও বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য এগিয়ে আসতে থাকে। বাংলা ভাষার উন্নতি জন্য যে ধরনের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ তাতে বাংলার যথেষ্ট লাভ হয়েছিল। বাংলায় নবজাগরণের পথকে তারাই পরোক্ষভাবে তৈরি করে দিয়েছিল। শিক্ষাবিদ উইলিয়াম কেরি, মার্শম্যান থেকে শুরু করে হিকি সবাই বাংলার ভাষার উন্নতি জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতে শুরু করেন। বাংলা ভাষার নতুন দিগন্ত রেখা উন্মোচিত হতে শুরু করে। আর সেই সময়ে এসে উপস্থিত হলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি বাংলা ভাষার উন্নতি সহায়ক হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন শুধু মাতৃভাষার উন্নতি সাধন করলে চলবে না ধর্মের উন্নতি সাধন করতে হবে। ধর্মের কুসংস্কার থেকে মানুষকে মুক্ত করতে হবে। যে ধর্ম মানুষকে ক্রমশ অন্ধকারে ঢেলে দিচ্ছে তার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। এর জন্য যাই আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন। রাজা রামমোহন রায় বুঝতে পেরেছিলেন যদি ইংরেজদের হাত ধরে বাংলায় আধুনিক সভ্যতার বিকাশ ঘটানো যেতে পারে তাহলে তার সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়তে থাকবে। বাংলা বিশেষ করে কলকাতা থেকেই সেই আধুনিক বিকাশের পথ যাত্রা তৈরি করার রাস্তা নির্মাণ করতে হবে। তার জন্য যাই ধর্মীয় সংস্কার। ধর্ম তখন মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে দিয়েছে। বাংলার অধিকাংশ মানুষ ধর্মের ওপরে অন্ধ বিশ্বাস করতে শুরু করে দিয়েছে। নানা রকম ধর্মীয় অজুহাত তুলে সমাজের একটি শ্রেণি বিশেষ করে রক্ষণশীলরা সাধারণ মানুষের ওপরে ছড়ি ঘোরাতে শুরু করে দিয়েছে। এর হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করতে হবে। আধুনিক শিক্ষার বিকাশ ঘটাতে হবে। কিন্তু ইংরেজ শাসকেরা তকন আবার কলকাতা মাদ্রাসা, হিন্দ কলেজ এবং সংস্কৃত কলেজ খোলার ব্যাপারে আগ্রহী হতে থাকে। রাজা রামমোহন রায় এই ধরনের কলেজ খোলার বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষা কেন্দ্র কলকাতায় গড়ে উঠুক। তার ফলে আধুনিক শিক্ষাকে গ্রহণ করে বাংলা তথা ভারতের উন্নতি সাধন করা সম্ভব হবে। পরবর্তীকালে দেখতে পাওয়া গেল যে সংস্কৃত এবং হিন্দু কলেজের ছাত্ররা নতুন বাংলা গড়ার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। তারা পাশ্চাত্য শিক্ষাকে গ্রহণ করে নিয়েছিল। শুধু মাত্র দেশিয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে তারা রক্ষণশীলতাকে প্রশ্রয় দেয়নি। তারা ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল। তার ফলে যুক্তিবাদী মন দিয়ে সব কিছুকে দেখার মানসিকতা গড়তে থাকে। এই যুক্তিবাদী মন তৈরি করে দিয়েছিলেন হিন্দু কলেজের শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। তিনি 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে একটি গোষ্ঠী তৈরি করে ছিলেন। সেই গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্যরাই ছিলেন হিন্দু ধর্মের কুসংস্কার বিরোধী। তারা আধুনিক শিক্ষা শিক্ষিত হতে শুরু করেছিলেন হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিওর হাত ধরে। ডিরোজিও একটি কথা বারবার বলতেন যা তা হল অন্ধের মতো কোনও কিছুকে বিশ্বাস করো না। যা জীবন উন্নতির অন্তরায় হয়ে দেখা দেবে তাকে বর্জন করা উচিত। হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারগুলোই প্রকৃত মানুষ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দিতে শুরু করে দিয়েছে। সেই কারণে প্রচলিত সমাজ ধর্মকে অস্বীকার করে নতুন জীবন ধর্মকে পালন করতে হবে। জীবন ধর্ম হচ্ছে সত্যের। সত্যকে গ্রহণ করতে হবে। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে জীবন ঈশ্বরের সাধনা করা যায় না। বিজ্ঞান এসে উপস্থিত হয়েছে। এতকাল ধর্ম যেভাবে মানুষকে মিথ্যা কথা বলে পরিচালিত করে এসেছে তা বিজ্ঞানের কাছে পরাস্ত হতে শুরু করেছে। জীবনটাকে বিজ্ঞানের আলোকে নিয়ে আসতে হবে। ধর্মীয় অন্ধকারকে দূরীভূত করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন হলে জেহাদ ঘোষণা করতে হবে। রাজা রামমোহন রায় সেই কথাই বারবার উল্লেখ করে গিয়েছেন। সতীদাহ প্রথা নিবারণ করতে তার মতো শক্তিশালী সমাজ নেতাকে বহু বেগ পেতে হয়েছিল। রক্ষণশীলরা যেভাবে সতীদাহ প্রথা নিবারণ আন্দোলনের বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে রাজা রামমোহন রায় যথেষ্ট তৎপর হয়ে তিনি নানান ধর্মীয় শাস্ত্র তল্লাশি করে নতুন শাস্ত্র রচনা করতে উদ্যোগী হলেন যেখানে সতীদাহ প্রথা মহিলাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপরে নির্ভর করে। জোর করে কাউকে সতী করানোটা ধর্ম শাস্ত্র গর্হিত অপরাধ বলে গ্রহণ করে থাকে। কোনও মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারাটা ধর্মীয় অপরাধ ছিল। রামমোহন সতীদাহ বন্ধ করে যান।

শিক্ষাবিদ পণ্ডিত হীরেন মুখার্জি সাংসদ ছিলেন

বিশেষ প্রতিবেদক

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (হীরেন মুখার্জি), ছিলেন একজন ভারতীয় (বামপন্থী) রাজনীতিবিদ, আইন জীবী এবং গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী শিক্ষাবিদ। তিনি ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে সেই সময়ের নিষিদ্ধ ভারতীয় কমিউনিস্টপার্টির সদস্য হন। তিনি ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টানা পঁচিশ বৎসর কলকাতার উত্তর-পূর্ব লোকসভা কেন্দ্র হতে নির্বাচিত ভারতের লোকসভার সংসদ সদস্য ছিলেন। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি জরুরী অবস্থাকে সমর্থন করায় তিনি প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের কাছে পরাজিত হন। তিনি ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকারের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান পদ্মবিভূষণে ভূষিত হন। এর আগে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে পদ্মভূষণে ভূষিত হয়েছিলেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং বিশ্বকোষীয় স্মৃতির ও সুস্নাত ব্যক্তিত্বের অধিকারী তিনি বাংলা ও ইংরাজী উভয় ভাষারই প্রগাঢ় বৌদ্ধিক সত্তার সুবক্তা ছিলেন।

সুস্পষ্ট কণ্ঠে অনবদ্য অক্সোনিয়ান ইংরাজী উচ্চারণে আর বাংলায় কলকাতায় প্রচলিত রীতি ও স্বরপ্রক্ষেপন শৈলিতে তার ভাষণ অভিনন্দিত হত। তিনি ভারতের সর্বকালের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সংসদীয় বক্তা ছিলেন।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ নভেম্বর ব্রিটিশ ভারতের কলকাতায়। পিতা শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও মাতা প্রফুল্লনলিনী দেবী। তাদের আদি নিবাস ছিল অধুনা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হালিশহরে।

হীরেন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের পাঠ কলকাতার তালতলা হাই স্কুলে। এরপর ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রেসি ডেন্সি কলেজ থেকে ইতিহাসের অনার্স নিয়ে বি.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন এবং ঈশান স্কলারশিপ লাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এ পাশ করেন।

তৎকালীন বাংলা সরকারের স্কলারশিপ নিয়ে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন যান। অক্সফোর্ডের সেন্ট ক্যাথরিন কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভের পর বি.লিট. (অক্সন) ডিগ্রি পান এবং লন্ডনের লিঙ্কনস ইন হতে 'ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল' হওয়ার পর দেশে ফিরে আসেন। হীরেন মুখোপাধ্যায় প্রথমে অধ্যাপনা দিয়েই কর্মজীবন শুরু করেন।

১৯৩৪-৩৫ খ্রিস্টাব্দে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ের প্রভাষক ছিলেন। ১৯৪০-৪৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও রাজনৈতিক দর্শনের প্রভাষক ছিলেন। তবে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ছিলেন। কলেজে অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি বাম রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে সেসময়ের নিষিদ্ধ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন এবং ওই বৎসরেই প্রতিষ্ঠিত প্রগতি লেখক সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তিনি অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস কনফারেন্স, নাগপুর, ১৯৪০; সম্পাদক ইন্দো-সোভিয়েত জার্নাল, কলকাতা, ১৯৪১-১৯৪৫; চেয়ারম্যান, ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন (আইপিটিএ) সম্মেলন, বোম্বে, ১৯৪৩; প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধু, এবং যুগ্ম সচিব, ১৯৪৪-১৯৫২; যুগ্ম সম্পাদক, ক্যালকাটা উইকলি নোটস (ল জার্নাল), ১৯৪৫-১৯৫২; সদস্য, বেঙ্গল কমিটি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, ১৯৪৭-১৯৪৯ ; সভাপতি, বেঙ্গল মোশন পিকচার্স এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ১৯৪৬ সাল থেকে; সহ-সভাপতি, বেঙ্গল প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, ১৯৪৮-১৯৪৯। ১৯৪৮ এবং ১৯৪৯-এ দুবার বিনা বিচারে কারাভোগ করেছেন।

তিনি কলকাতা উত্তর-পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হয়ে ১৯৫২,১৯৫৭, ১৯৬২, ১৯৬৭ এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে টানা পাঁচবার নির্বাচনে জয়ী হয়ে ভারতের লোকসভার সদস্য হন। বিরোধী কমিউনিস্ট পার্টির সংসদীয় নেতা হিসাবে অনন্য সাধারণ ভূমিকা তিনি পালন করেছন। ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে তথা জাতীয় জীবনে স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন। ১৯৬৯-৭০ খ্রিস্টাব্দে, ১৯৭৩-১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে পাবলিক অ্যাকা উন্টস কমিটির সদস্য হন এবং ১৯৭৫-৭৬ খ্রিস্টাব্দে, ১৯৭৬-৭৭ খ্রিস্টাব্দে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান হন।

ভারতের লোকসভা প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রেলিয়ায় কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি কনফারেন্সে, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ইতালিতে ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন কনফারেন্সে, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে ইয়াউন্ডে, ক্যামেরুন (পশ্চিম আফ্রিকা) এবং ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বরে রোমে যান। এছাড়াও তিনি পার্লামেন্ট লাইব্রেরির সাম্মানিক উপদেষ্টা, ১৯৭৮-৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে ব্যুরো অফ পার্লামেন্ট স্টাডিজ অ্যান্ড ট্রেনিং-এর এবং লোকসভার অধ্যক্ষের সাম্মানিক উপদেষ্টাপদেও ছিলেন। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে কানাডার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক টেক-ইন, বার্লিনের জার্মান একাডেমিতে বক্তৃতার দেন.।

সঙ্গীত জগতে কোকিলকণ্ঠী গীতশ্রী গীতা দত্ত

লালবিহারী দত্ত

বিস্ময়মিশ্রিত কণ্ঠে অন্য সবাই যখন প্রশ্ন তুলেছিলেন; সুচিত্রা সেনের লিপে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে গীতা দত্ত! সেখানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছিলেন অবিচল। দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন; 'তুমি যে আমার, ওগো তুমি যে আমার' গানটা গীতার মতো করে ভারতবর্ষের আর কেউ গাইতে পারবে না। নিজের বিশ্বাস আর গীতার প্রতিভার প্রতি এতটাই অটুট

আস্থা ছিল হেমন্তবাবুর। আর হবেই না বা কেন, গুণীই তো গুণীর কদর বোঝেন। 'হারানো সুর'-এর প্রযোজক তথা নায়ক উত্তমকুমারের মনেও তখন সংশয়ের দোলাচল। তিনি অন্যদের বলেছিলেন, শুনেই দেখি গানটা কেমন দাঁড়ায়। ভালো না লাগলে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে দেব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গানের জগতে ইতিহাস তৈরি হলো। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সার্থক দূরদৃষ্টিতে গীতা দত্তের গাওয়া 'তুমি যে আমার' গানটি বাংলা ছায়াছবির ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে রইল। প্রায় সাতটি দশক পেরিয়ে আজও তা সঙ্গীতপ্রেমী শ্রোতাদের হৃদয়ে অমর।

অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় জন্ম নেওয়া এই মেয়েটি মাত্র পনেরো বছর বয়সে হিন্দি ছবিতে প্লেব্যাক করেছিলেন। তাঁর অপূর্ব মায়াবী দুটি চোখ আর শ্যামলা সৌন্দর্য তাঁকে অভিনয়ের প্রস্তাব এনে দিয়েছিল। তবে বাঙালি গীতা 'নায়িকা' হলেন অনেক পরে, যখন তিনি গুরু দত্তকে বিয়ে করলেন। লতা মঙ্গেশকরেরও আগে সেরা নেপথ্য গায়িকার স্বীকৃতি পাওয়া গীতা ছিলেন সেই সময়ের তামাম ভারতের সুপারস্টার।

গুরু দত্তকে প্রাণভরে ভালোবেসে ছিলেন, সংসারও করেছিলেন চুটিয়ে। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরই স্বামী তাঁর হোম প্রোডাকশন ছাড়া স্ত্রীর অন্যত্র গাওয়া নিষিদ্ধ করলেন। গীতার গলায় তখন যৌবনের ফাগুন। তাও নানাবিধ বিধি নিষেধের বেড়াজাল ছিন্ন করে তিনি যেমন কিছু অসামান্য গান উপহার দিয়েছেন, তেমনই হারিয়েছেন বহু সুযোগ। তাঁর গানের কথার মতোই; তুমি বিনা এই ফাগুন বিফলে যায়..., শ্রোতারাও তাঁর কণ্ঠের পূর্ণ জাদুকরী স্পর্শ থেকে অনেকাংশে বঞ্চিত হলেন।

বন্ধু সুধীন দাশগুপ্তকে কলকাতা থেকে মুম্বাই নিয়ে গিয়েছিলেন গুরু দত্ত, আর সেই সার্টিফিকেট দিয়ে ছিলেন স্বয়ং গীতা। সুধীন দাশগুপ্ত সেখানে খেয়েছেন গীতার নিজের হাতে তৈরি সুস্বাদু খিচুড়ি। কিন্তু একসময় সেই সুখের সংসারে সন্দেহের কালো মেঘ জমল। গুরু দত্তের আত্মহত্যার পর গীতাও যেন নিজেকে তিলে তিলে শেষ করে দিতে থাকলেন। এলোমেলো, বিশৃঙ্খল জীবন, পরিকল্পনাহীন রেকর্ডিং; এ যেন এক অভিমানী শিল্পীর নীরব আত্মহনন।

জীবনের শেষ অধ্যায় ছিল বড়ই করুণ। 'সিরোসিস অফ লিভার'-এ আক্রান্ত হয়ে শেষের দিনগুলি কেটেছে অসহ্য যন্ত্রণায়। নাকে-মুখে নল, কখনও রক্তক্ষরণ; বেশির ভাগ সময়ই কাটত বেহুঁশ অবস্থায়। জীবনে অর্থ, যশ, মান সম্মান সব পর্যাপ্ত পেলেও, বুকভরা সুখ আর শান্তি বোধহয় তাঁর অধরাই থেকে গিয়েছিল।

তবুও গীতা দত্ত এক মৃত্যুঞ্জয়ী নাম। তাঁর জন্মদিনে মনে পড়ে সেই কালজয়ী গানগুলো, যা আজও শ্রোতাদের স্মৃতির মণিকোঠায় উজ্জ্বল। রূপোলী পর্দার মোহময়ী নায়িকাদের লিপে-'তুমি যে আমার, ওগো তুমি যে আমার নিশিরাত বাঁকা চাঁদ আকাশে, ঝনক ঝনক কনক কাঁকন বাজে, কে ডাকে আমায়, এই মায়াবী তিথি, এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায়, বাঁশি বুঝি সেই সুরে আর ডাকবে না'। আবার বেসিক রেকর্ডের সেই সব মরমী গান- 'ওই সুর ভরা দূর নীলিমায় কৃষ্ণচূড়া আগুন তুমি কত গান হারালাম তোমার মাঝে কবে কোন তারা জ্বলা রাতের ছায়ায় ওগো আমার মনের চির উদাস আনমনা'।

মাত্র ৪১ বছরের (বিয়াল্লিশ পূর্ণ হওয়ার কয়েকমাস আগেই) এক বর্ণময় অথচ ঝোড়ো সঙ্গীত জীবনের অবসান ঘটিয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন। আজ তাঁর জন্মতিথিতে দাঁড়িয়ে মনে হয়, তিনি হয়তো হারিয়ে যাননি। সুরলোকের কোনো এক নক্ষত্র হয়ে তিনি আজও গেয়ে চলেছেন।

আজকের এই বিশেষ দিনে, অশ্রুসজল নয়নে নয়, বরং সুরের ভুবনে একরাশ মুগ্ধতা নিয়ে স্মরণ করি এই ক্ষণজন্মা শিল্পীকে। শুভ জন্মদিন, গীতশ্রী গীতা দত্ত। যদি গীতা দত্ত অকালে না চলে যেতেন ভারতবর্ষের সংগীত নিশ্চিত ভাবে আরও সমৃদ্ধ হত। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে গীতা দত্ত! বিস্ময়মিশ্রিত কণ্ঠ! হতবাক চাওনি অন্যদের। গীতা দত্তের প্রতিভার প্রতি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের অটুট আস্থা,দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন 'তুমি যে আমার ওগো তুমি যে আমার' গানটা গীতার মত করে ভারতবর্ষের আর কেউ গাইতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত গানের জগতে কার্যত ইতিহাস তৈরি হল, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সার্থক দূরদৃষ্টিতে গীতা দত্তের গাওয়া 'তুমি যে আমার ওগো তুমি যে আমার' গানটি সংগীতপ্রেমীদের হৃদয়ে অমর। গীতা দত্ত নামটা শুনলেই শ্রোতাদের মনে আসে - অসমান্য জনপ্রিয় সব গান, নিশিরাত বাঁকা চাঁদ,ঝনক ঝনক কনক কাঁকন, কে ডাকে আমায়,এই মায়াবী তিথি,এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় একি বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু ,কোন রক্তিমা পলাশের স্বপ্ন,মোর অন্তরে ছড়ালে গো বন্ধু। গীতা দত্ত একটি অবিস্মরণীয় প্রতিভার নাম। মাত্র পনেরো বছর বয়সে হিন্দি ছবিতে প্লেব্যাক করেছেন। অপূর্ব দুটি চোখ আর শ্যামলা সৌন্দর্য ছবিতে অভিনয়ের অফার এনে দেয়। তবে বাঙালি গীতা নায়িকা হয়েছেন অনেক পরে যখন গুরু দত্তকে বিয়ে করলেন। সেরা নেপথ্য গায়িকার স্বীকৃতি লতা মঙ্গেশকরেরও আগে পেয়েছেন,তিনিই ছিলেন সেই সময়ে তামাম ভারতের সুপারস্টার মহিলা শিল্পী।

গুরু দত্ত কে প্রাণ ভরে ভালবেসেছেন, বিয়ের কিছু দিন পরেই গুরু দত্ত নিজের হোম প্রোডাকশন ছাড়া স্ত্রীর অন্যত্র গাওয়া নিষিদ্ধ করলেন। গীতার গলায় তখন যৌবনের ফাগুন। তাতেও যেমন কিছু অসামান্য গান উপহার দিয়েছেন বাঙালি কন্যা, ঠিক তেমনই হারিয়েছেন বেশ কিছু সুযোগও। গীতার বিভিন্ন ধরনের গানে সাবলীল ক্ষমতা ছিল।

পাঠকদের দরবার

গ্রাম বাংলার ইতু পুজো

শঙ্করলাল কর্মকার

ইতু পূজা। বাংলার একান্তই আপন কিছু ব্যাপারস্যাপার রয়েছে যেগুলো নিয়ে বাঙালি একদমই ভাবেনা, ভাবার চেষ্টাও করেন কম। ব্রতকথন তার মধ্যে অন্যতম। বাংলার মাটি থেকে উঠে আসা কথা, মানুষের কথাই বহন করে এই ব্রতকথা। অগ্রহায়ণ মাস। সেই কার্ত্তিক সংক্রান্তি থেকে শুরু হওয়া ব্রত যা এ মাসের রবিবারগুলিতেও হবে। এটার নাম ইতুপুজো। ইতু কে? খুব সহজভাবে বলতে গেলে সূর্যদেব, তার এক নাম মিত্র থেকে শব্দ পরিবর্তনে ইতু এসেছে, আবার গ্রামবাংলার লোক একে ইতুলক্ষ্মী বলে দেবী বানিয়ে দিয়েছে। এই ব্রত আছে যখন ব্রতকথা তো থাকবেই। সে বিশাল বড় ব্রতকথা। সহজে বলি।

অনেক আগে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তার স্ত্রী ও দুই কন্যা ছিল যাদের নাম ছিল উমনো-ঝুমনো। এই বামুন একদিন পিঠে খাওয়ার জন্য সব সামগ্রী এনে বৌকে বলল সে একাই সব পিঠে খাবে যেন মেয়েদের না দেওয়া হয়। যাতে বৌ চালাকি না করে তার জন্য চৌকাঠে বসে দড়ির গিঁটে পিঠে তৈরির আওয়াজ শুনে শুনে হিসেব রাখতে থাকে। এদিকে খেতে বসে সে দুটো পিঠে কম পায়। কারণ এর মধ্যেই তার বৌ মাতৃস্নেহে দুই মেয়ের পিঠে খাওয়ার আবদার না পূর্ণ করে থাকতে পারেননি। রাগে ঐ বামুন মেয়ে দুটিকে নিয়ে জঙ্গলে ছেড়ে এল। সেখানে তারা কয়েকজন দেব কন্যাকে ইতুব্রত পালন করতে দেখে নিজেরাও করে। তারপর বাড়ি ফেরার পথে একটি সোনার মাথা তারা পায়। ঘরে এসে সব জানাতেই তাদের মা শুরু করলো ইতু পুজো, আর গরীব ব্রাহ্মণ হয়ে গেল ধনবান। ইতিমধ্যে মদ্রদেশের রাজা ও মন্ত্রী (মতান্তরে অন্য পদের লোক) ঐ উমনো ঝুমনোকেই বিবাহ করলেন। মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি যাবে, তার আগে বাবা তাদের ইচ্ছাপূরণ করতে চাইলে উমনো চায় মাগুর মাছ আর ছাঁচি পান খেয়ে শ্বশুরবাড়ি যেতে, আর ঝুমনোর খেয়াল হয় অগ্রহায়ণ রবিবার আসছে- ইতু পুজোর দিন। সে বাবাকে ইতু পুজোর সামগ্রী এনে দিতে বলে।

এবার দুজনেই যখন হাতি চড়ে দুই রাস্তায় যাচ্ছে তখন উমনো রাস্তায় দেখে মড়ক, খরা, ঘরে আগুন লেগে যাওয়া ইত্যাদি অশুভ দৃশ্য। আর ঝুমনো যেতে যেতে তার পথে দেখে বিবাহ, যজ্ঞ, উপনয়নের মত শুভ আচার। এখানেই শেষ হল না, রাজার ঘরে উমনো পৌঁছালে অঘটন ঘটতে থাকে, তার স্পর্শে সোনার জিনিস লোহা হয়ে যায়, আর মন্ত্রীর ঘরে ঝুমনো পৌঁছালে এর বিপরীত জিনিস ঘটতে থাকে। রাজা উমনোকে তাড়িয়ে দিলে ঝুমনো তাকে নিজের কাছে নিয়ে এসে ইতু পুজো করতে বলে, ইতুর কল্যাণেই আজ ঝুমনোর শ্রীবৃদ্ধি। এই পর্যন্ত গেল উমনো-ঝুমনোর কথা। যার সংক্ষিপ্তসার এই যে ইতু ব্রত পালনে সমৃদ্ধি আসে, শস্যলাভ হয়। আজকেও তাই এইভাবেই পালন করা হয়। মাটি ভর্তি সরার মধ্যে ঘট বসিয়ে কলমি, সরষে, শুশুনি শাক সহ ধানের বীজ, মান কচুর মূল , ছোলা, মুগ, মটর ইত্যাদি প্রায় আটরকম শস্যের বীজ এই বিষয়টিতে থাকে। আরাধনা হয় সূর্যদেবের, থাকে কিছু ছন্দ মেলানো মন্ত্র, অনেকে লক্ষ্মী হিসাবেও পুজো করে থাকেন শস্যবৃদ্ধির কামনায়।

আজকের দিনে খুব কম সংখ্যক মানুষ এগুলো পালন করে থাকেন, নিত্যদিনের ব্যস্ততার মাঝে এসবের সময় কোথায়? তবু কয়েকজনে যারা পালন করে। তাই ছড়িয়ে দিই কথা, এই প্রথাগুলো হারিয়ে না যায়।

সাফল্যের মুখ দেখছে শান্তিনিকেতন ই-হাট

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর, ২৪ নভেম্বর ঃ প্রতিদিনই একটু একটু করে সাফল্যের মুখ দেখছে শান্তিনিকেতন ই-হাট। যার ফলে

প্রতিদিনই নতুন নতুন স্টলের সংখ্যা বাড়ছে। সেই সঙ্গে মেলায় লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান আরো বেশী করে মানুষকে আকৃষ্ট করছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে গ্রামীণ শিল্প, সংস্কৃতি ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সেতুবন্ধনে রাজ্যের অর্থনীতিতে নতুন আশার আলো জাগাতে পজিটিভ বার্তার উদ্যোগে গত ৯ নভেম্বর থেকে বোলপুর সংলগ্ন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রাঙ্গণে শুরু হয়েছে শান্তিনিকেতন ই-হাট। গ্রামীণ ও আধুনিক ভারতের সেতুবন্ধন করে এবং গ্রামের সাধারণ কারিগর, শিল্পী ও উদ্ভাবনী মননের মানুষের দক্ষতা এবং সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের প্রচারশক্তিকে একসঙ্গে যুক্ত করে এক নজিরবিহীন সৃজনশীল সহযোগিতার পথ খুলে দিতে এই উদ্যোগ। সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের অংশগ্রহণে এই সমস্ত শিল্পপণ্য ও সৃষ্টিশীল কার্যক্রম নতুনভাবে পৌঁছে যাবে ডিজিটাল দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষের কাছে। সেই ভাবনায়, আজও সকাল থেকেই শুরু হয়ে যায় শান্তিনিকেতন ই-হাট। দূর দুরান্ত থেকে হস্তশিল্পীরা তাদের পণ্য নিয়ে আসতে শুরু করেন। দোকান খোলা থেকেই গ্রাহকদের ভিড় জমতে শুরু করে। এছাড়াও পজিটিভ বার্তার উদ্যোগে এবং শান্তিনিকেতন ই-হাটের পরিচালনায় সাতদিন ধরে চলছে আদিবাসী নৃত্যের প্রতিযোগিতা। সেই সঙ্গে, আজ, পূর্ব বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের ক্রিয়েশান ডান্স একাডেমীর শিশু শিল্পীরাও নৃত্য প্রদর্শন করে। মেডিকেল কলেজের সভাপতি মলয় পীট ঘোষণা করেন জানান, গ্রামীণ শিল্পীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে প্রতিদিন তারা তাদের পসরা নিয়ে বসবেন। শিল্পী ও পর্যটকদের আসার সুবিধার জন্য আমরা শ্যামবাটি ক্যানেলের ওখান থেকে, প্রতিদিন, ১ঘন্টা অন্তর বাস, নিয়মিত, পরিষেবা শুরু করতে চলেছি। মলয় পীটের মতে, গ্রামের শিল্পীদের প্রতিভাকে মর্যাদা দেওয়া ও তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সামনে আনা এবং সেই সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভর হোক। আমি চাই যে শান্তিনিকেতন ই-হাটকে কেন্দ্র করে এলাকার মানুষ বিকল্প আয়ের সন্ধান পাক, বেকার যুবসম্প্রদায় উদ্যোগী হয়ে অর্থনৈতিক ভাব স্বাবলম্বী হোক। ঘরের তৈরী খাবার হোক বা পরিবহন ব্যবস্থায় যুক্ত হয়ে বা মানুষের থাকার ব্যবস্থা করে আয় করার সুযোগ রয়েছে। আমি চাই সকলে এর সদব্যবহার করুক।

সিজেএম কোর্টে 'অতিরিক্ত দেরি'-পেন ডাউনে পূর্ব বর্ধমান ল'ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশন

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৪ নভেম্বর ঃ সিজেএম আদালতে দীর্ঘ সময় ধরে মামলার শুনানি, জামিনপ্রাপ্তদের দ্রুত মুক্তি না পাওয়া সহ একাধিক সমস্যার প্রতিবাদে পূর্ব বর্ধমান সদর শাখার পশ্চিমবঙ্গ ল'ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশন পেন ডাউনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সোমবার থেকে এই কর্মসূচি এক মাত্র সিজেএম আদালতেই চলবে বলে জানিয়েছে সংগঠন। সোমবার মুখ্য

বিচারক (সিজেএম) বিনোদ মাহাতোর 'অনৈতিক কর্মকাণ্ডের' বিরুদ্ধে সংগঠনের সদস্যরা কোর্ট চত্বরে প্রতিবাদ মিছিল করেন। দাবি জানানো হয়েছে, সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। বিষয়টি জেলা জজকেও জানানো হয়েছে। ল'ক্লার্কদের অভিযোগ, প্রতিদিন রাত ৮টা - ৯টা পর্যন্ত পুলিশ ফাইলের শুনানি চলায় জামিনের নথিপত্র সংশোধনাগারে সময়মতো পৌঁছাতে পারছে না। ফলে জামিন পেলেও সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি মিলছে না, ভোগান্তিতে পড়ছেন বিচারপ্রার্থী এবং তাদের পরিবার। রাজ্য কমিটির সভাপতি বিপত্তারণ আইচ বলেন, জামিনদারদের হেনস্তা করা হচ্ছে, জামিনে মুক্ত অভিযুক্তদের দিনেই ছাড়া মিলছে না। এত রাতে কখনও সিজেএম আদালতের কাজ হয়নি। পরিস্থিতি না বদলালে লাগাতার পেন ডাউন চালিয়ে যাব।

গঙ্গানন্দপুরে ভোটার তালিকা থেকে ১১ জনের নাম উধাও! এনামুরেশন ফর্ম ফিল-আপে চরম দুশ্চিন্তা

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৪ নভেম্বর ঃ পুরানো ২০০২ সালে ভোটার তালিকার সংযোজিত অংশের তালিকায় তাঁদের নাম ছিল। অথচ নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ভোটার তালিকায় নেই নাম। এমনই আশ্চর্যজনক ভাবে পূর্বস্থলী ১ ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের গঙ্গানন্দপুর এলাকার ১১ জনের নাম না থাকায় বিপাকে পড়েছেন তারা। তাঁদের এনামুরেশন ফর্ম এখনও অনলাইনে আপলোড করা যায়নি। এই পরিস্থিতিতে তারা কিভাবে তাদের এনামুরেশন ফর্ম ফিলাপ করবেন তা নিয়ে চিন্তিত তাঁরা। বর্তমান পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রটির ২০০২ সালে নাম ছিল নাদনঘাট। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই সময় বিধানসভার ৫২ নম্বর অংশে গঙ্গানন্দপুর গ্রামের বুলা দেবনাথ, শম্পা দেবনাথ, শুভঙ্কর দেবনাথ, অনিতা দেবনাথ, সুধাংশু দেবনাথ, মিঠু গোস্বামী, রাধারানি ভৌমিক, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, বিশ্বজিত কীর্ত্তনীয়া, প্রণব মণ্ডল এবং সহদেব মণ্ডলের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু নতুনভাবে ইন্টারনেটে দেখানো ২০০২ এর যে তালিকা সেখানে দেখা যাচ্ছে এই ১১ জনের নামই সেখানে নেই। কিন্তু তাদের কাছে থাকা সেই পুরনো হার্ডকপিতে জ্বলজ্বল করছে সেই ১১ জনের নাম। ফলে নিজেদের নাম না থাকায় আতঙ্কিত

তারা। বর্তমানে গঙ্গানন্দপুর এলাকাটি পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের ৩০ এবং ৩১ নম্বর অংশে বিভক্ত। এর মধ্যে ৩০ নম্বরের তৃণমূলের বিএলএ নারায়ণ দেবনাথ জানিয়েছেন, যে ১১, জনের নাম ২০০২ সালে সংযোজনের তালিকায় উঠেছিল, তাদের নাম আর দেখাচ্ছে না। ফলে তারা কিভাবে ফর্ম ফিলাপ করবে এই নিয়ে চিন্তিত। BLO বলেছে ফর্ম ফিলাপের পর তাদের হেয়ারিংয়ে ডাকা হতে পারে। অন্যদিকে ঠিক মতন ফরম ফিলাপ এখনো করে না উঠতে পারায় চিন্তিত এই ১১ জনের অনেকেই। এই প্রসঙ্গে এই নিয়ে তৃণমূল বিজেপি রাজনৈতিক তরজা সামনে এসেছে স্থানীয় এলাকার তৃণমূলের সদস্য নিমাই বৈষ্ণব তিনি বলেন বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে বিজেপি সরকার। বাংলার ভোটারদের সমস্যায় ফেলছেন তারা। এই প্রসঙ্গে স্থানীয় এলাকার বিজেপি নেতা ধনঞ্জয় দেবনাথ তিনি বলেন, তৃণমূল যে অভিযোগ করছে তার সম্পূর্ণ মিথ্যা। কোন কারনে নামটি হয়তো লিস্টে ওঠেনি সেটি সংযোজন করলেই সমস্যা থাকবে না।

সোনারপুরের মহাদেব মন্ডল ১০ টাকায় ভরপেট ঘুগনি খাইয়ে মাতিয়ে রেখেছেন

মলয় সুর, ২৪ নভেম্বর ঃ দীর্ঘদিন ধরে এই কৌশলেই কলকাতা পিজি হাসপাতালের সামনে অবন্তী মানুষকে ঘুগনি খাইয়ে মাতিয়ে রেখেছেন সোনারপুরের কামরাবাদের বাসিন্দা, মহাদেব মন্ডল। প্রতিদিন কাকভোর থেকে হাসপাতালে সামনে হাঁড়ি নিয়ে ঘুগনি বিক্রি করেন তিনি। এই কারণে পথ চলতি মানুষ জন তাকে ঘুগনি কাকু বলেন। মহাদেব বাবু রাত দুটো থেকেই ঘুগনি তৈরীর প্রস্তুতি শুরু করে দেন। তারপর ভোর চারটেতে সব গুছিয়ে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন এস এস কে এম হাসপাতালের উদ্দেশ্যে। ভোর পাঁচটা থেকে শুরু হয় ঘুগনি বিক্রি। হাসপাতালের ফুটপাতের একধারে সাইকেল এর উপর হাঁড়ি নিয়ে চলে কেনাবেচা। ঘুগনি খাওয়ার কোন বাধা নেই একবার দশ টাকা দিয়ে যতক্ষণ খুশি খেতে পারবেন সাধারণ মানুষ। মহাদেব বাবুর কথায়, সাধারণ মানুষকে খাওয়াতে ভালোবাসি তাই প্রতিদিন রোদ, ঝড়, বৃষ্টি মাথায় করে সোনারপুর থেকে আড়াই ঘণ্টা সাইকেল চালিয়ে এখানে আসি। তার স্ত্রী বাসন্তী মন্ডল এই কাজের সাহায্য করেন। তাদের তিন ছেলে। মাত্র ৩০০ টাকা রোজগার হয় তার বিনিময়ে কেউ দুই বাটি কেউ তিন বাটি নেন। কেউ আবার বাড়ির জন্য নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি ৪০ বছর ধরে এই কাজ করছেন। বহু রোগীর পরিজনরা সস্তায় প্রাতরাশ সারতে দেখা যায়। কারো সঙ্গে বাচ্চা বা বয়স্ক কেউ এলে তাদের বিনামূল্যে ঘুগনি খাওয়ান তিনি। তবে বেলা বাড়লেই হাসপাতালের বাইরে ওই ফুটপাতে আর থাকতে দেয় না পুলিশ। হলে বাধ্য হয়ে সরে যেতে হয়।

সিইআইআর-ভিত্তিক মোবাইল পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে যাত্রী পরিষেবা শক্তিশালী উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ২৪ নভেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) সেন্ট্রাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (সিইআইআর) পোর্টাল ব্যবহার করে এখন পর্যন্ত ১৭৪ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে, যা যাত্রীদের সুরক্ষা এবং হারানো জিনিসপত্র দ্রুত পুনরুদ্ধারের প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরে। ট্রেন এবং রেলওয়ে চত্বর থেকে হারিয়ে যাওয়া বা চুরি যাওয়া ফোন খুঁজে বের করার প্রক্রিয়া আরও সহজতর হয়ে উঠেছে, কারণ রেল মদদ অ্যাপের মাধ্যমে যাত্রীদের থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সাইবার ক্রাইম উইং, ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকমিউনিকেশনের সিইআইআর প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সমস্ত মুখ্য ডিভিশন কাটিহার, আলিপুরদুয়ার, রঙিয়া, লামডিং এবং তিনসুকিয়া এই পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, এবং বিপুল সংখ্যক ফোন সফলভাবে তাদের প্রকৃত মালিকদের কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সমস্ত ডিভিজনে আরপিএফ কর্মীরা ১৪৬টি উদ্ধারকৃত ফোন তাদের প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করেছেন এবং পদ্ধতি অনুসারে বিপুল সংখ্যক মামলা গর্ভমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ (জিআরপি) -এর কাছে হস্তান্তর করেছেন।

বহরমপুরের বেসরকারি চোখের হাসপাতালে ব্যাপক ভাঙচুর

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৪ নভেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে একটি নামকরা বেসরকারি চোখের হাসপাতালে ঢুকে ভাঙচুর ও নিরাপত্তারক্ষীকে মারধরের অভিযোগ উঠল কিছু অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, সোমবার দুপুরে ১৫ - ২০ জন যুবক হঠাৎই হাসপাতালে ঢুকে নিরাপত্তারক্ষীকে মারধর করতে শুরু করে। তখন হাসপাতালের ম্যানেজার সামনে এগিয়ে এসে তাদের সমস্যা জানতে চান এবং তাদের রোগীর প্রেসক্রিপশন নিয়ে আসতে বলা হয়। এরপর কিছুক্ষনের জন্য তারা চলে যায়। হাসপাতাল সূত্রের খবর-এর কিছুক্ষনের মধ্যেই আরও বেশ কিছু যুবককে সঙ্গে নিয়ে ফের হাসপাতালে ফিরে আসে এবং ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকে বিভিন্ন দামি দামি যন্ত্রপাতি ভাঙচুর করে। সেই সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষীকেও ব্যাপক মারধর করে। হাসপাতালের ম্যানেজার শর্মিষ্ঠা দত্ত ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন, 'ঘটনার কারণ সম্পর্কে আমরা এখনও অবগত নই। হঠাৎই দুপুরে ১৫ -২০ জন ছেলে হাসপাতালে ঢুকে ভাঙচুর এবং নিরাপত্তা রক্ষীদের মারধর করতে শুরু করে। তখন তাদের সমস্যার কথা জানতে চাইলে তারা জানায় তাদের কোনও রোগী চোখের পাওয়ারের গাফিলতিতে অন্ধ হয়ে গেছে।' তিনি জানান , তখন আমি ওই যুবকদের জানাই চোখের পাওয়ারের গাফিলতিতে কেউ অন্ধ হয়ে যায় না। তাই তাদের রোগীর নাম জানতে চাওয়া হয় এবং প্রেসক্রিপশন নিয়ে আসতে বলা হয়। শর্মিষ্ঠাদেবী আরও বলেন, প্রথমবার তারা আমার কথা শুনে ফিরে যায়। তারপরে কিছুক্ষণের মধ্যে আরও বেশ কিছু ছেলেদের নিয়ে তারা ফিরে এসে হাসপাতালে হামলা চালায়। ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকে হাসপাতালের বহু দামি দামি যন্ত্রপাতি ভাঙচুর করেছে এবং আমাদের নিরাপত্তারক্ষীকে মারধর করেছে।' পুরো বিষয়টি ইতিমধ্যেই বহরমপুর থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ করা হয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বলে জানিয়েছেন শর্মিষ্ঠা দেবী । ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শফিকুল শেখ নামে এক রোগী বলেন, হঠাৎই ৭-৮ জন যুবকের একটি দল হাসপাতালে ঢুকে ভাঙচুর শুরু করে। তারপর তারা ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকে যায় এবং সেখানে যন্ত্রপাতি ভাঙচুর ও নিরাপত্তারক্ষীকে মারধর করে। শফিকুল আরও বলেন, চোখ দেখাতে এসে এই ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়ে আমরা খুবই ভয় পেয়ে গেছিলাম। দুষ্কৃতীরা যদি আমাদেরও মারধর করে সেই ভয়ে আমরা আতঙ্কিত হয়ে নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা করছিলাম। ইতিমধ্যেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে এবং সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বহরমপুর থানার পুলিশ। অভিযুক্তদের সন্ধানে চলছে তল্লাশি।

বালিতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, নিবেদিতা সেতুর নিচে থাকা পাশাপাশি কয়েকটি দোকানঘর আগুনে ভস্মীভূত

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৪ নভেম্বর ঃ বালিতে বিধবংসী অগ্নিকাণ্ড, নিবেদিতা সেতুর নিচে

থাকা পাশাপাশি কয়েকটি দোকানঘর আগুনে ভস্মীভূত। দমকলের তৎপরতায় রক্ষা পেল পাশের বস্তি এলাকা। সোমবার ভোররাতে বালির নিমতলা এলাকায় ওই ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিবেদিতা সেতুর নিচে থাকা পাশাপাশি কয়েকটি দোকানঘর ওই আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি। এদিন দমকলের চারটি ইঞ্জিন প্রায় ২ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাস্থলের পাশেই রয়েছে ঘিঞ্জি বস্তি। সেখানে আগুন ছড়িয়ে পড়লে বড়সড় দুর্ঘটনার সম্ভাবনা ছিল। এলাকার মানুষজন আতঙ্কে ভয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন। এদিন দমকলের তৎপরতায় আরও বড়ো ঘটনা ঘটেনি। জানা গেছে, দোকানের ভিতরে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার ফেটেই এদিন আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তবে, এই ঘটনায় হতাহতের খবর নেই। ঘটনার সময় ব্রিজের উপর দিয়ে সাময়িক গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন 'দিল্লি রোড' ও 'বম্বে রোড'-এ যাওয়ার অ্যাপ্রোচ রোডে ব্রিজের ঠিক নিচে দোকানগুলোতে আগুন লাগে। আগুনে ফাস্ট ফুড, চা এবং অন্যান্য কয়েকটি দোকান ভস্মীভূত হয়। বেশ কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা প্রসঙ্গে আইসিডিএস সেন্টারের সহায়িকা সুমিতা ভট্টাচার্য্য বলেন, এটি একটি আইসিডিএস সেন্টার। এখানে সরকারি চাল, ডাল, বাসন, তেল, লবণ, আমাদের ড্রেস, আলমারি, খাতাপত্র সবই ছিল। এই সেন্টারের পিছনে খাবারের দোকান ছিল। কি করে আগুন লেগেছে তা জানা যায়নি। দমকলের চারটে ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। দিল্লি রোডের নিচে জিটি রোডের সামনে এই আইসিডিএস সেন্টারটি ছিল। এলাকার আরেক বাসিন্দা তোতন ঘোষ বলেন, রাতেই সম্ভবত আগুন লাগে। ভোরবেলায় আমরা অগ্নিকাণ্ডের খবর পাই। এখানে চায়ের দোকান, মোগলাই এর দোকান ছাড়াও আরও কয়েকটি দোকান ছিল। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পাশেই বস্তি ছিল। কিন্তু কোনও বড় দুর্ঘটনা ঘটেনি এটাই স্বস্তির।

৪১ নম্বর এসএসবি ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে ২১ দিনের টেইলারিং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সফল সমাপ্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, নকশালবাড়ি, ২৪ নভেম্বর ঃ ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়ন, সশস্ত্র সীমা বল, রাণিডাঙা-র উদ্যোগে ভাতগাঁও সমবায়ে আয়োজিত ২১ দিনের টেইলারিং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সফল সমাপনী অনুষ্ঠান সোমবার অনুষ্ঠিত হয়। কমান্ড্যান্ট যোগেশ সিংহের দিকনির্দেশনায় পরিচালিত এই কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন দ্বিতীয় কমান্ড কর্মকর্তা যোগেশ কুমার সাইনি। অনুষ্ঠানে স্থানীয় গ্রামবাসী, প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষিকা, প্রশিক্ষণার্থীরা ছাড়াও সিলিগুড়ির দেশবন্ধু ইনস্টিটিউট অফ ভোকেশনাল ট্রেনিং-এর প্রতিনিধি-সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণার্থীদের স্বাগত গান ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সমাপনী ভাষণে যোগেশ কুমার সাইনি জানান-এসএসবির এই উদ্যোগ সীমান্তবর্তী এলাকার যুবতীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে দিচ্ছে। পাশাপাশি তাঁদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করছে। তিনি প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেখা দক্ষতাকে আত্মনির্ভরতার পথে ব্যবহার করার আহ্বান জানান। এদিন প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত অতিথিরা তাঁদের শৃঙ্খলা, আন্তরিকতা ও পরিশ্রমের প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে জানানো হয়- প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী দুই বোন ইতোমধ্যেই নিজস্ব সেলাই ব্যবসা শুরু করেছেন, যা এই উদ্যোগের বাস্তব সাফল্যকে প্রমাণ করে। উল্লেখযোগ্যভাবে, নাগরিক দায়িত্ববোধ ও সরকারি সম্পত্তি রক্ষায় সকলকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে এদিন একটি বিশেষ সচেতনতা বক্তৃতাও প্রদান করা হয়। সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় এই দিনের অনুষ্ঠান। সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের এই উদ্যোগ বিশেষ ভূমিকা রাখছে বলে মত স্থানীয় মহলের। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন-সহকারী কমান্ড্যান্ট মোহিত দাহিয়া, দেশবন্ধু ইনস্টিটিউটের দায়িত্বপ্রাপ্ত অর্পিতা বরুয়া, বাজার কমিটির সভাপতি গৌর সুন্দর হালদার, সম্পাদক মো.

মহফিজ আলমসহ এসএসবির সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

NIQ No. 01, 02, and 03/ TBGP/APAS/2025-26

NIQ No. 01/TBGP/APAS/2025-26, 02/TBGP/APAS/2025-26 and 03/TBGP/APAS/2025-26 are invited through Offline by the Prodhan, Tenkaraipur Balumati Gram Panchayat, Islampur Murshidabad, for **17 (Seventeen) no. work** under Tenkaraipur Balumati Gram Panchayat from **24/11/2025 to 01/12/2025.**
N.B : Details may be obtained from this office Notice Board during office hours.

Sd/-
Prodhan
Tenkaraipur Balumati Gram Panchayat

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
১) সৌরভ চক্রবর্তী, পিতা- অশোক চক্রবর্তী
২) সম্পা ভট্টাচার্য, স্বামী- মলয় ভট্টাচার্য
৩) মলয় ভট্টাচার্য, পিতা- সুধির কুমার ভট্টাচার্য
আমোক্তারনামা দাতাঃ **১) মাধবী সেন দেব, ২) মালতী সরকার দেব**
ঠিকানাঃ দেশবন্ধু পাড়া, ওয়ার্ড নং. ২৪, জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৫১০১
গ্রহীতাঃ সৌরভ চক্রবর্তী, পিতা- অশোক চক্রবর্তী
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ I-358/2022
নামজারি কেস নংঃ MN/20225/0702/ 10989, 10990, 10941
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার এক মাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে। দলিলে বর্ণিত তলশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান-সহ ক্রেতা / গ্রহীতা ও বিক্রেতা / দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজাঃ খড়িয়া, সিট ৮৬, এল.আর. প্লট নং.- ১২৫, এল.আর. খতিয়ান নং.-১৬০, ১৬১
(আদেশ নং-১০০০-I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরনার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ সৌরভ চক্রবর্তী
পিতাঃ অশোক চক্রবর্তী
ঠিকানাঃ ওল্ড পুলিশ লাইন, L.I.C.I. ডিভিশনাল অফিস, জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৫১০১

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
১) প্রদীপ দেবনাথ, পিতা- বলরাম দেবনাথ
২) যমো মহম্মদ, পিতা- মৃত কালিয়া মহম্মদ
৩)সমিত মজুমদার, পিতা- মৃত বারিদ মজুমদার
আমোক্তারনামা দাতাঃ **১) সব্যসাচী ঘোষ, পিতা- মৃত সুশীল চন্দ্র ঘোষ, ২) প্রণব ঘোষ, পিতা- সুশীল ঘোষ, ৩) পার্থ ঘোষ, পিতা- মৃত সুবোধ চন্দ্র ঘোষ, ৪) বাদল রায়, পিতা-মৃত রাজেন্দ্র নাথ রায়**
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ
(1) I-2825 Dt-22/06/2018, (2) I-1604 Dt.- 13/1/2015, (3) I-1921 Dt.-25/5/2012
নামজারি কেস নংঃ MN/20225/0702/12091, 12090, 11920, 11921
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার এক মাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তলশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান-সহ ক্রেতা / গ্রহীতা ও বিক্রেতা / দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
আর.এস. প্লট-৩৭২, এল.আর. প্লট-৯৩৯, আর.এস. খতিয়ান-১৪৫৩, আর.এস. প্লট-৩৮২, এল.আর. প্লট-৮৫৫, আর.এস. খতিয়ান-১৭১৯৭, আর.এস. প্লট-১০৭, ১০৮, এল.আর. প্লট-১২১, ১২২, আর.এস. খতিয়ান-৬৫৬৯
(আদেশ নং-১০০০-I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরনার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ (১) প্রদীপ দেবনাথ (২) সমিত মজুমদার
পিতাঃ (১) বলরাম দেবনাথ (২) মৃত বারিদ মজুমদার
ঠিকানাঃ জলপাইগুড়ি

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Ex. Engr. (Civil)/Br-XI, KMC** invites online percentage rate e-tender in two bid system for the following works :-
1. NIT NO. : APAS/103/150/156/01/011/25-26
Name of work : **Renovation of under ground drain along with restoration of road and other allied works at Santoshpur Avenue, Avenue 2nd Road, Avenue 3rd Road, Basanta Roy Road, etc. in Ward No.103, Br-XI.** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.4,92,917.46.** Earnest Money : **Rs.9,900.00.** Time of Completion : **60 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid : **19.12.2025 upto 12 noon.** Date and Time of Opening of Bid : **22.12.2025 at 5 p.m.**
2. NIT NO. : APAS/103/150/176/02/010/25-26
Name of work : **Renovation of road with under ground facilities and allied works at Bidhan Colony near 5/146, 5/142A, 5/141 Bidhan Colony, in Ward No.103.** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.4,41,294.92.** Earnest Money : **Rs.8,900.00.** Time of Completion : **60 Days.**
3. NIT NO. : APAS/104/150/89/02/010/25-26
Name of work : **Renovation of road with under ground facility and other allied works at Elora Road, Ajanta Road, Janata Road, in Ward No.104.** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.3,74,400.34.** Earnest Money : **Rs.7,500.00.** Time of Completion : **60 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid : **18.12.2025 upto 12 noon (for Sl.No.2 & 3).** Date and Time of Opening of Bid : **20.12.2025 at 5 p.m. (for Sl.No. 2 & 3).** The Bid forms and other details are available on and from **05.12.2025 from 5 p.m. (for Sl.No.1 to 3)** from website **https://etender.nic.in (for Sl.No.1 to 3).**

The **Ex. Engr. (C), Br-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-
1. NIT NO. : KMC/E.E.(C)/XVI/APAS/317/125/043/25-26
Name of work : **Imp. of road at Anandanagar Kalitala in Ward No.125.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.4,11,519.14.** Earnest Money : **Rs.8,500.00.** Period of Completion : **30 Days.**
2. NIT NO. : KMC/E.E(C)/XVI/APAS/316/125/037/25-26
Name of work : **Imp. of road at Anandanagar near Pre.5/2 in Ward No.125.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,89,509.00.** Earnest Money : **Rs.3,800.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **12.12.2025 - 12 noon (for Sl.No.1 & 2).** The Tender will be opened on **15.12.2025 - 12 noon (for Sl.No.1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **25.11.2025 - 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2)** from the website **https:// etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).**

The **Ex. Engr. (Civil), Br-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-
1. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR-VIII/072/044/2025-2026/APAS
Name of work : **Renovation of road surface by lowering of M.H., C.P & allied civil works near 13, Bakul Bagan Row & surroundings in Ward No.72, under Br-VIII, KMC. (APAS/01/ 159/191/0001).** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,82,466.88.** Earnest Money : **Rs.5,700.00.** Period of Completion : **45 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **18.12.2025 - 10 a.m.** Date of opening of tender : **20.12.2025 - 10 a.m.**
2. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR-VIII/085/037/2025-2026/APAS
Name of work : **Renovation of footpath by laying paver block at Deshapriya Park (East) & allied civil work in Ward No.85, under Br-VIII. (APAS/01/161/286/0002).** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,90,701.09.** Earnest Money : **Rs.5,850.00.** Period of Completion : **60 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **18.12.2025 - 12 noon.** Date of opening of tender : **20.12.2025 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **28.11.2025 - 9 a.m. (for Sl.No.1 & 2).**
3. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR-VIII/090/42/2025-2026/APAS
Name of work : **Improvement of road surace near 18/4A Fern Road etc. in Ward No.90 under Br-VIII KMC (APAS/01/160/ 153/0003).** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,49,045.76.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **60 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **19.12.2025 - 9 a.m.** Date of opening of tender : **22.12.2025 - 9 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **28.11.2025 - 9 a.m.**
4. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR-VIII/086/30/2025-2026/UTTARAN
Name of work : **Renovation of Uttaran Privies by providing New FRP Door, Tiles and IPWC etc. at 6 Garcha 1st Lane, 64 Garcha Road & others in Ward-86.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,98,185.06.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **45 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **19.12.2025 - 11 a.m.** Date of opening of tender : **22.12.2025 - 9 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **01.12.2025 - 9 a.m.**
5. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR-VIII/070/41/2025-2026/APAS
Name of work : **Improvement of paver block footpath at Sarat Bose Road (From 15B-33 Sarat Bose Road) in Ward No.70. (APAS/01/159/158/0002).** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.4,42,017.33.** Earnest Money : **Rs.8,850.00.** Period of Completion : **30 Days.**
6. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR-VIII/072/046/2025-2026/APAS
Name of work : **Renovation of footpath surface and allied civil works near 2A Rakhal Mukherjee Road and surroundings in Ward No.72, under Br-VIII, KMC. (APAS/01/159/190/0001).** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.4,70,146.59.** Earnest Money : **Rs.9,450.00.** Period of Completion : **45 Days.**
7. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR-VIII/072/047/2025-2026/APAS
Name of work : **Improvement of passages and allied civil works near 12,24, 37/1A Girish Mukherjee Road in Ward-72, KMC, Br-VIII. (APAS/01/159/180/0001).** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.4,41,042.76.** Earnest Money : **Rs.8,850.00.** Period of Completion : **45 Days.**
8. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR-VIII/072/048/2025-2026/APAS
Name of work : **Improvement of road and other ancillary civil works near 42 Girish Mukherjee Road and surrounding in Ward No.72, under Br-VIII, KMC. (APAS/01/159/181/0001).** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.3,04,998.02.** Earnest Money : **Rs.6,100.00.** Period of Completion : **45 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **19.12.2025 - 11 a.m. (for Sl.No. 5 to 8).** Date of opening of tender : **22.12.2025 - 9 a.m. (for Sl.No.5 to 8).** The bid forms and other details are available on and from **28.11.2025 - 9 a.m. (for Sl.No.5 to 8).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 8).**

The **Ex. Engr. (C), Borough-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-
1. NIT NO. : KMC/IX/075/061/2025-2026/APAS
Name of work : **Conversion of open surface drain to under ground pipe sewer at 98/H/2 to 98/H/4 Garden Reach Road in Ward No.075. (APAS/01/158/259/0001).** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.4,99,933.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**
2. NIT NO. : KMC/(IX/075/062/2025-2026/APAS)
Name of work : **Improvement of sewer line with ancillary civil work at 98, Garden Reach Road and etc. in Ward No.75 (APAS/01/158/259/0004).** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,99,987.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **21 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **18.12.2025 - 12 noon (for Sl.No.1 & 2).** Tender will be opened on : **20.12.2025 - 12 noon (for Sl.No.1 & 2).**
3. NIT NO. : KMC/(IX/075/063/2025-2026/APAS)
Name of work : **Improvement of I.P.S. passage at 98/H/2 to 98/H/4 Garden Reach Road in Ward No.075. (APAS/01/158/ 259/0002).** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,99,865.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **21 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **20.12.2025 - 12 noon.** Tender will be opened on : **22.12.2025 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **25.11.2025 - 5 p.m. (for Sl.No.1 to 3).**
4. NIT NO. : KMC/IX/080/065/2025-2026/APAS
Name of work : **Improvement of drainage system by conversion of surface drain to S.W pipe line at 01, Nimak Mahal Road in Ward No.80. (APAS/01/158/105/0001).** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs.1,99,921.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**
5. NIT NO. : KMC/IX/080/068/2025-2026/APAS
Name of work : **Renovation of latrines at Sick Lyn Uttaran in Ward No.80.(APAS/01/158/107/0003).** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs.1,49,933.00.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**
6. NIT NO. : KMC/IX/080/069/2025-2026/APAS
Name of work : **Renovation of latrines at 56, C.G.R. Road Uttaran and surrounding areas in Ward No.80. (APAS/01/ 158/108/0003).** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs.1,49,766.00.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**
7. NIT NO. : KMC/IX/076/070/2025-2026/APAS
Name of work : **Development of sewer line and IPS pasage at 8/2, Bishu Babu Lane and its surrounding areas in Ward No.76. (APAS/01/158/217/0001).** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs.2,99,019.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **60 Days.**
8. NIT NO. : KMC/IX/080/070/2025-2026/APAS
Name of work : **Development of passages at 56, C.G.R Road Uttaran and surrounding areas in Ward No.80. (APAS/01/ 158/108/0002).** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs.4,99,749.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**
9. NIT NO. : KMC/IX/080/071/2025-2026/APAS
Name of work : **Improvement of drainage system at 56, C.G.R. Road Uttaran and surrounding areas in Ward No.80. (APAS/ 01/158/108/0001).** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs.2,49,828.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**
10. NIT NO. : KMC/IX/080/072/2025-2026/APAS
Name of work : **Improvement of drainage system at Sick Lyn Uttaran and surrounding areas in Ward No.80. (APAS/01/ 158/107/0002).** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs.1,99,863.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last date and time of submission of bid : **22.12.2025 - 12 noon (for Sl.No.4 to 10).** Tender will be opened on : **24.12.2025 - 12 noon (for Sl.No.4 to 10).** The bid forms and other details are available on and from **28.11.2025 - 5 p.m. (for Sl.No.4 to 10).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 10).**

1483 / 25-26

সাংহাই বিমানবন্দরে ভারতীয় তরুণীর পাসপোর্ট অবৈধ বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা

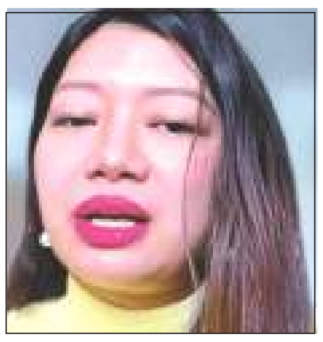

সংবাদ সংস্থা, ২৪ নভেম্বর ঃ অরুণাচল প্রদেশ ভারতের নয়, বরং চিনের অংশ-বেজিং বহুদিন ধরেই এই দাবি করে আসছে। কিন্তু এই ভূরাজনৈতিক দাবি এবার এক ভারতীয় তরুণীর ব্যক্তিগত জীবনে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার রূপ নিল। লন্ডন থেকে জাপানগামী পথে ট্রানজিটে সাংহাই বিমানবন্দরে নেমে চরম হেনস্তার শিকার হলেন পেমা ওয়াংজাম থংডোক নামে এক ভারতীয় নাগরিক। তাঁর পাসপোর্টের বৈধতা পর্যন্ত অস্বীকার করল বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ, আটকে রাখা হল টানা ১৮ ঘণ্টা, দেওয়া হয়নি খাবার বা পানি-প্রায় বন্দির মতো অবস্থায় কাটাতে হলো তাঁকে। পেমা ওয়াংজাম থংডোকের জন্ম অরুণাচল প্রদেশে। বর্তমানে তিনি ব্রিটেনের বাসিন্দা, তবে ভারতীয় নাগরিকত্বই বহাল রয়েছে তাঁর। গত শুক্রবার তিনি লন্ডন থেকে জাপান যাওয়ার জন্য বিমান ধরেছিলেন। মাঝপথে তিন ঘণ্টার ট্রানজিটের জন্য নেমেছিলেন সাংহাইয়ের পুদং বিমানবঃ দরে। কিন্তু সেখানেই শুরু হয় তাঁর দুঃস্বপ্ন। ইমিগ্রেশন ডেস্কে তাঁকে জানানো হয় যে তাঁর ভারতীয় পাসপোর্ট অবৈধ, কারণ জন্মস্থান হিসেবে অরুণাচল প্রদেশ লেখা আছে। কর্তৃপক্ষের দাবি-অরুণাচল প্রদেশ চিনের অংশ, ফলে ওই পাসপোর্ট আন্তর্জাতিক ভ্রমণে ব্যবহারযোগ্য নয়। ভুল যুক্তি দাঁ। করিয়ে একেবারে বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয় তাঁর পাসপোর্ট। এরপর শুরু হয় ১৮ ঘণ্টার মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন। জাপানগামী বিমানে ওঠার অনুমতি তো দেওয়া হয়নি, উলটে বিমানবন্দরের ভিতরে চলাফেরাও বন্ধ করে দেওয়া হয় তাঁর। পেমার বক্তব্য-তাঁকে জল বা খাবার কিছুই দেওয়া হয়নি। একই সঙ্গে অন্য দেশে যাওয়ার টিকিট কাটায় বাধা দেওয়া হয়। মূলত তাঁকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও বন্দি করে রাখা হয়েছিল। অবশেষে বহু চেষ্টার পরে সাংহাইয়ে অবস্থিত ভারতীয় কনসুলেটের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হন তিনি। কূটনৈতিক হস্তক্ষেপে কোনওভাবে সাংহাই থেকে বেরোনোর অনুমতি পান পেমা এবং এভাবেই দেশে ফিরতে সক্ষম হন। ভুক্তভোগী পেমা তাঁর এই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার বিবরণ তুলে ধরে এক চিঠি পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকজন উচ্চপদস্থ আধিকারিকের কাছে। তাঁর অনুরোধ-এই বিষয়টি নিয়ে যেন বেজিংয়ের কাছে আনুষ্ঠানিক জবাব তলব করে ভারত এবং এই অমানবিক আচরণে যুক্ত অভিবাসন কর্তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এখনও পর্যন্ত ভারতের তরফে সরকারি প্রতিক্রিয়া মেলেনি, তবে ঘটনাটি আন্তর্জাতিক মহলেও উদ্বেগ তৈরি করেছে। অরুণাচল প্রদেশকে নিয়ে বেজিংয়ের পুরনো অবস্থান দীর্ঘদিন ধরেই সীমান্ত উত্তেজনার কারণ। ভারতের আপত্তিকে উপেক্ষা করে বহুবার অরুণাচলকে নিজেদের অংশ বলে দাবি করেছে চিন। এবার সেই দাবির ' বিদেশি মাটিতে ভারতীয় নাগরিককে হেনস্তা করার ঘটনা দুই দেশের সম্পর্কের ওপর নতুন করে চাপ সৃষ্টি করতে পারে। যে প্রশ্নটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ-একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কি কোনও সার্বভৌম দেশের প্রত্যয়ন দেওয়া পাসপোর্টকে নিজস্ব ভূরাজনৈতিক দাবি দেখিয়ে অবৈধ ঘোষণা করতে পারে? পেমা ওয়াংজামের অভিজ্ঞতা সেই বিতর্ককে আরও তীব্র করেছে। অরুণাচলকে কেন্দ্র করে ভারতের উপর চাপ তৈরির প্রায় প্রতিটি ইস্যুতে আগ্রাসী ভূমিকা নেয় বেজিং। এবার সেই চাপের লক্ষ্যবস্তু হলেন এক সাধারণ ভারতীয় নাগরিক। পেমা জানিয়েছেন, ওই দীর্ঘ বন্দিত্বের সময় তিনি ভয়, আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তায় কাটিয়েছেন। তাঁর একটাই আবেদন-এমন ঘটনা যাতে কোনও ভারতীয় নাগরিকের সঙ্গে আর না ঘটে। তিনি আশা করছেন, ভারত সরকার এই ইস্যুতে কঠোর পদক্ষেপ নেবে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে পাসপোর্ট বৈধতার প্রশ্নে কোনও দেশ যেন রাজনৈতিক দাবি চাপিয়ে না দিতে পারে তা নিশ্চিত করা হবে। ঘটনার পর প্রশ্ন উঠছে-চিন কি ইচ্ছাকৃতভাবে অরুণাচলের নাগরিকদের হয়রানির পথে হাঁটছে? বহু বছর ধরে তারা ' বলে অরুণাচলকে নিজেদের মানচিত্রে দেখায়। এবার সেই মতবাদ বিদেশি বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন কাউন্টারে প্রয়োগ করে যে পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে কূটনৈতিক শিষ্টাচারের পরিপন্থী। সাংহাই বিমানবন্দরের ঘটনাটি শুধু পেমার ব্যক্তিগত হেনস্তা নয়-এটি ভারতীয় নাগরিকত্ব, ভারতীয় পাসপোর্ট এবং সার্বভৌমত্বের অপমান হিসেবেই দেখা হচ্ছে। এখন নজর রয়েছে ভারতের প্রতিক্রিয়ার দিকে।

টলি ৯ ব্যাংকুয়েটেস দক্ষিণ কলকাতার ইভেন্ট ল্যান্ডস্কেপ কে আধুনিক ও প্রকৃতির সাথে সংহত উদযাপন গন্তব্যের সঙ্গে নতুন আকার দিল

কলকাতা, ২২ নভেম্বর ঃ টলি ৯ ব্যাংকুয়েটেস গর্বের সঙ্গে ২৪৩২ নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু রোডে তাদের ফ্ল্যাগশিপ প্রপার্টির উদ্বোধনের ঘোষণা দেয়, যা দক্ষিণ কলকাতায় ব্যাংকুয়েট অভিজ্ঞতাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। টলি ৯-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত অতিথিবৃন্দ শ্রী অরূপ বিশ্বাস, শ্রী সৌরভ গাঙ্গুলি, শ্রী প্রসেনজিৎ দাস এবং শ্রী অসীম কুমার বসু তাদের উপস্থিতি এই অনুষ্ঠানকে সম্মান এবং আন্তরিকতায় পূর্ণ করেছিল। এছাড়াও, প্রতিষ্ঠাতা ও মালিক অনুরাগ বসু, রণিত মিত্র, সুব্রা চক্রবর্তী এবং কেপি মিশ্রা, পাশাপাশি শুভানুধ্যায়ী রাকেশ মিত্র ও মেন্টর প্রণব গুহ উপস্থিত ছিলেন, যা এই সুযোগটিকে আরও বিশেষ করে তোলে। টলি ৯ টিম তাদের দৃষ্টিভঙ্গি শেয়ার করে বলেছে, সিটি অফ জয়কে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার স্বপ্ন নিয়ে নির্মিত টলি ৯, প্রকৃতির শান্তি এবং আধুনিক বিলাসিতার অনন্য মিলন সঙ্গমের সঙ্গে শহরে ইভেন্ট ভেন্যুর জন্য একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করছে-আধুনিক, সহজলভ্য এবং কলকাতার সাংস্কৃতিক আত্মার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। আধুনিক নির্মাণশৈলী এবং সবুজ পরিবেশের অনন্য সংমিশ্রণ এই প্রপার্টি একটি শহুরে ওয়েসিস হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছে।

এটি প্রায় ১০,০০০ বর্গফুটের সবুজ আউটডোর স্পেসের সঙ্গে সমসাময়িক আর্কিটেকচার কে সু সমন্বয়ভাবে সংযুক্ত করে। টলি ৯-এ অন্তর্ভুক্ত তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত গ্র্যান্ড বলরুম, লাউঞ্জ এবং মিটিং রুম, অত্যাধুনিক সহায়ক সুবিধা, সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা বাগান, কাঁচের মুখে বৃত্ত ডিজাইন, যা বিয়ে, কর্পোরেট ইভেন্ট এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য একটি বহুমুখী ক্যানভাস তৈরি করে, প্রাঙ্গণের মধ্যে একটি শান্ত মন্দির এবং পিকল বল কোর্ট। বিবাহ অনুষ্ঠানগুলোর অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে, টলি ৯-এ দুইটি অত্যন্ত সজ্জিত বর-কন্যা কক্ষ এবং ৪০টিরও বেশি নিবেদিত পার্কিং স্পেস রয়েছে, যা এটিকে দক্ষিণ কলকাতার সবচেয়ে সুক্ষ্মভাবে পরিকল্পিত ইভেন্ট ভেন্যু গুলোর মধ্যে একটি করে তোলে। বিশ্বমানের বিনোদনের জন্য এই প্রপার্টিতে দুটি ৬০-৬০ ফুটের ওয়ার্ল্ড ক্লাস পিকল বল কোর্ট ও রয়েছে। এই কোর্টগুলি প্রিমিয়াম সুবিধা, পেশাদার মানের আলো এবং নিবেদিত চেঞ্জিং রুম সহ তৈরি করা হয়েছে, যা ভেন্যুর কে বিনোদন এবং ফিটনেসের নতুন স্তরে নিয়ে যায়। এই উদ্বোধন কলকাতায় ব্র্যান্ডের দীর্ঘমেয়াদী সম্প্রসারণ পরিকল্পনার সূচনা নির্দেশ করে, যার আওতায় টলি ৯ আগামী সময়ে বিভিন্ন এলাকায় প্রিমিয়াম, তবুও বাজেট-ফ্রেন্ডলি ইভেন্ট স্পেস সরবরাহ করবে।

ফ্যাসন ও রূপচর্চা

রুপোলি কেশেই লুকিয়ে সুরক্ষা ঃ পাকা চুল নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা নয়, বিজ্ঞান বলছে উলটো কথা

বছর গড়ায়, বয়স এগোয় নিঃশব্দে। শরীরের প্রতিটি কোণায়, মনের গভীরেও পরিবর্তন ধীরে ধীরে জমতে থাকে। বয়স বাড়লে সেই পরিবর্তনকে স্বাভাবিকভাবেই মেনে নেওয়া উচিত হলেও অনেকের মনেই বয়সের ভয় থেকে যায় আতঙ্ক। বিশেষ করে চুলে রুপোলি রেখা দেখা দিলেই বহু মহিলার মনে হানা দেয় মনখারাপের জয়ধ্বনি। যেন কালো, ঘন কেশের মাঝখানে দু-একটি পাকাধরা চুল তাঁদের সৌন্দর্যের চরম ক্ষতি করছে। আয়নায় তাকালে বিরক্তি জাগে, আত্মবিশ্বাসে ধাক্কা লাগে। শুধু বাংলা নয়, বলিউড তারকারাও বহুদিন ধরে এই ধারণাকে ভেঙে দিয়েছেন। শাহরুখ খান কিংবা আমির খানের সাম্প্রতিক ' অ্যান্ড পেপার' লুক দেখলে তা যে তাঁরা নিজেকে লুকোতে চান না, বরং বয়সকে সু ন্দরভাবে গ্রহণ করছেন-এটা স্পষ্ট। ভক্তরা তো বরং এই রূপেই তাঁদের আরও আকর্ষণীয় বলে মনে করেন। বয়স আর রূপ নিয়ে সংকোচ নয়, বরং তা আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। কিন্তু জানেন কি, এই সৌন্দর্যের দৃষ্টিভঙ্গির বাইরেও রয়েছে বিজ্ঞান? আপনার পাকা চুল শুধুই বয়সের ছাপ নয়, বরং হতে পারে আপনার দেহের নিরাপত্তার প্রাকৃতিক অ্যালার্ম সিস্টেম! সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, চুলের রঙ নির্ধারণকারী কোষ-মেলানোসাইট স্টেম সেল-আপনাকে এক ভয়াবহ ক্যানসার মেলানোমা থেকে রক্ষা করতেও সাহায্য করতে পারে। আমাদের চুলের রঙ তৈরি হয় মেলানোসাইট স্টেম সেলের মাধ্যমে। জিনগত কারণ, বয়স এবং জীবনযাপনের বিভিন্ন কারণে এই কোষ দুটি পথে পরিবর্তিত হতে পারে। একদিকে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোষগুলোর বিভাজন থেমে যায়, ফলে চুলে আসে পাকা রঙ। অন্যদিকে, নিয়ন্ত্রণহীন বিভাজনের ফলে কোষগুলো মেলানোমা নামের বিপজ্জনক ক্যানসারের রূপ নিতে পারে। চিকিৎসকদের মতে, মেলানোমা ক্যানসার খুব অল্প সময়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং অত্যন্ত মারাত্মক। তাই চুলের যে প্রাকৃতিক বদল আমাদের চোখে বয়সের লক্ষণ-আসলে সেই বদলই হতে পারে শরীরের বাঁচার ইঙ্গিত। পাকা চুল আসলে সতর্কবার্তা-এবার তা বুঝুন ভিন্নভাবে-বিশেষজ্ঞদের মতে, যখন শরীরে মেলানোসাইট স্টেম সেলের বৃদ্ধি থমকে যায়, তখন চুল সাদা বা ধূসর হয়ে যায়। অথচ এই থেমে যাওয়া বিভাজনই শরীরকে ক্যানসারের দিক থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। অন্যদিকে, যদি কোনও কারণে চুলে ক্ষতিকারক রাসায়নিক বা কারসিনোজেনিক উপাদানের প্রভাব পড়ে, তখন স্টেম সেলের অস্বাভাবিক বিভাজন শুরু হয়। এতেই চুল কালোই থাকে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। তাই অকালপক্কতা দেখে ভয় পাওয়ার দরকার নেই-বরং জেনে রাখা প্রয়োজন যে এটি আপনার দেহের এক সুরক্ষা-প্রক্রিয়া। অতএব, পাকা চুল মানেই যে যৌবন হারিয়ে যাওয়া, তা অবসাদের প্রতীকও নয়। বরং এটি শরীরের নিরাপত্তার সিগন্যাল-একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যা আপনাকে বড় বিপদ থেকে দূরে রাখে। সমাজের চোখে সৌন্দর্য বহুদিন ধরে চুলের রঙ, মুখের ত্বক, শরীরের গঠন দিয়ে মাপা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে মানুষ সু ন্দর হয় নিজের আচরণে, আত্মবিশ্বাসে এবং নিজের শরীরকে সম্মান করতে পারার ক্ষমতায়। পাকা চুলকে সৌন্দর্যহানির চিহ্ন ভাবার সময় এখন শেষ হয়ে এসেছে। শাহরুখ খানের আত্মবিশ্বাসী সল্ট-এন্ড-পেপার লুক যেমন তাঁর ব্যক্তিত্বকে আরও উজ্জ্বল করেছে, তেমনই আমির খানের মেঘলা দাড়ি আর ধূসর চুল তাঁর অনুরাগীদের কাছে আরও পরিণত ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। পৃথিবী এগোচ্ছে, সৌন্দর্যের সংজ্ঞা বদলাচ্ছে-এবার আপনিও বদলে ফেলুন দৃষ্টিভঙ্গি। আপনার পাকা চুল হয়তো আপনার বয়সের গল্প বলে, কিন্তু একই সঙ্গে বলে আপনার শরীরের সংগ্রামের গল্পও-কীভাবে সে প্রতিদিন বিপদ থেকে আপনাকে রক্ষা করছে। তাই রুপোলি কেশ নিয়ে লজ্জা নয়, বরং গর্ব করুন। চুলের রঙ বদলানো বা নিয়মিত রং করা ব্যক্তিগত পছন্দ হতে পারে, তাতে সমস্যা নেই। কিন্তু সেই পরিবর্তন যেন কখনওই হতাশা বা নিরাপত্তাহীনতার জায়গা থেকে না আসে। পাকা চুলকে ভয় পাবেন না-কারণ এর মধ্যেই লুকিয়ে থাকতে পারে আপনার সুস্থ থাকার বার্তা। তাই আয়নায় যখন পরের বার নিজের রুপোলি কেশ দেখতে পাবেন, মনে রাখবেন-এটি বয়সের ছাপ নয়, শরীরের সুরক্ষার সাইন।এবার আরও আত্মবিশ্বাসে, আরও আনন্দে বাঁচুন-ঠিক শাহরুখ আর আমিরের মতো।

অশ্বিনী বৈষ্ণব বারাউত থেকে দুটি মেমু ট্রেনের সূচনা করলেন

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় রেলপথ, তথ্য ও সম্প্রচার, এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী, শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, কেন্দ্রীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা প্রতিমন্ত্রী, শ্রী জয়ন্ত চৌধুরীর সাথে, আজ, ২৪ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে বারাউত স্টেশনে দিল্লি এবং শামলির মধ্যে দুটি নতুন মেমু ট্রেন পরিষেবার সূচনা করলেন। বাগপতের রাজ্যসভার সাংসদ, শ্রী রাজকুমার সাংওয়ান প্রাক্তন সাংসদ ডঃ সত্যপাল সিং আইন পরিষদের সদস্য মোহিত বেনিওয়াল বিধায়ক কৃষ্ণ পাল মালিক এবং বারাউত পৌরসভার চেয়ারপারসন, ববিতা তোমারের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিশাল সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির দক্ষ নির্দেশনায়, ভারতীয় রেলপথ যাত্রীদের উন্নত পরিষেবা প্রদানের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দিল্লি এবং শামলির মধ্যে দুটি নতুন মেমু

পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে যাত্রী পরিবহনের উন্নতি ঘটবে এবং প্রতিদিনের যাত্রী, শিক্ষার্থী, কৃষক এবং পেশাদারদের চলাচলের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। তিনি জানান যে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে শামলি স্টেশনকে একটি আধুনিক, বিশ্বমানের স্টেশনে পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। আজ এই দুটি মেমু ট্রেনের উদ্বোধনের মাধ্যমে শামলি-বাগপত অঞ্চলের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হচ্ছে, যা এই অঞ্চলের মানুষের জন্য ভ্রমণকে আরও সহজ করে তুলবে। দিল্লি-শামলি বিভাগ দ্বিগুণ করার ঘোষণাকে বারাউত স্টেশনে উপস্থিত বিশাল জনতা উষ্ণভাবে স্বাগত জানায়, তারা করতালির মাধ্যমে এটিকে স্বাগত জানায়। মঞ্চে উপস্থিত নেতারা এই অঞ্চলের দীর্ঘদিনের দাবি ক।

পেনশনভোগী সচেতনতা শিবির

গোরখপুর, ২৪ নভেম্বর ঃ অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে পেনশনভোগীদের সুবিধার্থে, রেলওয়ে বোর্ড দেশব্যাপী ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট ৪.০ প্রচারণা শুরু করছে। এই প্রেক্ষাপটে, ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট প্রচারের জন্য বৈঠক হয়।

Name Change

I, Anisur Mohammad Rahaman (Old Name) S/O–Atabar Rahaman resident of Durlabhpur , Kandi, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742180 do hereby declared that I have changed my name from Anisur Mohammad Rahaman to Md Anisur Rahaman and henceforth I shall be known as Md Anisur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/11/2025. My name Md Anisur Rahaman & Anisur Mohammad Rahaman both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Karizul Haque (Old Name) S/O–Md Osman Sk resident of Vill-Sujapur Tatlapara , Po-Sujapur , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my name from Md Karizul Haque to Md Karijul Hoque and henceforth I shall be known as Md Karijul Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/11/2025. My name Md Karijul Hoque & Md Karizul Haque both are same and one identical person.

Name Change

I, Mozahadul Hoque (Old Name) S/O–Md Manjurul Hoque residing at Vill-Fulbari , PO-Jangipur , PS-Raghunathganj-II, Jangipur , West Bengal 742213 do hereby declared that I have changed my name from Mozahadul Hoque to Md Mozahadul Hoque and henceforth I shall be known as Md Mozahadul Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/11/2025. My name Md Mozahadul Hoque & Mozahadul Hoque both are same and one identical person.

Name Change

I, Manika Jain (Old Name) W/O–Manish Kumar Jain residing at Vill-Goruhat , PO-Dhuliyan , PS-Samsherganj , Jangipur, West Bengal 742202 do hereby declared that I have changed my name from Manika Jain to Monika Jain and henceforth I shall be known as Monika Jain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/11/2025. My name Monika Jain & Manika Jain both are same and one identical person.

Name Change

I, Najirul Sk (Old Name) S/O–Jahangir Sk residing at Vill-Singa , PO-Gudhia , PS-Murshidabad , Murshidabad, West Bengal 742302 do hereby declared that I have changed my name from Najirul Sk to Najirul Islam and henceforth I shall be known as Najirul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/11/2025. My name Najirul Islam & Najirul Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Robiul Alam (Old Name) S/O–Abdul Rob Mirza resident of Vill-Buniya Danga , Po-Abadanga , Ps-Labpur , Dist-Birbhum , West Bengal, Pin-731303 do hereby declared that I have changed my name from Robiul Alam to Rabiul Alam and henceforth I shall be known as Rabiul Alam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Bolpur court on 11/06/2025. My name Rabiul Alam & Robiul Alam both are same and one identical person.

Name Change

I, Rajia Khatun (Old Name) W/O-Sk Nur Mohammad resident of Vill-Khelenpur , Po & Ps-Chanchal , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732123 do hereby declared that I have changed my name from Rajia Khatun to Rijia Khatun and henceforth I shall be known as Rijia Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Chanchal court on 20/11/2025. My name Rijia Khatun & Rajia Khatun both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Suraj Sekh (Old Name) S/O–Nasirullah Sk residing at Maradighi Dakshin , Dadpur , Rejinagar , Murshidabad , West Bengal 742189 do hereby declared that I have changed my name from Md Suraj Sekh to Surajuddin Sk and henceforth I shall be known as Surajuddin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/11/2025. My name Surajuddin Sk & Md Suraj Sekh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Naosaid Sk & Nawsad Sk (Old Name) S/O–Sovani resident of Vill & Po-Khargram , Ps- Khargram , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742147 do hereby declared that I have changed my name from Naosaid Sk & Nawsad Sk to Naosaidd and henceforth I shall be known as Naosaidd (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/11/2025. My name Naosaidd (new name) & (old name) Naosaid Sk & Nawsad Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MINARUL SK S/o- LATE ABDUL MALEK SK Residing at, Vill - Hatgacha, Post - Sundipur, Ps- Berhampore, Dist- M.S.D, Pin- 742102, W.B. that my father name ABDUL MALEK SK and MALEK SK and ABDUL MALEK & MALEK MONDAL Recorded in some Doctments. That his name KHALEK SK as recorded in Land Deed No- 8175/1985 and khatian no 3287. Shall henceforth be known as my father ABDUL MALEK SK in all purpose Vide an affidavit No- 3326 Sworn before the 1st class Magistrate at Berhampore Court On 19 Nov 2025, that my father's ABDUL MALEK SK and MALEK SK and ABDUL MALEK & MALEK MONDAL both are Same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jugal Chandra Biswas (Old Name) S/O–Jagabandhu Biswas residing at Vill-Sukpukuria , PO-Sonadanga , PS-Nakashipara , Nadia, West Bengal 741126 do hereby declared that I have changed my name from Jugal Chandra Biswas to Jugal Biswas and henceforth I shall be known as Jugal Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/10/2025. My name Jugal Biswas & Jugal Chandra Biswas both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kutubuddin Sk Sarkar (Old Name) S/O–Abdul Jabbar Sarkar residing at Sarulia Coloni Dakshin , Barua , Beldanga , Murshidabad, West Bengal 742189 do hereby declared that I have changed my name from Kutubuddin Sk Sarkar to Kutubuddin Sarkar and henceforth I shall be known as Kutubuddin Sarkar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/11/2025. My name Kutubuddin Sarkar & Kutubuddin Sk Sarkar both are same and one identical person.

Name Change

I, Golam Mostufa (Old Name) S/O–Majed Sekh resident of Vill-Barsatigola , Po & Ps-Bhagwangola , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742135 do hereby declared that I have changed my name from Golam Mostufa to Golam Mostafa and henceforth I shall be known as Golam Mostafa (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate Affidavit Berhampore court on 10/11/2025. My name Golam Mostafa & Golam Mostufa both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Omar Ali (Old Name) S/o Sekh Muktar Ali Residing at Vill - Noapara, P.o - Ganganagar, P.s - Madhyamgram, District - North 24 Parganas, Pin - 700132, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sekh Omar Ali (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 24-11-2025. Omar Ali (Old Name) and Sekh Omar Ali (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Suman Jha, Suman Jah (Old Name) S/o Sachidanand Jha Residing at 5/49, Jagatipota Kisan Market, P.o - Dhalua, District - South 24 Parganas, Pin - 700150, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Suman Kumar Jha (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 24-11-2025. Suman Jha, Suman Jah (Old Name) and Suman Kumar Jha (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Swapan Saha (Old Name) S/o Naresh Chandra Saha Residing at DC-201, Sampriti Co-Op Housing society Ltd, Action Area-I, Near Biswa Bangla Gate, New Town, P.o - New Town, District - North 24 Parganas, Pin - 700156, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Swapan Kumar Saha (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Date 21-11-2025. Swapan Saha (Old Name) and Swapan Kumar Saha (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sandip Gupta (Old Name) S/o Pradip Kumar Gupta Residing at BL-2, 10th Floor, FL-10C, 40 Swarnamoyee Road, Merlin Waterfront, Shalimar, District - Howrah, Pin - 711103, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Sandeep Gupta (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Date 24-11-2025. Sandip Gupta (Old Name) and Sandeep Gupta (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sudipta Maity (Old Name) S/o Late Nishikanta Maity Residing at Apa-135, Arjun Park, Mukundapur, P.o - Mukundapur, P.s - Narendrapur, District - South 24 Parganas, Pin - 700099, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sudipta Kumar Maity (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 24-11-2025. Sudipta Maity (Old Name) and Sudipta Kumar Maity (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Amit Bansal (Old Name) S/o Satyanarayan Bansal Residing at F.D-91, Salt Lake, Sector - 3, Bidhannagar (M), Bidhannagar IB Market, District - North 24 Parganas, Pin - 700106, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Amit Kumar Bansal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 16/2025 Dated 24-11-2025. Amit Bansal (Old Name) and Amit Kumar Bansal (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Khalilur Rahaman Khan (পুরাতন নাম) পিতা Serajuddin Khan ঠিকানা Mauja Aguribandh O Punisole, Onda, District - Bankura, Pin-722101,West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 24-11-2025 এর Affidavit no 17/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Khalil Mahammad Khan (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Khalil Mahammad Khan (নতুন নাম) ও Khalilur Rahaman Khan (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Mohammed Anish Chowdhury (old name) son of Mohammed Ashraf Chowdhury, residing at Ganima Road, Abdus Shakur Lane, Mallickpur, Dist: South 24 Parganas, Baruipur – 700145, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Md Anish Chowdhury (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No. 13/2025 dated 24/11/2025. Mohammed Anish Chowdhury (old name) and Md Anish Chowdhury (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sonabhan Bibi (Old Name) W/O–Kutubuddin Sarkar residing at Sarulia Coloni Dakshin , Barua , Beldanga , Murshidabad, West Bengal 742189 do hereby declared that I have changed my name from Sonabhan Bibi to Sonabhanu Bibi and henceforth I shall be known as Sonabhanu Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/11/2025. My name Sonabhanu Bibi & Sonabhan Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Idrish Ali (old name) Son of Late Mojammel Gazi, residing at Haripur, Po-Khalisadi, North 24 Parganas Pin-743425, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Idris Ali Gazi (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 24/11/2025. Idrish Ali (old name) and Idris Ali Gazi (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Anirudh Sharma (old name) Son of Maya Prakash Sharma, residing at 1, Dakshinpara Road, Saheb Bari Appartment Block, Kolkata-700028, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Aniruddh Sharma (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 24/11/2025. Anirudh Sharma (old name) and Aniruddh Sharma (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Abdur Rajjak Sheikh (old name) Son of Khodabox Shaikh, residing at Vill- Shikra Majher Para, Po-Shikra, PS- Chapra, Nadia Pin-741123, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Abdur Razzak Shaikh (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 24/11/2025. Abdur Rajjak Sheikh (old name) and Abdur Razzak Shaikh (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I KASHEM MOLLICK W/O RAMJAN MALLICK residing at Vill-Lakhna Gangadharpur, P.O.-Bhatheria, P.S.-Falta, South 24 Parganas -743503, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as KACHEM MALLICK as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore, South 24 Parganas vide affidavit No 36721, Dated 19/09/2025. KASHEM MOLLICK and KACHEM MALLICK both are same and identical person.

NAME CHANGE

I PRAMAD SHARMA S/O CHANDRADEB SHARMA residing at A-73, Dinesh Pally P.O.-Purba Putiary, P.S.-Regent Park, Kolkata - 700093, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as PRAMOD SHARMA as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 24/11/2025. PRAMAD SHARMA and PRAMOD SHARMA both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, PRONOB KUMAR NANDY (OLD NAME) S/O LATE SUKUMAR NANDY ,RESIDING AT , VILL - KRISHNANAGAR, P. O & P. S - JANGIPARA, HOOGHLY - 712404 , W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRANAB NANDI (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE , LD EXECUTIVE MAGISTRATE AT SERMPORE 22/09/25, PRANAB NANDI (NEW NAME) AND PRONOB KHUMAR NANDY (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON,

NAME CHANGE

I ABBAS ALI SK S/O SK ISMAIL residing at Vill-Jagadishpur Bagui Para, P.O.-Jagadishpur, P.S.-Uluberia, Howrah -711315, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SEKH ABBAS ALI as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 21/11/2025. ABBAS ALI SK and SEKH ABBAS ALI both are same and identical person.

NAME CHANGE

I,OBKUL SK (old name) S/O-SOLEMAN SK residing at MITHIPUR PO-MITHIPUR P.S-RAGHU NATHGANJ DIST- JANGIPUR PIN-742213 , West Bengal do here by declare that ,I have changed my name from OBKUL SK (old name) to (new name) ABKUL SK and I shall be henceforth be known as ABKUL SK (new name) in all purpose, vide an affidavit before the Notary public at Berhampore court dated on 25/11/2025. ABKUL SK (New name)and OBKUL SK (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I,PRAVAT SHARMA (old name) S/O-SHYAMACHARAN residing at GACHHA PO- GACHHA P.S-NAKASHIPARA DIST-NADIA PIN-742213 , West Bengal do here by declare that ,I have changed my name from PRAVAT SHARMA (old name) to (new name) PRABHAT SHARMA and I shall be henceforth be known as PRABHAT SHARMA (new name) in all purpose, vide an affidavit before the Notary public at Berhampore court dated on 25/11/2025. PRABHAT SHARMA (New name)and PRAVAT SHARMA (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I , Manjulika Bhattracharyya @ Manjulika Bhattacharyya W/O Sukdeo Bhattacharyya, resident of Renaissance Township, Inner Ring Road Avenue/I/2C, Goda (P), P.S. Burdwan, Dist. Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713102, shall henceforth be known as 'MANJULIKA BHATTACHARYA' vide an afiidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 24/11/2025. That Manjulika Bhattracharyya, Manjulika Bhattacharyya and Manjulika Bhattacharya all are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Chanchala Mondal (Old Name) W/O–Kamaljiban residing at Paschim Harindanga , Haritala, Hanskhali , Ranaghat , West Bengal 741502 do hereby declared that I have changed my name from Chanchala Mondal to Chanachalarani Mandal and henceforth I shall be known as Chanachalarani Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/1/2025. My name Chanachalarani Mandal & Chanchala Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kinkar Mondal (Old Name) S/O–Kamal Jiban Mondal residing at Paschim Harindanga , Haritala, Hanskhali , Ranaghat , West Bengal 741502 do hereby declared that I have changed my name from Kinkar Mondal to Kingkar Mondal and henceforth I shall be known as Kingkar Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/11/2025. My name Kingkar Mondal & Kinkar Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohammed Saifuddin (Old Name) S/O– Md Lakibuddin Mondal resident of Sarangpur, Ps-Domkal , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742304 do hereby declared that I have changed my name from Mohammed Saifuddin to Md Saifuddin and henceforth I shall be known as Md Saifuddin (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/11/2025. My name Md Saifuddin & Mohammed Saifuddin both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ataullah (Old Name) S/O–Asiruddin Mondal resident of Chhaighari Paschimpara, Chhayghari, Daulatabad , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742307 do hereby declared that I have changed my name from Ataullah to Mohammed Ataullah Mondal and henceforth I shall be known as Mohammed Ataullah Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/11/2025. My name Mohammed Ataullah Mondal & Ataullah both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rimpa Karmakar (Old Name) W/O–Laltu Karmakar residing at Nabapally , Nasrapara Lane , Ranaghat , Nadia , West Bengal 741201 do hereby declared that I have changed my name from Rimpa Karmakar to Rupa Karmakar and henceforth I shall be known as Rupa Karmakar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Ranaghat court on 12/06/2025. My name Rupa Karmakar & Rimpa Karmakar both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sonoyar Miya (Old Name) S/O–Baitulla Miya residing at Mrigi , Tehatta , Nadia , West Bengal 741165 do hereby declared that I have changed my name from Sonoyar Miya to Sanoyar Miya and henceforth I shall be known as Sanoyar Miya (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/11/2025. My name Sanoyar Miya & Sonoyar Miya both are same and one identical person.

NAME CHANGE

We, Mr. Wasim Bari Gazi (Father) S/o Ali Akbar Gazi and Mrs. Rojina Begam(Mother) W/o Wasim Bari Gazi(Mother) residing at Krishna rampur, Dist-Howrah, Pin-711409 India have changed our son's name from ALIM GAZI to ABDUL ALIM GAZI. We say that henceforth our minor son shall be known and recognized by his new name ABDUL ALIM GAZI instead of ALIM GAZI, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Excutive Magistrate at Howrah on dated 04/11/2025. ALIM GAZI and ABDUL ALIM GAZI both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, ZINAT BEGUM W/o Md. Mustak Alam residing at Bankra Rassikal, P.S. Domjur, Dist-Howrah-711403 India do hereby declare my actual name ZINAT BEGUM instead of ZINAT PARVEEN and my husband's actual name MD. MUSTAK ALAM instead of MD MUSTAK, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore on dated 14/11/2025. ZINAT BEGUM AND ZINAT PARVEEN both are same and one identical person. MD. MUSTAK ALAM and MD MUSTAK both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Sabina Yeasmin Tara, WO Md. Mahedi Hassan, গ্রামঃ মহল্লা, পোঃ চাতরা, থানাঃ নলহাটি, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার মেয়ে Rusda Rahaman এর জন্ম সংশাপত্রে আমার নাম Sabina Yeasmin নথিভুক্ত রয়েছে। মেয়ের জন্ম সংশাপত্রে আমার নাম Sabina Yeasmin এর পরিবর্তে Sabina Yeasmin Tara করার আবেদন করছি। ১২.১১.২০২৫ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Sabina Yeasmin Tara and Sabina Yeasmin এক এবং অভিন্ন হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি Sabina Yeasmin Tara, WO Md. Mahedi Hassan, গ্রামঃ মহল্লা, পোঃ চাতরা, থানাঃ নলহাটি, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার ছেলে Mizanur Rahaman এর জন্ম সংশাপত্রে আমার নাম Sabina Yeasmin নথিভুক্ত রয়েছে। ছেলের জন্ম সংশাপত্রে আমার নাম Sabina Yeasmin এর পরিবর্তে Sabina Yeasmin Tara করার আবেদন করছি। ১২.১১.২০২৫ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Sabina Yeasmin Tara and Sabina Yeasmin এক এবং অভিন্ন হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

আদ্রা ডিভিশনে বাতিল একগুচ্ছ ট্রেন, সপ্তাহ জুড়ে দুর্ভোগ ট্রেনযাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ২৪ নভেম্বর : দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আদ্রা ডিভিশনে আগামী এক সপ্তাহ ধরে চলবে রক্ষণাবেক্ষণ ও বিভাগীয় কাজ। এর ফলে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন বাতিল করা হয়েছে, আবার কিছু ট্রেন আংশিকভাবে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। অনেক ট্রেন নির্ধারিত সময়ের তুলনায় বিলম্বে চলবে। রেলের তরফ থেকে জানান হয়েছে এদিন ২৪ নভেম্বর সোমবার থেকে আগামী

৩০ নভেম্বর রবিবার পর্যন্ত আদ্রা ডিভিশনের বিভিন্ন রুটে রক্ষণাবেক্ষণ ও বিভাগীয় কাজের জন্য 'রোলিং ব্লক' রাখা হয়েছে। এর ফলে চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে চলেছেন রেল যাত্রীরা। আদ্রা ডিভিশনের সিনিয়র ডিসিএম বিকাশ কুমার জানিয়েছেন, রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত কাজের জন্য ৪ টি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন সম্পূর্ণভাবে বাতিল এবং কিছু ট্রেন আংশিকভাবে সংক্ষিপ্তকরণ করা হয়েছে। আজ ২৫ নভেম্বর বাতিল থাকবে ৬৮০৪৬ / ৬৮০৪৫ আসানসোল-আদ্রা-আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার। আগামী ২৫ ও ২৯ নভেম্বর বাতিল থাকবে ৬৮০৭৭/ ৬৮০৭৮ আদ্রা-ভাগা-আদ্রা মেমু প্যাসেঞ্জার। আগামী ২৮ নভেম্বর বাতিল থাকবে ৬৮০৯০৬৮০৮৯ আদ্রা-মেদিনীপুর-আদ্রা মেমু প্যাসেঞ্জার। আগামী ৩০ নভেম্বর বাতিল থাকবে ৬৮০৫৩/ ৬৮০৫৪ আদ্রা-বরাভূম-আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার। যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে টাটা-আসানসোল -বরাভূম মেমু প্যাসেঞ্জারের। আগামী ২৫ নভেম্বর টাটা-আসানসোল-বরাভূম মেমু প্যাসেঞ্জারের আদ্রা রেল স্টেশনে যাত্রা সমাপ্ত ও সূচনা হবে। আদ্রা-আসানসোল-আদ্রা সেকসনে পরিষেবা বাতিল থাকবে। যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে বর্ধমান-হাটিয়া- বর্ধমান মেমু এক্সপ্রেসের। ২৪ ও আগামী ২৮ নভেম্বর বর্ধমান-হাটিয়া-বর্ধমান মেমু এক্সপ্রেসের গোমো রেল স্টেশনে যাত্রা সমাপ্ত ও সূচনা হবে। গোমো-হাটিয়া- গোমো সেকশনে পরিষেবা বাতিল থাকবে। যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে ঝাড়গ্রাম- ধানবাদ-ঝাড়গ্রাম মেমু এক্সপ্রেসের। ২৪ ও আগামী ২৮ নভেম্বর ঝাড়গ্রাম-ধানবাদ-ঝাড়গ্রাম মেমু এক্সপ্রেসের বোকারো রেল স্টেশনে যাত্রা সমাপ্ত ও সূচনা হবে। বোকারো-ধানবাদ-বোকারো সেকশনে পরিষেবা বাতিল থাকবে। যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে আসানসোল-পুরুলিয়া- আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জারের। আগামী ৩০ নভেম্বর আসানসোল-পুরুলিয়া- আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জারের আদ্রা রেল স্টেশনে যাত্রা সমাপ্ত ও সূচনা হবে। আদ্রা- পুরুলিয়া-আদ্রা সেকশনে পরিষেবা বাতিল থাকবে। বিলম্বে যাত্রাপথ। আগামী ২৯ নভেম্বর বিলম্বে যাত্রাপথ শুরু করবে হাটিয়া-খড়গপুর এক্সপ্রেস। হাটিয়া থেকে ২ ঘণ্টা বিলম্বে ছাড়বে। আগামী ৩০ নভেম্বর বিলম্বে যাত্রাপথ শুরু করবে বক্সার-টাটানগর এক্সপ্রেস বক্সার থেকে ৯০ মিনিট বিলম্বে ছাড়বে। রেলের এই সিদ্ধান্তে দৈনন্দিন যাত্রীরা চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন। আদ্রা ডিভিশনের রেলপথে যাতায়াত করা হাজার হাজার যাত্রীর জন্য এই সাপ্তাহিক পরিবর্তন বড়সড় সমস্যা তৈরি করতে চলেছে।

হু হু করে বাড়ছে ডিমের দাম, হাত পুড়ছে সাধারণ মানুষের! চিন্তিত কেক ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : মধ্যবিত্তের হেঁশেলে ডিমের বড় কদর! ডালনা হোক বা অমলেট, নিত্যদিন ডিম চাই-ই চাই! সস্তায় পুষ্টি, বাজেটেও সঙ্গতি! কিন্তু এবার সেই স্বস্তিতেও আগুন! হু হু করে বাড়ছে ডিমের দাম, ডিম কিনতে গিয়ে হাত পুড়ছে সাধারণ মানুষের। সামনেই বড়দিন, নতুন বছর! ঘরে ঘরে কেকের সমাহার। কেকের মূল উপাদান ডিম। এবার ডিমের দাম বাড়াতে কেকের দাম বাড়বে বলেও আশঙ্কা কেক বিক্রেতাদের। বড়দিন, ইংরেজি নববর্ষের আগে শহরের বেকারিগুলিতে ব্যস্ততা তুঙ্গে। কেক বেকিং- এর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে কয়েক সপ্তাহ আগেই। কিন্তু সেই আনন্দে এখন কপালে চিন্তার ভাঁজ। কারণ, কেকের অন্যতম প্রধান উপকরণ ডিমের দাম আগুন। আগে যে ডিমের কার্টনের দাম ছিল ৮০০ টাকা, এখন

তার দাম ১,৪০০ থেকে ১,৫০০ টাকা। খুচরো বাজারেও ডিমের দাম ছুঁয়েছে ৯ টাকা প্রতি পিস। ফলে একদিকে যেমন ডিম ব্যবসায়ীরা বিপাকে, অন্যদিকে কেক প্রস্তুতকারীদেরও মাথায় হাত। কেন বাড়ছে ডিমের দাম? স্থানীয় ডিম বিক্রেতাদের দাবি, এই মুহূর্তে বাংলার ডিম দিয়েই বাজার চলছে। বাইরের রাজ্য থেকে ডিম ঢুকছে না, তাই সরবরাহ কমে গেছে, ফলে বাড়ছে ডিমের দাম। প্রতিবছর শীতে ডিমের দাম বাড়লেও এ'বছরের পরিস্থিতি আরও কঠিন। সাধারণত ডিসেম্বরের আগে বিভিন্ন রাজ্য থেকে ডিম আসায় দাম ৬ টাকার আশপাশে থাকে। কিন্তু এ'বছর সেই রাস্তা প্রায় বন্ধ। ফলে ডিমের কার্টন এখন ১,২০০-১,৫০০ টাকায় লাফিয়ে উঠেছে। একজন কেক ব্যবসায়ীর কথায়, প্রতিদিনই দাম বাড়ছে ডিমের। এই অবস্থায় কেকের উপাদান খরচ বেড়ে যাচ্ছে। তাই বড়দিন এবং নিউ ইয়ার-এর আগে কেকের দাম বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চাহিদা বাড়ছে, সরবরাহ কমছে-ফলে এখন জলপাইগুড়ির ডিমের বাজারে এখন কার্যত আগুন।

ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেতে হিমশিম খাচ্ছে পরিবার! দুশ্চিন্তায় পড়ছে পরিজনরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ২৪ নভেম্বর : মারা যাওয়ার পর ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেতে পরিবারের লোকজনকে বারবার সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। মৃত ব্যক্তির ডেথ সার্টিফিকেট তৈরিতে সময় লাগছে। আর তার ফলেই সমস্যায় পড়েছে মৃতের পরিজনেরা। কারণ জীবনবিমা সহ নানান সরকারি গ্রান্ট পাওয়ার ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির ডেথ সার্টিফিকেট প্রয়োজন। কিন্তু মারা যাওয়ার পর শুধুমাত্র ময়নাতদন্তে রিপোর্টের জন্য সময় লাগছে মৃতের সার্টিফিকেট তৈরিতে। দুশ্চিন্তায় পড়েছে মৃতের পরিবারের লোকজনেরা। তাম্রলিপ্ত গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্তে রিপোর্ট পেতে এবার বিক্ষোভ দেখাল মৃতের পরিজনেরা। একদিকে স্বজন হারানোর শোক, অন্যদিকে আইনি জটিলতা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তাম্রলিপ্ত গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে বারে বারে ঘুরে গিয়েও মিলছে না মৃতদেহের ময়নাতদন্তের (পোস্টমর্টেম) রিপোর্ট। এর ফলে চূড়ান্ত হয়রানির শিকার হচ্ছেন মৃতের পরিবার পরিজনেরা। ডেথ সার্টিফিকেট, জীবন বীমা, দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণের দাবি (রোড এক্সিডেন্ট ক্লেম), এমনকি ওয়ারিশন সার্টিফিকেট-এর মত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলিও দীর্ঘদিন ধরে আটকে রয়েছে। অভিযোগের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন তাম্রলিপ্ত মেডিকেল কলেজের সংশ্লিষ্ট ময়না-তদন্তকারী চিকিৎসক। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়- স্বজনদের দাবি, পোস্টমর্টেম সম্পন্ন হলেও রিপোর্ট দিতে দিনের পর দিন সময় নেওয়া হচ্ছে। এমনকি সময় গড়িয়ে যাচ্ছে দিন পেরিয়ে মাসের পর মাস। বারবার ফিরে যাচ্ছেন মৃতের পরিজনরা, কাঠগড়ায় তাম্রলিপ্ত হাসপাতালের এক চিকিৎসক। জানা গেছে, রিপোর্টটি হাতে পাওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই একাধিকবার মেডিকেল কলেজে এসেছেন মৃতের অসহায় পরিজনরা। কিন্তু প্রতিবারই খালি হাতে ফিরে যেতে হয়েছে তাঁদের। ক্ষুব্ধ পরিজনদের একজন বলেন, যতক্ষণ না রিপোর্ট পাচ্ছি, আমাদের কিছুই করার নেই। সব কাজ আটকে রয়েছে। ডাক্তারবাবুর কাছে গেলেই শুধু ঘোরাচ্ছেন। বারবার ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে না পেয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ মৃতের আত্মীয়-স্বজনেরা হাসপাতাল থেকে চিকিৎসক বেরোতেই তাঁর পিছু ধাওয়া। চাপান-উতর চরমে উঠলে ওই চিকিৎসক জানান, রিপোর্ট দিতে দেরি হওয়ার কারণ হল - প্রিন্টার খারাপ! চিকিৎসকের আজব যুক্তি শুনে হতবাক হয়ে যান সকলে! পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তমলুক থানার পুলিশ। তাঁরা দু'পক্ষকে শান্ত করে বিষয়টির দ্রুত নিষ্পত্তির আশ্বাস দেন। একটি সরকারি হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট কেবলমাত্র প্রিন্টার খারাপ থাকার কারণে আটকে থাকতে পারে! এই ঘটনায় তাম্রলিপ্ত গভার্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের গাফিলতির রয়েছে বলে অভিযোগ সাধারণ মানুষের।

আধুনিকতা আর বিজ্ঞানের যুগেও বিস্ময়করভাবে চন্দ্রকোনায় আজও পরিচিত গরু ও মোষের গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চন্দ্রকোনা, ২৪ নভেম্বর : চাষের জমি থেকে গ্রামবাংলার রাস্তায় এক ঐতিহ্যের গল্প। একটা সময় ছিল, গ্রামবাংলার জীবনযাত্রা বলতে যে ছবি প্রথম মনে দখল করেছে ট্র্যাক্টর, আর মালবহনকারী গাড়ির ভিড়ে গ্রামবাংলার চেনা দৃশ্য যেন ক্রমেই ইতিহাস হয়ে যাচ্ছে। আজকের দিনে ফসল ঘরে তোলার জন্য আর

আসত চাষের জমি, গরু, লাঙল, আর সেই সঙ্গে গরুর গাড়ি ও মোষের গাড়ি। কৃষকের ঘরের সুখ-দু ঃখ, মাঠে শ্রমের ঘাম, ফসল তোলা সবকিছুর সঙ্গে এই গাড়িগুলি ছিল ওতপ্রতভাবে জড়িয়ে । পথ চলা হোক কিংবা মালপত্র বহন, গরুর গাড়ি আর মোষের গাড়ির শব্দেই যেন শুরু হত দিনের কাজ। কিন্তু উন্নয়ন, আধুনিকতা আর বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে কৃষিক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি। লাঙলের জায়গা অপেক্ষা করতে হয় না ঐতিহ্যবাহী যানের ওপর। চাষের কাজে পাওয়ার টিলার থেকে শুরু করে চারা রোপণ মেশিন সবই বদলে দিয়েছে কৃষিকাজের ধরন। গ্রামাঞ্চলের রাস্তায় এখন ছুটে বেড়ায় ছোট বড় মালবাহী ভ্যান, ট্রাক, পিকআপ ভ্যান। আধুনিকতার গতিতে মানুষ সময় বাঁচাতে চায়, শ্রম সাশ্রয় করতে চায়। তাই গরুর গাড়ি বা মোষের গাড়ি যেন অনেকের কাছেই এখন মূল্যহীন। নতুন প্রজন্মের অনেকেই এই যানগুলো দেখেই না, ব্যবহার তো দূরের কথা। যেন একসময়কার প্রাণের সঙ্গী আজ শুধুই গ্রামবাংলার স্মৃতিতে রয়ে গেছে। তবু বিস্ময়করভাবে, আজও পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনার বুকে দেখা যায় গরুর গাড়ি ও মোষের গাড়ির চলাচল। কখনও মালপত্র বহন, কখনও খামারের কাজে, আবার কখনও স্রেফ ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখার তাগিদে এখনও কিছু পরিবার এই যানগুলি ব্যবহার করেন গর্বের সঙ্গে। আধুনিকতার কাছে মূল্য হারালেও, পুরনো দিনের মানুষদের কাছে এগুলি এখনও এক অনন্য অনুভূতির নাম। এক টুকরো ইতিহাস, এক গভীর ভাবগাম্ভীর্যের প্রতীক। এই গাড়িগুলি শুধু যান নয়, এগুলি গ্রামবাংলার শেকড়, কৃষিকুলের পরম স্মৃতি, আর ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। চন্দ্রকোনার এই দৃশ্য তাই আজও মনে করিয়ে দেয়, যতই উন্নয়ন হোক, মানুষের মাটির টান, চাষের স্মৃতি আর গরু- মোষের নিঃশব্দ সঙ্গ কখনও পুরোপুরি হারিয়ে যায় না। এগুলি ধরে রাখে গ্রামজীবনের প্রকৃত পরিচয়, ইতিহাস আর আবেগকে।

অরেঞ্জ লাইনে শুরু সিবিটিসি বা কমিউনিকেশন বেসড ট্রেন কন্ট্রোল সিস্টেম

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : বেলেঘাটা থেকে কবি সুভাষ রুটে অর্থাৎ অরেঞ্জ লাইনে শুরু হতে চলেছে সিবিটিসি বা কমিউনিকেশন বেসড ট্রেন কন্ট্রোল সিস্টেমে মেট্রো চলাচল। সোমবার থেকেই অরেঞ্জ লাইনে শুরু হবে এই পদ্ধতি। শুধু তাই নয়, পরবর্তী সপ্তাহের প্রথমদিন থেকে ৬০ টির পরিবর্তে ৬২ টি মেট্রো চলবে বলে জানিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। প্রথম পরিষেবাঃ কবি সুভাষ থেকে বেলেঘাটা সকাল ৮টার পরিবর্তে সকাল ৭.৪০-এ। বেলেঘাটা থেকে কবি সুভাষ সকাল ৭.৫৫- এর পরিবর্তে সকাল ৮.১০-এ। শেষ পরিষেবাঃ কবি সুভাষ থেকে বেলেঘাটা ৭.০৫-এর পরিবর্তে রাত ৮.২০-তে। বেলেঘাটা থেকে কবি সুভাষ ৮.০৫-এর পরিবর্তে ৮.৪৫-এ চলবে। কলকাতা মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনে সোমবার থেকে কমিউনিকেশন- ভিত্তিক ট্রেন কন্ট্রোল (CBTC) ব্যবস্থা চালু হতে চলেছে। সিবিটিসি ব্যবস্থার মাধ্যমে মেট্রো রেলগুলি একে অপরের থেকে কম দূরত্বে চলতে পারবে, যার ফলে পরিষেবার ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি পাবে। এমনিতেই এই অংশে যাত্রী কম হওয়ার অভিযোগ থাকে। মেট্রো চাইছে পরিষেবা বাড়িয়ে যাত্রী টানতে।

ওজনে কারচুপির অভিযোগ, কিষান মান্ডিতে বিক্ষোভ চাষীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২৪ নভেম্বর : ওজনে কারচুপির অভিযোগে তুলে কিষান মান্ডিতে বিক্ষোভ দেখালেন চাষীদের একাংশ। পাশাপাশি সরকারি আধিকারিককে হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে চাষীদের একাংশের বিরুদ্ধে। সোমবার দুপুরে বোলপুর কিষান মান্ডির ঘটনা। গত কয়েকদিন ধরে কিষান মান্ডিতে ধান কেনাবেচা চলছে। প্রতিদিনের মতো এদিনও বিভিন্ন এলাকা থেকে ধান বিক্রির জন্য কিষান মান্ডিতে নিয়ে এসেছিলেন চাষীরা। তাঁদের অভিযোগ, ধান বিক্রি করতে এসে তাঁরা দেখেন ওজনে চার থেকে পাঁচ কেজি কারচুপি করা হচ্ছিল। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন চাষীদের একাংশ। তাঁরা কিষান মান্ডির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বিক্ষোভকারীরা কিষান মান্ডিতে থাকা এক কৃষি আধিকারিককে হেনস্থা করা হয় বলেও অভিযোগ। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

হাতির আক্রমণে মৃত্যু বৃদ্ধের

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : ডুয়ার্সে ফের মানুষ-হাতি সংঘাতে প্রাণহানি। গরু চরাতে গিয়ে হাতির আক্রমণে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। মৃতের নাম অমর বাহাদুর ছেত্রি (৭০)। বাড়ি নাগরাকাটা ব্লকের ২ নম্বর আংরাভাষা গ্রামপঞ্চায়েতের পশ্চিম খয়েরকাটায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে নেমেছে শোক ও আতঙ্কের ছায়া। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো অমর বাহাদুর ছেত্রি আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে নাথুয়া জঙ্গলে গরু চরাতে যান। তখন হঠাৎই একটি বুনো হাতির দল তাদের সামনে এসে পড়ে। অন্যরা দৌড়ে পালাতে সক্ষম হলেও বয়সজনিত কারণে পালাতে পারেননি অমর বাহাদুর। সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ি না ফিরতেই সঙ্গীরা বিষয়টি তাঁর পরিবারকে জানান। রাতেই বন দফতরের নাথুয়া রেঞ্জের কর্মীরা তল্লাশি শুরু করেন। তবে অন্ধকারে তল্লাশিতে অগ্রগতি হয়নি। সোমবার সকালে নাথুয়া বিটের সাউথ ডায়না ব্লকের ঘন জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয় তাঁর নিথর দেহ। পরে পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। গ্রামবাসীদের দাবি, গত কয়েক মাসে ওই এলাকায় হাতির আনাগোনা বেড়েছে। ফলে জঙ্গল সংলগ্ন গ্রামগুলিতে প্রতিদিনই তৈরি হচ্ছে তীব্র আশঙ্কা। বুও জীবিকা নির্বাহের তাগিদে বহু মানুষকে বাধ্য হয়ে জঙ্গলে ঢুকতে হয়। বনদফতর জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে। সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। ক্ষতিপূরণের জন্য ময়নাতদন্তের রিপোর্ট, প্যান কার্ড, আধার কার্ড এবং পঞ্চায়েত সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে পরিবারের পক্ষ থেকে। পাশাপাশি এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা রোধ করা যায়।

বহিস্কৃত কাউন্সিলারের জামিনের আবেদন খারিজ

দেবশ্রী মজুমদার, বীরভূম, ২৪ নভেম্বর : বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তরুণীকে ধর্ষণে অভিযুক্ত তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত কাউন্সিলরের জামিনের আবেদন খারিজ করল জেলা জজ কোর্ট। অভিযুক্ত তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলরের নাম প্রিয়নাথ সাউ। তিনি বীরভূমের রামপুরহাট পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে জয়ী হয়েছিলেন। অভিযোগ একমাস হয়ে গেলেও অভিযুক্ত কাউন্সিলরকে গ্রেফতার না করায় পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়ছে নানা মহলে। উল্লেখ্য, চলতি বছরের ২৯ অক্টোবর বীরভূমের রামপুরহাট থানার প্রিয়নাথ সাউয়ের বিরুদ্ধে ধর্ষণের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এক তরুণী। কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে তরুণীর অভিযোগ বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের ফলে তার পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তারপর ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করে শেষ পর্যন্ত পুলিশের দ্বারস্থ হন তরুণী। কিন্তু একমাস হতে চলল পুলিশ তাকে গ্রেফতার না করায় হতাশ তরুণী। আদালতের বিচারে পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে পুলিশের ভূমিকায় হতাশা প্রকাশ করেন তরুণী। ৩ নভেম্বর সিউড়ির জেলা জজ কোর্টে জামিনের আবেদন করেন অভিযুক্ত কাউন্সিলর প্রিয়নাথ সাউ ওরফে টিঙ্কু। সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৩ নভেম্বর হেয়ারিং ছিল। কিন্তু ১৩ নভেম্বর অভিযুক্তের আইনজীবী আদালতের কাছে সময় চেয়ে আবেদন করেন। সোমবার সেই মামলার শুনানি ছিল। মামলায় অভিযুক্ত কাউন্সিলর প্রিয়নাথ সাউয়ের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন বিচারক। সরকারি আইনজীবী মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ রয়েছে। তরুণীর উপস্থিতিতে বিচারক উভয়পক্ষের মতামত শুনে জামিন খারিজ করে দেন। তরুণীর অভিযোগ, অভিযুক্ত কাউন্সিলর প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে শহরে। প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছে। অথচ রামপুরহাট থানার পুলিশ বা তদন্তকারী আধিকারিক তাকে খুঁজে পাচ্ছেন না। আসলে শাসক দলের প্রভাবশালী কাউন্সিলর হওয়ায় তাকে গ্রেফতার করতে পারছে না রামপুরহাট থানার পুলিশ। গ্রেফতার না করার পিছনে তৃণমূলের হাত রয়েছে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে গাড়ি, মৃত ৩ শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, উলুবেড়িয়া, ২৪ নভেম্বর : বিদ্যালয় থেকে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে গেল স্কুল গাড়ি। মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাল তিন পড়ুয়া। জখম আরও দুই পড়ুয়া। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার হাওড়ার উলুবেড়িয়া থানার বহিরায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন অর্থাৎ সোমবার বিকেল তিনটে নাগাদ উলুবেড়িয়া জগদীশপুরের একটি বেসরকারি স্কুল থেকে ১০ জন পড়য়াকে নিয়ে স্কুল গাড়িটি বহিরা দাসপাড়ার দিকে যাচ্ছিল। সেই সময়ে বহিরা শ্মশানতলার কাছে ওই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার পরে স্থানীয় বাসিন্দারাই উদ্ধারকাজ শুরু করেন। গাড়ির ভিতর থেকে আহতদের উদ্ধার করে উলুবেড়িয়া মেডিক্যাল

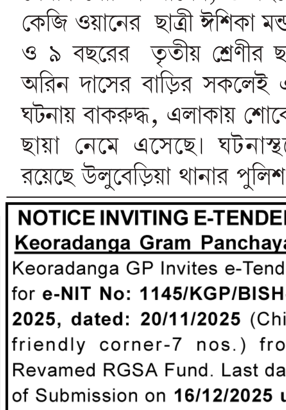

কলেজে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তিনজনকে মৃত বলে জানান। মৃত শিশু ১০ বছরের চতুর্থ শ্রেণীর শৌভিক দাসের, ৫ বছরের কেজি ওয়ানের ছাত্রী ঈশিকা মন্ডল ও ৯ বছরের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র অরিন দাসের বাড়ির সকলেই এই ঘটনায় বাকরুদ্ধ, এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনাস্থলে রয়েছে উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ।

দুটি বাসের সংঘর্ষ, আহত একাধিক

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২৪ নভেম্বর : দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হাওড়ার সাঁতরাগাছি ব্রিজে, আহত বেশ কয়েকজন যাত্রী। অভিযোগ, সোমবার দুপুরে ঘটা ওই দুর্ঘটনায় ওভারটেক করতে গিয়েই দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। আহতদের হাওড়া জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। জানা গেছে, কে-১১ রুটের একটি যাত্রীবাহী বাস কলকাতা থেকে জাতীয় সড়কের দিকে যাচ্ছিল। অন্যদিকে, দিঘা থেকে হাওড়া আসছিল আরেকটি যাত্রীবোঝাই বাস। ওভারটেক করতে গিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় দুটি বাসে। এর জেরে সাময়িক যানজট হয়। পুলিশ বাস দুটি সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। পুলিশ ইতিমধ্যেই একটি বাসের চালককে আটক করেছে। অন্য বাসের চালকের খোঁজ চলছে।

NOTICE INVITING E-TENDER
Keoradanga Gram Panchayat

Keoradanga GP Invites e-Tender for **e-NIT No: 1145/KGP/BISH-I/2025, dated: 20/11/2025** (Child friendly corner-7 nos.) from Revamed RGSA Fund. Last date of Submission on **16/12/2025 up to 11.00 A.M**. It will be open on 18/12/25 at 11.00 AM. Other details will be available from **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Keoradanga Gram Panchayat
Under Bishnupur-I Dev. Block

SAHAJADPUR GRAM PANCHAYAT
e-TENDER NOTICE
NieT No-002/APAS/SGP/2025-26

e-Tenders in prescribed format are invited by the Prodhan, Sahajadpur Gram Panchayat, under Berhampore Block from eligible bonafied contractors under two bid system for "maintion scheme" under Sahajadpur Gram Panchayat, under Berhampore Block. Details can be viewed in **www.wbtenders.gov.in** from **24/11/2025 at 18.00 hrs to 19/12/2025 at 18.00 hrs. Technical Bid has been open on 22/11/2025 at 11.00 hrs.**

Sd/- Prodhan
Sahajadpur Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছি যে আমি শ্রী পরেশ মিস্ত্রী, পিতা-রজনী মিস্ত্রী, সাং- কোনা থানা-লিলুয়া, জেলা-হাওড়া, আমি লিলুয়া থানার অধীন কোনা মৌজায় অন্তর্গত হাল- ৯৩ নং খতিয়ানে হাল - ৬৭৬ নং দাগে ০.০২৪৮ একর পরিমাণ জমি, অষ্টম কুমার গায়েন এর পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রীমতি লীলা গায়েন স্বামী অষ্টম গায়েন এর নিকট হইতে খরিদ করিয়া নাম খারিজ এর আবেদন করিয়াছি। উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল নং IV-35 তারিখঃ ১৯৯১ ADSR হাওড়া। উক্ত আমমোক্তার নামা সম্বন্ধে কারো কোন অভিযোগ থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

আমমোক্তারনামা

আলম সেখ, পিতা- মতিউর রহমান, সাং- বানীপুর, পোঃ- মিঞাপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০১৯ সালে Book-IV, 345 নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১) কৃষ্ণ মন্ডল, ২) ব্রজেন মন্ডল, ৩) বিনয় মন্ডল, ৪) মেঘু মন্ডল, ৫) ফাগু মন্ডল, ৬) কোকিল মন্ডল, ৭) সোকিল মন্ডল, ৮) অকিল মন্ডল, ৯) দ্রৌপদী মন্ডল আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার ১২৫ নং কাটনাই মৌজাস্থিত এল. আর. ১২২০ ও ১২৪৯ নং দাগের এল. আর. ১০৭৭, ১০৯৭, ১০৯৯ নং খতিয়ানের সমস্ত সম্পত্তি হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L.& L.R.O. Raghunathganj-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় পরবর্তীতে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

e-Tender and Offline Tender is hereby invited by JAMALPUR-II Gram Panchayat from the bonafied and eligible contractors of different types of works in Gram Panchayat area under 15th F.C. 2025-2026 and Own fund. Tender Online : - **Ref Nit No- 395/Jam-II/25, Dated-24.11.2025.** Publish Date **27.12.2025 at 12.30 A.M**. Document download/sale start date **01/12/2025 from 01.00 P.M**. Bid submission start date **01/12/2025 from 02.00 P.M.** Bid submission end date **08/12/2025 upto 04.00 P.M** Bid Openning Date (Finance) To be notified later, All others Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office. Tender Offline : - **384/Jam-II/25 Dated-19.11.2025,** Date of Sale of Tender form - **20/11/2025 to 27/11/2025,** Last Date of dropping **28/11/2025 (Upto 01.00 P.M.)**. Date of Opening **28/11/2025. (After 02.30 P.M. Onwards.)**

শিলচরে ৭৫০ ভোল্ট বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : **এসআর.ডিইই/এলএমজি/৩৩ অফ ২০২৫-২৬, তারিখ:** ২০-১১-২০২৫; নিম্নোক্ত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **ক্রম নং-১; টেন্ডার নং. ঃ ইএল/এলএম/২৫-২৬/২৪-আরটি; কাজের নাম ঃ** (i) শিলচর কোচিং ডিপোর ওয়াশিং/সিক লাইনে এইচওজি কোচগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৭৫০ভি বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা। (ii) শিলচরে, কোচিং ডিপো, শিলচরে (বৈদ্যুতিক অংশ) এলএইচবি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিকাঠামোগত সুবিধাগুলির উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য:** ৯১,৭৩,১৭৪.৮৭/-টাকা; **বায়না মূল্য:** ১,৮৩,৫০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১২-১২-২০২৫** তারিখে **১১:০০** টায় এবং **খোলা ১১:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৬-১১-২০২৫ তারিখে ১১:০০ টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/জি এন্ড সিএইচজি, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী তরুন সেন (মাঝি) ও কুবের চন্দ্র সেন (মাঝি) উভয়ের পিতা স্বর্গীয় নির্মল চন্দ্র সেন (মাঝি) উভয়ের ঠিকানা সাং চাকদা, পোষ্ট অফিস- কোটলুই, থানা- টামনা এবং জেলা- পুরুলিয়া। পুরুলিয়া এ.ডি. আর. অফিসে রেজিষ্টীকৃত আমমোক্তার দলিল নাম্বার I-115 Dated 23.05.2017, দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার সুকান্ত ঘোষ পিতা স্বর্গীয় শক্তিপদ ঘোষ সাং নডিহা, পুরুলিয়া, পোষ্ট অফিস- দুলমী নডিহা, পুরুলিয়া ও আমমোক্তার দলিল নাম্বার I-179 Dated 31.07.2017 এর নিকট অশোক কুমার মাঝি (সেন) পিতা স্বর্গীয় নির্মল চন্দ্র মাঝি (সেন) মৌজা- চাকদা, জে. এল. নাম্বার ৪২ হইতে সি. এস. খাতিয়ান নাম্বার, মাঠ খাতিয়ান নাম্বার ৮৭, আর এস. খাতিয়ান নাম্বার ৯৫, সি. এস. প্লট নাম্বার ২০৬৫৫, আর. এস. প্লট নাম্বার ২৯৮৭, ২৯৮৮, ২৯৮৯ প্লট সমূহের অর্ন্তভুক্ত আমার নিজাংশ ১ / ৫ পরিমান ১২ কাঠা ১০ ছটাক ৩৬ বর্গফুট ও উক্ত মৌজার উক্ত খাতিয়ান এবং উক্ত প্লট সমূহ ও উক্ত পরিমান সুকান্ত ঘোষ ও অশোক কুমার মাঝি (সেন) উভয় ব্যাক্তিকে আমমোক্তারনামা নিযুক্ত করেন।
উক্ত সম্পত্তির ব্যাপারে সকলকে অবগত করা হইতেছে যে যদি কাহারো কোনরূপ আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকিলে আদ্যরোজ হইতে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বি. এল. এন্ড এল, আর ও অফিসে উপযুক্ত প্রমাণসহ যোগাযোগ করুন।

Sanjib Kumar Patra
(Advocate)
Enrolment No. 933/2004

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সৌমিক পাড়ুই, পিতা- শঙ্কর পাড়ুই, সাং. ও পোঃ- দফরপুর, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া, দিনেশ অধিকারী নিযুক্ত আমমোক্তার সুবীর হিজলী মহাশয়ের নিকট হইতে এ্যাডিঃ ডি. সাব. রেজি. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৪৬১ / ২০২৫ আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা- উত্তর ঝাঁপড়দহ, হাল - এল. আর. খতিয়ান ৮১১৮ নম্বর হাল দাগ ২৪৩৬ নং দাগে ০৩.৩০ শতক জমি এ্যাডিঃ ডিঃ সাব-রেজিস্ট্রি ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪৪৯৯ / ২০২৫ নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&.L.R.O. DOMJUR অফিস এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

E-Tender Notice
APAS Fund-2025

1) Enit- 683/KGP/APAS Fund-2025 Date : 20/11/25 Tender ID = 2025_ZPHD_955371_1to 9
2) Enit- 684/KGP/APAS Fund-2025 Date: 20/11/25 ID= 2025_ ZPHD_955416_1 to 21
3) Enit- 685 /KGP/APAS Fund -2025 Date - 21/11/25 ID= 2025_ZPHD_957750_1 to 39
Last Date of Submission **06/12/2005 upto 12:00 pm** Opening date **09/12/25 at 12:00PM**

Sd/- Prodhan
Kusumgam Gram Panchayet

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানাইতেছি যে আমি শ্রীমতি মহুয়া নস্কর স্বামী- শ্রী সুভাষ নস্কর সাং-দেবীর পাড়া পোঃ- চামরাইল, থানা-লিলুয়া জেলা-হাওড়া। আমি লিলুয়া থানার অধীন দেবীর পাড়া মৌজায় হাল- ৮৪৩ নং খতিয়ানে হাল- ২১৬ নং দাগে ০.০১৩৫ এ- পরিমাণ জমি শৈলেন নস্কর-এর পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার সুভাষ নস্কর পিতা- কমল নস্কর হইতে খরিদ করিয়া নাম খারিজ এর আবেদন করিয়াছি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল নস্কর IV-326 তারিখ ২২।৭।২০২০ A.D.S.R হাওড়া উক্ত আমমোক্তার নামা সন্ধন্ধে কারো কোন অভিযোগ থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগা করুন অন্যাথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

আমমোক্তারনামা

সাদিকুল ইসলাম, পিতা- আবুল কালাম, সাং- ভৈরবটোলা হাজীপাড়া, পোঃ- লবনচোয়া, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২৩ সালে Book-I, 19025 নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১) মিহির মন্ডল, ২) জহর মন্ডল, ৩) প্রকাশ মন্ডল, ৪) বাসু মন্ডল, ৫) শিবু মন্ডল আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার ১২২ নং কুলোড়ি মৌজাস্থিত এল. আর. ৩১৮, ৩১৮ /১১১৬, ৩০২ / ১১২২ নং দাগের এল. আর. ৪২৪৫, ৫১৫২, ৫১৫৩, ৫১৭৬, ৫১৭৭ নং খতিয়ানের মোট ১০৩ শতক সম্পত্তি হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L.& L.R.O. Raghunathganj-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় পরবর্তীতে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল কাঞ্চন দেবী, পিন্টু সাউ-এর স্ত্রী, যিনি ১০৪, চকপাড়া, রামকৃষ্ণ কলোনি, লিলুয়া, হাওড়া, ওয়ার্ড নং ৬৬, পিন কোড- ৭১১২০৩-এ বসবাস করেন, তিনি তিনটি দলিল হারিয়েছেন, যার মধ্যে একটি হল এ.ডি.এস.আর. হাওড়া অফিসে নিবন্ধিত কনভেয়েন্স ডিড এবং ২০০৩ সালের জন্য বই নং ১ এবং বিইং নং ৬৪১৯-এ লিপিবদ্ধ, দ্বিতীয়টি হল এ.ডি.এস.আর. হাওড়া অফিসে জেনারেল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি এবং ২০১২ সালের জন্য বই নং ৪ এবং বিইং নং ০০১৬১-এ লিপিবদ্ধ এবং আরেকটি ডি.এস.আর. অফিসে নিবন্ধিত কনভেয়েন্স ডিড। হাওড়া এবং ১৯৯৪ সালের জন্য বই নং ১ এবং বিইং নং ২৩১২-তে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং ১৪-১১-২০২৫ তারিখে জি.ডি. এন্ট্রি নং ৮৫১-এর মাধ্যমে লিলুয়া থানার অফিসার-ইন-চার্জের কাছে একটি সাধারণ ডিলারিও দায়ের করা হয়েছে। যে কোনও ব্যক্তির যদি এই বিষয়ে কোনও দাবি, ভাগ, অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, বা কোনও আপত্তি থাকে তবে তাকে এই তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে সহায়ক দলিল প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে তা অবহিত করতে হবে, যেখানে দাবির পরে যদি কোনও দাবি থাকে তবে তা মওকুফ বলে গণ্য করা হবে এবং আর কোনও দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
অ্যাডভোকেট
ফোন নম্বর ৯০০৭৮২৪৯৫৭

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ই-টেন্ডার/২০২৫/৩৯, তারিখ ২১.১১.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি.), দঃপূঃ রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যা সামগ্রীর প্রেক্ষিতে উল্লিখিত তারিখে **দুপুর ৩টার আগে** জমা করতে হবে এবং **খুলবে দুপুর ৩.৩০ মিনিটে ঃ ক্রঃ নং ও টেন্ডার নং; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্য; বায়না মূল্য ঃ (১) ই-কেজিপি-ইস্ট-৬৮-২০২৫;** সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/সি/সাঁতরাগাছির শাখায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/সাঁতরাগাছির অধিক্ষেত্রাধীনে ০১.১০.২০২৫ থেকে ৩০.০৯.২০২৭ তারিখ মেয়াদে বিবিধ পি.ওয়ে(জোনাল)/ট্র্যাক ওয়ার্কস; ২,০০,০০,০০০.০০ টাকা; ২,৫০,০০০ টাকা। **(২) ই-কেজিপি-ইস্ট-৬৯-২০২৫;** সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/ইস্ট/সাঁতরাগাছির শাখায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/সাঁতরাগাছির অধিক্ষেত্রাধীনে ০১.১০.২০২৫ থেকে ৩০.০৯.২০২৭ তারিখ মেয়াদে বিবিধ পি.ওয়ে(জোনাল)/ট্র্যাক ওয়ার্কস; ৩,৫০,০০,০০০.০০ টাকা; ৩,২৫,০০০ টাকা। **(৩) ই-কেজিপি-ইস্ট-৭০-২০২৫;** সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/ডব্লু/সাঁতরাগাছির শাখায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/শালিমারের অধিক্ষেত্রাধীনে ০১.১০.২০২৫ থেকে ৩০.০৯.২০২৭ তারিখ মেয়াদে বিবিধ পি.ওয়ে(জোনাল)/ট্র্যাক ওয়ার্কস; ৩,৫০,০০,০০০.০০ টাকা; ৩,২৫,০০০ টাকা। **(৪) ই-কেজিপি-ইস্ট-৭১-২০২৫;** সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/উলুবেড়িয়ার শাখায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/শালিমারের অধিক্ষেত্রাধীনে ০১.১০.২০২৫ থেকে ৩০.০৯.২০২৭ তারিখ মেয়াদে বিবিধ পি.ওয়ে(জোনাল)/ট্র্যাক ওয়ার্কস; ৩,৫০,০০,০০০.০০ টাকা; ৩,২৫,০০০ টাকা। **(৫) ই-কেজিপি-ইস্ট-৭২-২০২৫;** সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/পাঁশকুড়ার শাখায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/পাঁশকুড়ার অধিক্ষেত্রাধীনে ০১.১০.২০২৫ থেকে ৩০.০৯.২০২৭ তারিখ মেয়াদে বিবিধ পি.ওয়ে(জোনাল)/ট্র্যাক ওয়ার্কস; ৪,০০,০০,০০০.০০ টাকা; ৩,৫০,০০০ টাকা। **(৬) ই-কেজিপি-ইস্ট-৭৩-২০২৫;** সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/কোলাঘাটের শাখায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/পাঁশকুড়ার অধিক্ষেত্রাধীনে ০১.১০.২০২৫ থেকে ৩০.০৯.২০২৭ তারিখ মেয়াদে বিবিধ পি.ওয়ে(জোনাল)/ট্র্যাক ওয়ার্কস; ৩,০০,০০,০০০.০০ টাকা; ৩,০০,০০০ টাকা। **(৭) ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-৫২-২০২৫;** ঝাড়গ্রাম-চাকুলিয়া ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/ঝাড়গ্রামের অধিক্ষেত্রাধীনে লেভেল ক্রশিং নং ৮৪-এ ০১টি লিমিটেড হাইট সাবওয়ে নির্মাণ; ৯,১০,৯০,১৯৬.৪২ টাকা; ৬,০৫,৫০০ টাকা। **(৮) ই-কেজিপি-এইচকিউ-৪৯-২০২৫;** অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/ সেটেলমেন্ট/খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্রাধীনে খড়গপুরে সীমানা পাঁচিল এবং লন ও বাগানের উন্নয়নসহ অফিসার রেস্ট হাউস কাম ট্রানজিট অ্যাকোমোডেশন নির্মাণ; ২,২৬,৭৩,১৬৯.৬২ টাকা; ২,৬৩,৪০০ টাকা। **(৯) ই-কেজিপি-এইচকিউ-৫০-২০২৫;** অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/ সেটেলমেন্ট/খড়গপুরের অধীনে অফিসার্স ক্লাবের ব্যাডমিন্টন হলের সম্প্রসারণ; ৭৪,৭৮,২৮৫.৭১ টাকা; ১,৪৯,৬০০ টাকা। **(১০) ই-কেজিপি-সাউথ-৬১-২০২৫;** অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/বালাসোরের অধিক্ষেত্রাধীনে রাণীতাল, নীলগিরি রোড, খন্তাপাড়া ও বাহানগাবাজার স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের সম্প্রসারণ, উচ্চতা বৃদ্ধি ও উপরিতলের উন্নয়ন এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা; ২০,৯০,৯৭,৪৫২.৫৫ টাকা; ১১,৯৫,৫০০ টাকা। **(১১) ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-৫৩-২০২৫;** বালিচক, মাদপুর, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, চাকুলিয়া ও রাখামাইনস ঃ ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/ডব্লু/খড়গপুরের অধিক্ষেত্রাধীনে আরজিএম সাইডিং-এ সুযোগসুবিধার বৃদ্ধি; ১,৯৯,৫৮,৪৯৪.১৩ টাকা; ২,৪৯,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** প্রতিটির জন্য ০.০০। **খোলার তারিখ ঃ** ক্রমিক নং ১ থেকে ৬-এর জন্য ০৫.১২.২০২৫, ক্রমিক নং ৭-এর জন্য ০৯.১২.২০২৫, ক্রমিক নং ৮ থেকে ৯-এর জন্য ১১.১২.২০২৫, ক্রমিক নং ১০-এর জন্য ১২.১২.২০২৫, এবং ক্রমিক নং ১১-এর জন্য ১৫.১২.২০২৫। **কাজ শেষ করার মেয়াদ ঃ** ক্রমিক নং ১ থেকে ৬-এর জন্য ২৪ মাস; ক্রমিক নং ৭-এর জন্য ১৮ মাস; ক্রমিক নং ৮, ১০ ও ১১-এর জন্য ১২ মাস এবং ক্রমিক নং ৯-এর জন্য ০৬ মাস। **বিড শুরুর তারিখ ঃ** ক্রমিক নং ১ থেকে ৬-এর জন্য ২১.১১.২০২৫ থেকে ০৫.১২.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টা পর্যন্ত; ক্রমিক নং ৭-এর জন্য ২৫.১১.২০২৫ থেকে ০৯.১২.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টা পর্যন্ত; ক্রমিক নং ৮ থেকে ৯-এর জন্য ২৭.১১.২০২৫ থেকে ১১.১২.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টা পর্যন্ত; এবং ক্রমিক নং ১০-এর জন্য ২৮.১১.২০২৫ থেকে ১২.১২.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টা পর্যন্ত; এবং ক্রমিক নং ১১-এর জন্য ০১.১২.২০২৫ থেকে ১৫.১২.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/মাপকাঠির জন্য এবং অনলাইনে বিড জমা করতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোনওভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র. ঃ** সব টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **"www.ireps.gov.in"** দেখতে পারেন। **(PR-872)**

RAMJIBONPUR MUNICIPALITY
NOTICE INVITING e-Tender (2nd Call)

e- NIT No.04 (2nd Call) **Dated: 22.11.2025**

The Chairman, on behalf of the Board of Councillors of Ramjibonpur Municipality invites Tenders on Percentage-Rate-Basis by two bid system for Public Toilet (Ward no.3)& Community Toilet (Ward no.7) within Ramjibonpur Municipality from the enlisted contractor of Municipalities & reliable bonafied resourceful tenders/Bidders. **Tender Ref.no.: WBMAD/ULB/RM/NIeT-04 (2nd Call)/2025-26. Tender ID: 2025_MAD_956245** Last date & time for submission of bid through online is 19.12.2025 up to 11.00 A.M. The details will be available on website www.wbtenders.gov.in (or) www.etender.wb.nic.in or www.ramjibonpurmunicipality.org.in and Office Notice Board .

Sd/- Chairman,
Ramjibanpur Municipality

MIRAE ASSET
Mutual Fund

In order to impart an insight on mutual fund, to educate and create awareness among the investors about the financial market, Mirae Asset Mutual Fund undertakes numerous events and activities at various places across the country and in number of ways such as conducting Investor Awareness Programs (IAPs) / seminars, contents on investor awareness in print media (newspapers, magazines etc.) and programs on Mutual Funds in electronic media (TVs, radios etc.).

In this regard, please see below schedule of upcoming IAP:

Date	Time	Address
November 28, 2025	04:00 P.M.	Bharat Chandra Granthagar Mulazor Road, Shyam Nagar, Pin - 743 127.

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited. CIN - U65990MH2019PTC324625)
Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai-400098. 1800 2090 777 (Toll free), customercare@miraeasset.com www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

তিন প্রজন্মের তিন আর্জেন্টাইনের চার গোলে ফাইনালে ইন্টার মায়ামি

একজনের বয়স ৩৮, আরেকজনের বয়স ১৯। দুজনই আর্জেন্টিনার, দুজনের জন্ম রসারিওতে। এখনকার পরিচয়, দুজন ক্লাব সতীর্থ। লিওনেল মেসি ও মাতেও সিলভেত্তির দারুণ সংযোগে প্রথম দুটি গোল পেল ইন্টার মায়ামি। এই দুজনের মাঝের প্রজন্মের আরেক আর্জেন্টাইন ভাবলেন, তারও তো কিছু করা দরকার! ব্যস, দুটি গোল করে ফেললেন তাদেও আইয়েন্দে। তিন প্রজন্মের আর্জেন্টাইন ফুটবলারের চার গোলে নতুন ইতিহাসের দুয়ার খুলল ইন্টার মায়ামি।

ওহিয়ো, ২৪ নভেম্বর: মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেন্স সেমি-ফাইনালে সিনসিনাটি এফসিকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে প্রথমবার কনফারেন্স ফাইনালে পৌঁছে গেল ইন্টার মায়ামি। সিনসিনাটির মাঠে ভারতীয় সময় সোমবার সকালে প্রথমার্ধে সিলভেত্তির পাস থেকে মেসির হেডের গোলে এগিয়ে যায় মায়ামি। দ্বিতীয়ার্ধে মেসির পাস থেকে গোল করেন সিলভেত্তি। পরে মেসির পাস

থেকে দুটি গোল করেন ২৬ বছর বয়সী তারকা আইয়েন্দে। মায়ামির আরেক আর্জেন্টাইনের ছোঁয়ায় ব্যবধান বাড়তে পারত আরও। কিন্তু শেষদিকে মেসির পাস থেকেই রদ্রিগো দি পল সুবর্ণ এক সুযোগ পেয়ে কাজে লাগাতে পারেননি। নিয়মিত মরসুমে ২৯ গোল করার পাশাপাশি ১৯ গোলে সহায়তা করে টানা দ্বিতীয়বার 'মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার' স্বীকৃতি পাওয়াকে প্লে-অফের প্রতিটি ম্যাচেও আছে তার অবদান। এখানেও ছয় গোল ও ছয় অ্যাসিস্ট হয়ে গেল আর্জেন্টাইন জাদুকরের। অভিজ্ঞ লুইস সুয়ারেজকে বাইরে রেখে এ দিন মেসির সঙ্গে তারুণ্য নির্ভর আক্রমণভাগ সাজান মায়ামির কোচ জাভিয়ের মাসচেরানো। তা কাজে লেগে যায় দারুণভাবে। ম্যাচের শুরুটা হয় দুই দলের সমান তালে লড়াইয়ে। এর মধ্যেই প্রথম ১৫ মিনিটে হেড ও দূরপাল্লার শটে গোলের চেষ্টা করে সিনসিনাটি। দুটিই আটকে দেন মায়ামির গোলকিপার রোকো রিওস নোভো। প্রথম ভালো আক্রমণ থেকেই মায়ামি এগিয়ে যায় ১৯তম মিনিটে। বক্সের বাইরে দি পলের ডামি থেকে বল পান মেসি। তিনি বল বাড়িয়ে দেন বক্সের বাইরে বাঁ কোনায় থাকা সিলভেত্তিকে। তিনি বাঁ পায়ে ক্রস করেন ভেতরে। ফাঁকায় থাকা মেসি হেডে বল পাঠান জালে। ২৫তম মিনিটে মেসির পাস থেকে বালতাসার রদ্রিগেসের শট ডাইভ দিয়ে কোনোরকমে ঠেকান সিনসিনাটির গোলকিপার রোমান কালেন্টানো। মিনিট দুয়েক পরই মাঝমাঠ থেকে উড়ে আসা দারুণ এক বল ধরে গোলকিপারকে প্রায় একা পেয়ে গিয়েছিলেন মেসি। কিন্তু তার গড়ানো শট অল্পের জন্য চলে যায় বাইরে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে বাঁ প্রান্ত ধরে একাই বল নিয়ে বিপজ্জনকভাবে ভেতরে ঢুকে শট নেন সিলভেত্তি। চমৎকার রিফ্লেক্সে তা ঠেকান সিনসিনাটির গোলকিপার। একটু পর আর হতাশ করেননি সিলভেত্তি। মেসির পাস পেয়ে বক্সের ভেতর ফাঁকায় থেকে কোনাকুনি শটে গোল করেন তিন মাস আগে দলে যোগ দেওয়া উইঙ্গার। মিনিট পাঁচেক পর পাল্টা আক্রমণ থেকে মাঝমাঠে প্রতিপক্ষের দুজনের মাঝ দিয়ে বল বাড়ান মেসি। বল ধরে দ্রুতগতিতে ছুটে যান আইয়েন্দে, তার সামনে ছিল না কেউ। গোলকিপারকেও পরাস্ত করেন অনায়াসেই। আইয়েন্দের পরের গোলটিও প্রায় একইরকম। আবারও মাঝমাঠ থেকে দুজনের ভেতরে দিয়ে দুর্দান্ত পাস বাড়ান মেসি। বল ধরে ছুটতে থাকেন আইয়েন্দে। এবার সিনসিনাটির এক ডিফেন্ডার অবশ্য দৌড়ে গিয়ে চ্যালেঞ্জ জানান তাকে। কিন্তু সেই ডিফেন্ডারকে শরীরের ধাক্কায় ছিটকে দিয়ে আগুয়ান গোলকিপারের পাশ দিয়ে নিজের দ্বিতীয় আর দলের চতুর্থ গোল করেন সেলতা ভিগো থেকে গত জানুয়ারিতে ধারে মায়ামিতে আসা উইঙ্গার। ৮৬তম মিনিটে মেসির আরেকটি বুদ্ধিদীপ্ত পাস থেকে গোলমুখে গোলকিপারকে একদম একা পেয়েও অবিশ্বাস্যভাবে গোল করতে পারেননি দি পল। কনফারেন্স ফাইনালে মেসিদের প্রতিপক্ষ নিউ ইয়র্ক সিটি এফসি। এ দিনই অন্য সেমি-ফাইনালে ১-০ গোলে হারিয়েছে তারা নিয়মিত মরসুমে শীর্ষে থাকা ও সাপোর্টার্স শিল্ডজয়ী ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নকে। নিয়মিত মরসুমে মায়ামি ছিল তৃতীয়, নিউ ইয়র্ক পঞ্চম। আগামী শনিবার ফাইনালটি হবে তাই মায়ামির মাঠে।

পাটা পিচে খাবি খেল টিম ইন্ডিয়া

গুয়াহাটি, ২৪ নভেম্বর: দেশের মাটিতে ফলো-অনের লজ্জার থেকে বাঁচল পন্থের ভারত। বলা যায়, বাঁচিয়ে দিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। নয়তো ভারতের অধিনায়ক ঋষভ পন্থ ও কোচ গৌতম গম্ভীরের ভুলে ভরা পরিকল্পনায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দেশের মাটিতে ফলোঅনের লজ্জা ফিরতেই পারত ভারতীয় ক্রিকেটে। গুয়াহাটিতে মাত্র ২০১ রানে থেমে গেল ঋষভ পন্থের দলের ইনিংস। যে পিচে দক্ষিণ আফ্রিকা ৪৮৯ রান করেছিল, সেখানে ভারত করল ২০১ রান। মার্কো জানসেন ব্যাটিংয়ে ৯৩ করেছেন, তারপর ৬ উইকেট নিলেন। তা বলে পিচ বদলাচ্ছে, তা বলা যাবে না। কারণ কুলদীপ যাদব ১৩৪ বল খেলে গেলেন। সোজা কথায়, ব্যাটে-বলে-নেতৃত্বে, এমনকী ফিল্ডিংয়েও ভারতকে একহাত নিলেন টেম্বা বাভুমারা। ২৮৮ রানের লিড হাতে নিয়ে ফের ব্যাট করতে নেমেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। তৃতীয় দিনের শেষে মার্করামদের রান ২৬। লিড রয়েছে ৩১৪ রানের। প্রথম দিনের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে পন্থ বলে যান, এই পিচ রাস্তার মতো। অর্থাৎ পাটা। সেই রাস্তায় হুড়মুড়িয়ে পড়ল

ভারতের তারকাখচিত ব্যাটিং বিভাগ। না, রাস্তার দোষ নয়। গাড়ি চালাতে না পারার ব্যর্থতা। ইডেনে ডুবিয়েছিল স্পিন। এখানে স্পিন তো বটেই, তবে জানসেনের পেস ও বাউন্সের ঠিকঠিকানা খুঁজে পেলেন না কেউ। তাহলে কুলদীপ কীভাবে ১৩৪ বল খেলে গেলেন? ধৈর্য দেখিয়ে। যেটা ধ্রুব জুরেল বা পন্থ করেননি। অধিনায়কের মতো উড়ে এসে ব্যাট ছুড়ে শট মারার উলটো পথে হেঁটে লড়াই চালিয়ে গেলেন কুলদীপ (১৯)। রান দেওয়া যাবে না ওয়াশিংটন সুন্দরকেও (৪৮)। অল্পের জন্য হাফসেঞ্চুরি হাতছাড়া করলেন। অবশ্য তাঁকে এক ম্যাচে তিন নম্বরে, এক ম্যাচে আট নম্বরে ব্যাট করানো হচ্ছে কেন, সেই উত্তর কেউই দিতে পারবেন না। তাঁর জায়গায় যাঁকে তিন নম্বরে খেলানো হয়, সেই সাই সুদর্শনের প্রবণতাই হল বল আকাশে তোলা। ফলাফল তাঁর ঝুলিতে মাত্র ১৫ রান। রবীন্দ্র জাদেজার আউটটা একটু দুর্ভাগ্যের। কাঁধে লেগে বল ঘুরে ব্যাটে লেগে ক্যাচ হয়ে যায়। তা বলে জানসেনের বাউন্সের সামনে যেভাবে শরীর ঘুরিয়ে দিলেন, সেটাও আশঙ্কার। একই ভাবে নীতীশ কুমার রেড্ডির অসাধারণ ক্যাচ ধরলেন মার্করাম। কিন্তু পেসের সামনে তাঁর দুর্বলতা প্রকট। ভারতের হয়ে দুই টেস্ট মিলিয়ে একমাত্র হাফসেঞ্চুরি যশস্বীর। মনে করিয়ে দেওয়া যাক, দেশের মাটিতে ২০১০ সালে শেষবার ফলো-অন হয়ে ছিল ভারত। সেবারও প্রতিপক্ষ ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই দলের ওপেনার গৌতম গম্ভীর আজ ভারতীয় দলের কোচ। সেবার প্রোটিয়াদের ৬ উইকেটে ৫৫৮ রানের জবাবে ২৩৩ রানে শেষ হয়ে গিয়েছিল ভারতের ইনিংস। সব মিলিয়ে ইনিংস এবং ৬ রানে হারে ভারত। যদিও এবার সেই লজ্জার হাত থেকে বাঁচল ভারত। টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশের লজ্জার হাত থেকে বাঁচতে পারবে কি?

পদত্যাগ করতে চাইলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ নভেম্বর: স্থানীয় ক্লাব ক্রিকেটে রবিবার এরিয়ানের কাছে হারের পর হতাশায় ইস্টবেঙ্গল কোচ সৈকত মুখোপাধ্যায় নিজেই পদত্যাগ করতে চাইছিলেন। আপাতত তাঁকে নিরস্ত্র রাখা হচ্ছে।

ইন্টারকে হারিয়ে দুইয়ে এসি মিলান

মিলান, ২৪ নভেম্বর: সান সিরোয় রবিবার রাতে সেরি আর ম্যাচটি ১-০ গোলে জিতেছে এসি মিলান। পেনাল্টি মিস করে সমর্থকদের হতাশ করেন ইন্টারের হাকান কালহানোগলু। এই জয়ে পাঁচ নম্বর থেকে দুইয়ে উঠেছে এসি মিলান। ১২ ম্যাচে সাত জয় ও চার ড্রয়ে তাদের পয়েন্ট ২৫। সমান ম্যাচে চতুর্থ হারের তেতো স্বাদ পাওয়া ইন্টার এক ধাপ পিছিয়ে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে চারে আছে। এসি মিলানের সমান ২৫ পয়েন্ট নিয়ে তিনে নাপোলি। ২৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে রোমা। প্রথমার্ধে

বল দখলের পাশাপাশি আক্রমণেও এগিয়ে ছিল ইন্টার। তবে এই সময়ে গোলের জন্য ১০টি শট নিয়ে কেবল ২টি লক্ষ্যে রাখতে পারে তারা। শুরুতে মার্কাস থুরামের হেড ও ৩৭তম মিনিটে লাউতারো মার্তিনেসের শট ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক মিয়া। প্রথমার্ধে এসি মিলানের ৪ শটের সবগুলোই ছিল লক্ষ্যভ্রষ্ট। সেই তারা বিরতি থেকে ফিরে চমক জাগিয়ে এগিয়ে যায় ৫৪তম মিনিটে। বক্সের বাইরে থেকে আলেক্সিসের নিচু শট গোলরক্ষক ইয়ান সমের ঝাঁপিয়ে ঠেকানোর পর কাছ থেকে জালে পাঠান পুলিসিক। ৭৪তম মিনিটে সমতা ফেরানোর সুবর্ণ সুযোগটি হাতছাড়া করেন কালহানোগলু। তার স্পট কিক ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন মিয়া। বক্সে মার্কাস থুরাম ফাউলের শিকার হওয়ায় পেনাল্টি পেয়েছিল ইন্টার। বাকি সময়ে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেলেও হার এড়াতে পারেনি ইন্টার।

বাইসাইকেল কিকে গোল রোনাল্ডোর

সংবাদ সংস্থা, রিয়াধ, ২৪ নভেম্বর: দীর্ঘ ক্যারিয়ারজুড়ে অনেক দর্শনীয় গোল করেছেন রোনাল্ডো। তেমনই একটির দেখা মিলল সৌদি প্রো লিগে আল নাসরে ও আল খালিজের ম্যাচে। ৪০ বছর বয়সে এসে রোনাল্ডোর এমন গোল বলে দেয়, তার ফিটনেসের মান এখনও কতটা উঁচুতে। একই সঙ্গে গোলটি মনে করিয়ে দেয়, সাত বছর আগে জুভেন্তাসের জার্সিতে বাইসাইকেল

কিকে তার একইরকম গোলের কথাও। ঘরের মাঠে রবিবার ম্যাচটি ৪-১ গোলে জিতেছে আল নাসরে। রোনাল্ডো গোলটি করেছেন দ্বিতীয়ার্ধের যোগ করা সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে। তার আগে জালের দেখা পেয়েছেন জোয়াও ফেলিক্স, ওয়েসলি রিবেইরো ও সাদিও মানে। হাজার গোলের পথে ছুটে চলা রোনাল্ডোর ক্যারিয়ার গোলসংখ্যা হলো ৯৫৪, এবারের সৌদি প্রো লিগে ৯ ম্যাচে ১০টি। একটি গোল বেশি করে লিগের সর্বোচ্চ স্কোরারের তালিকায় তার ওপরে আছেন কেবল ক্লাব সতীর্থ ফেলিক্স। ৯ ম্যাচে শতভাগ সাফল্যে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে আছে আল নাসরে। সমান ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে আল হিলাল।

নজির গড়লেন অনুপমা

দোহা, ২৪ নভেম্বর: দেশকে গর্বিত করলেন অনুপমা রামচন্দ্রন। স্নুকারে ভারতকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরলেন তামিলনাড়ুর তারকা। ২৩ বছর বয়সি অনুপমা ভারতীয় ক্রীড়া ইতিহাসে সোনালি অধ্যায় লিখেছেন। প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসাবে বিশ্ব স্নুকারের খেতাব জিতেছেন তিনি। তিনবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হংকংয়ের অন ই-কে হারিয়ে আইবিএসএফ ওয়ার্ল্ড স্নুকার (১৫-রেড) চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ী হয়েছেন। ফাইনালের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ৩-২ গোলে জয় পেয়েছেন অনুপমা। যে কেউ জিততে পারত এই ম্যাচ। ৬০-৬১ ব্যবধানে পিছিয়ে ছিলেন হংকংয়ের খেলোয়াড়। 'ব্ল্যাক' বল দিয়ে ৬ পয়েন্ট পাওয়ার সুযোগও ছিল তাঁর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই শট মিস করায় শিরোপা জেতেন অনুপমা। অনুপমার জন্ম ২০০২ সালে, চেন্নাইয়ে। ১৩ বছর বয়সে গরমের ছুটিতে মাইলাপুর ক্লাবের বিলিয়ার্ডস ওয়ার্কশপে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি নিজেকে ধীরে ধীরে নিজেকে মেলে ধরতে শুরু করে। খেলাটার প্রতি প্রবল আকর্ষণও জন্মায়। পরিবার এবং ক্লাবের কোচ বুঝতে পেরেছিলেন, স্নুকারের জন্যই তাঁর ভাগ্য নির্ধারিত।

প্রিমিয়ার লিগে এজের চমৎকার হ্যাটট্রিকে টটেনহ্যামকে উড়িয়ে দিল আর্সেনাল

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ২৪ নভেম্বর: এমিরেটস স্টেডিয়ামে রবিবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ৪-১ গোলে জিতেছে মিকেল আর্তেতার দল। লিগ টেবিলে দ্বিতীয় স্থানের সঙ্গে ছয় পয়েন্টের ব্যবধান ধরে রাখল তারা। প্রিমিয়ার লিগে টানা পাঁচ জয়ের পর গত রাউন্ডে সান্ডারল্যান্ডের মাঠে ২-২ ড্র করেছিল আর্সেনাল। আন্তর্জাতিক ফুটবলের বিরতি থেকে ফিরে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে ফের জয়ের পথে ফিরল গত তিনবারের রানার্সআপরা। ১২ ম্যাচে ৯ জয় ও ২ ড্রয়ে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল। ২৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে চেলসি। তৃতীয় স্থানে ম্যানচেস্টার সিটির পয়েন্ট ২২। তাদের চেয়ে ১ পয়েন্ট কম নিয়ে চার নম্বরে অ্যাস্টন ভিলা। ম্যাচ শুরু হতেই এগিয়ে যেতে পারতো আর্সেনাল কিন্তু তৃতীয় মিনিটে কাছ থেকে ডেক্লান রাইসের জোরাল ভলি কোনোমতে আটকান গোলরক্ষক। পরের মিনিটে ইউরিয়েন টিম্বারের হেড অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে ফের হতাশ হতে হয় আয়োজকদের। সেট পিসে দিনে দিনে আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠা আর্সেনাল ৩৩তম মিনিটে ফ্রি কিক থেকে গোল পেতে পারতো। তবে বুকায়ো সাকার জোরাল শট দারুণ নৈপুণ্যে ঠেকান গুলিয়েলমো ভিকারিও। প্রতিপক্ষের ওপর

একচেটিয়া চাপ ধরে রেখে পাঁচ মিনিটে দুই গোল করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় আর্সেনাল। ৩৬তম মিনিটে মিকেল মেরিনোর উঁচু করে বাড়ানো ক্রস বল ডি-বক্সে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে, জোরাল শট নেন লিয়ান্দ্রো ত্রোসার, বল প্রতিপক্ষের একজনের পায়ে লেগে দিক পাল্টে জালে জড়ায়। কিছুই করার ছিল না ভিকারিওর। এরপর ইংলিশ মিডফিল্ডার রাইসের পাস ধরে একজনকে কাটিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে পড়েন এজে। প্রতিপক্ষের আরেকজনকে বাধা দেওয়ার সুযোগ না দিয়ে জোরাল শটে লক্ষ্যভেদ করেন এই ইংলিশ ফরোয়ার্ড। বিরতির পর পুনরায় খেলা শুরুর ৪০ সেকেন্ডের মধ্যে তৃতীয় গোল পেয়ে যায় আর্সেনাল। টিম্বারের পাস ধরে ডি-বক্সে ঢুকেই নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন ২৭ বছর বয়সী এজে। গত আগস্টে শৈশবের ক্লাবে ফিরে এই প্রথম ম্যাচে জোড়া গোল করলেন এজে। আর্সেনালের জার্সিতে প্রিমিয়ার লিগে তার গোল হলো তিনটি, মোট চারটি। প্রথমার্ধে গোলের জন্য একটিও শট নিতে না পারা টটেনহ্যাম ৫৫তম মিনিটে প্রথম প্রচেষ্টাতেই গোলের দেখা পায়। অসাধারণ গোলটিতে পুরো কৃতিত্ব রিশার্লিসনের। মাঝমাঠে প্রতিপক্ষের থেকে বল কেড়ে নেন পালিনিয়া আর বল ধরেই শট নেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড বল হাওয়ায় ভেসে পোস্ট থেকে অনেকটা এগিয়ে থাকা দাভিদ রায়ার ওপর দিয়ে গিয়ে ক্রসবার ঘেঁষে জালে জড়ায়। ওই গোলে টটেনহ্যামের ঘুরে দাঁড়ানোর যা একটু আশা জেগেছিল, তা বলা যায় শেষ হয়ে যায় ৭৬তম মিনিটে এজের আরেক গোলে। ত্রোসারের পাস ধরে জোরাল শটে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন এজে। দুই মিনিট পর চতুর্থ গোলও পেতে পারতেন এজে। তবে তার শট ঠেকিয়ে দলের দুঃস্বপ্ন আর বাড়তে দেননি ভিকারিও। লিগে এই নিয়ে টানা তিন ম্যাচ জয়শূন্য টটেনহ্যাম, এর দুটিতেই হেরেছে তারা। আসরে চতুর্থ হারের পর ১৮ পয়েন্ট নিয়ে নবম স্থানে আছে দলটি।

ঘুরে দাঁড়িয়ে কোনোমতে হার এড়াল রিয়াল

দুই দলের বেশ কিছু সুযোগ নষ্ট হওয়ার পর, দ্বিতীয়ার্ধে গোল হলো একের পর এক। দুইবার এগিয়ে গিয়ে দারুণ এক জয়ের সম্ভাবনা জাগাল এলচে। তবে দুইবারই ঘুরে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনার একটি পয়েন্ট পেল রিয়াল মাদ্রিদ।

অ্যালিক্যান্টে, ২৪ নভেম্বর: প্রতিপক্ষের মাঠ থেকে রবিবার লা লিগায় ২-২ ড্র করে ফিরেছে শাবি আলোন্সোর দল। হার এড়ানোর স্বস্তি থাকলেও, এখানে দুটি পয়েন্ট হারানো দলটির জন্য অনেক বড় ধাক্কা। আলেশ ফেব্রাসের গোলে পিছিয়ে পড়ার পর রিয়ালকে সমতায় ফেরান ডিন হাউসেন। আলভারো রদ্রিগেসের গোলে এলচে আবার এগিয়ে যাওয়ার খানিক পরই জুড বেলিংহামের গোলে দ্বিতীয়বার সমতায় ফেরে সফরকারীরা। চলতি মাসের প্রথম দিন লা লিগায় ভালেন্সিয়ার বিপক্ষে চার গোলের উৎসব করে জিতেছিল রেয়াল। কিন্তু এর পরের দুই ম্যাচে গোল করতেই ভুলে যায় তারা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে লিভারপুলের মাঠে ১-০ ব্যবধানে হারের পর, ঘরোয়া লিগে রায়ো ভাইয়েকানোর বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করে। আন্তর্জাতিক বিরতি থেকে ফিরে গোলের দেখা পেলেও জয় পেল না ইউরোপের সফলতম দলটি। লিগ শিরোপা পুনরুদ্ধারের অভিযানে দুই রাউন্ড আগেও বার্সেলোনার চেয়ে ৫ পয়েন্ট এগিয়ে ছিল রিয়াল মাদ্রিদ। সেই ব্যবধান এখন মাত্র ১। ১৩ ম্যাচে ১০ জয় ও ২ ড্রয়ে ৩২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রিয়াল। ৩১ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে বার্সেলোনা। জমজমাট লড়াইয়ে ম্যাচের প্রথম সুবর্ণ সুযোগটি পায় এলচে, সপ্তদশ মিনিটে। তবে ছয় গজ বক্সের বাইরে সতীর্থের পাস ফাঁকায় পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি রাফা মির, পা দিয়ে ঠেকিয়ে দেন থিবো কোর্তোয়া। কিছুক্ষণ পর তিন মিনিটের ব্যবধানে দারুণ দুটি সুযোগ পান কিলিয়ান এমবাপে। কিন্তু একবারও গোলরক্ষক ইনিয়াকি পেনিয়াকে

পরাস্ত করতে পারেননি ফরাসি ফরোয়ার্ড। প্রথমার্ধে গোলের জন্য রিয়ালের আট শটের এই দুটিই লক্ষ্যে ছিল। আর এই সময়ে এলচের সাত শটের মধ্যে লক্ষ্যে ছিল তিনটি। দ্বিতীয়ার্ধের দ্বিতীয় মিনিটে আবার পেনিয়ার পরীক্ষা নেয় রেয়াল। এমবাপের পাস ধরে ডি-বক্সে ঢুকে জোরাল শট নেন রদ্রিগো, ঝাঁপিয়ে কর্নারের বিনিময়ে ঠেকিয়ে দেন আগস্টে ধারে বার্সেলোনা থেকে এলচেতে আসা এই গোলরক্ষক। সমানতালে পাল্টা আক্রমণ করতে থাকা এলচে ৫৩তম মিনিটে এগিয়ে যায়। পাসিং ফুটবলে শাণানো আক্রমণে সতীর্থের ব্যাকহিল পাস পেয়ে, চোখের পলকে ছুটে গিয়ে ছয় গজ বক্সের মুখ থেকে টোকা দেন আলেশ ফেব্রাস। কোর্তোয়া এগিয়ে গেলেও ধরতে পারেননি, দূরের পোস্টে লেগে বল গোললাইন পেরিয়ে যায়। এরপরই একসঙ্গে তিনটি পরিবর্তন করেন রিয়াল কোচ দানি সেবাইয়োস, রদ্রিগো ও ফ্রান গার্সিয়াকে তুলে নামান এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা, ভিনিসিউস জুনিয়র ও ফেদেরিকো ভালভের্দেকে। অনেক প্রচেষ্টা ভেস্তে যাওয়ার পর, ৭৮তম মিনিটে অবশেষে সাফল্যের দেখা পায় রিয়াল। কর্নার থেকে উড়ে আসা বল বেলিংহ্যামের কাঁধে লেগে যায় আরেকটু সামনে, সেখানে ডান পায়ের শটে সমতা টানেন ডিফেন্ডার হাউসেন। যদিও তাদের স্বস্তি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ৮৪তম মিনিটে প্রতি-আক্রমণে উঠে, ডি-বক্সের বাইরে থেকে জোরাল শটে এলচেকে আবার এগিয়ে দেন আলভারো রদ্রিগেস। এ যাত্রায় অবশ্য পাল্টা জবাব দিতে দেরি করেনি রেয়াল। ৮৭তম মিনিটে বেলিংহ্যামের জোরাল শট গোলরক্ষক ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দিলেও বল বিপদমুক্ত করতে পারেননি, বল চলে যায় দূরের পোস্ট পেরিয়ে এমবাপের কাছে, তার কাটব্যাক পেয়ে গোলমুখ থেকে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় লক্ষ্যভেদ করেন বেলিংহ্যাম। বেলিংহ্যামের প্রথম শট ঠেকিয়ে দেওয়ার সময় ওখানে ছুটে যাওয়া ভিনিসিউসের পায়ে লেগে মুখে আঘাত পান পেনিয়া। স্প্যানিশ গোলরক্ষকের নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে দেখা যায়। প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে খেলা চালিয়ে যান তিনি। যোগ করা সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে এমবাপেকে ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখেন ডিফেন্ডার ভিক্তর। তবে প্রতিপক্ষে একজন কম থাকার সুযোগ কাজে লাগানোর মতো যথেষ্ট সময় আর ছিল না রিয়ালের। টানা তিন ম্যাচ জিততে না পারার হতাশা নিয়ে আগামী বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মাঠে নামবে রিয়াল, অলিম্পিয়াকোসের বিপক্ষে।

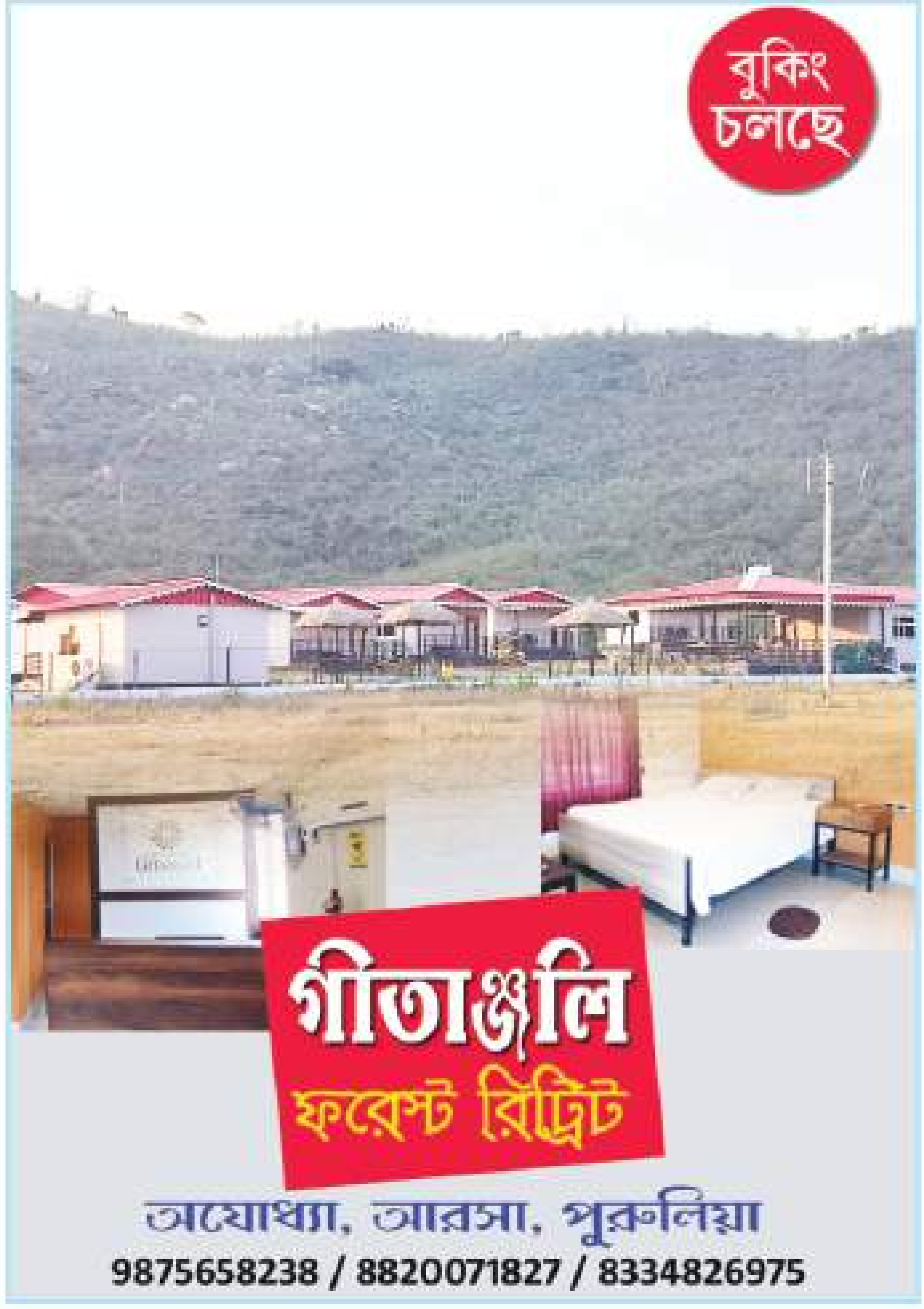

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্র দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৬ পিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co-Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 96, Pioars Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com